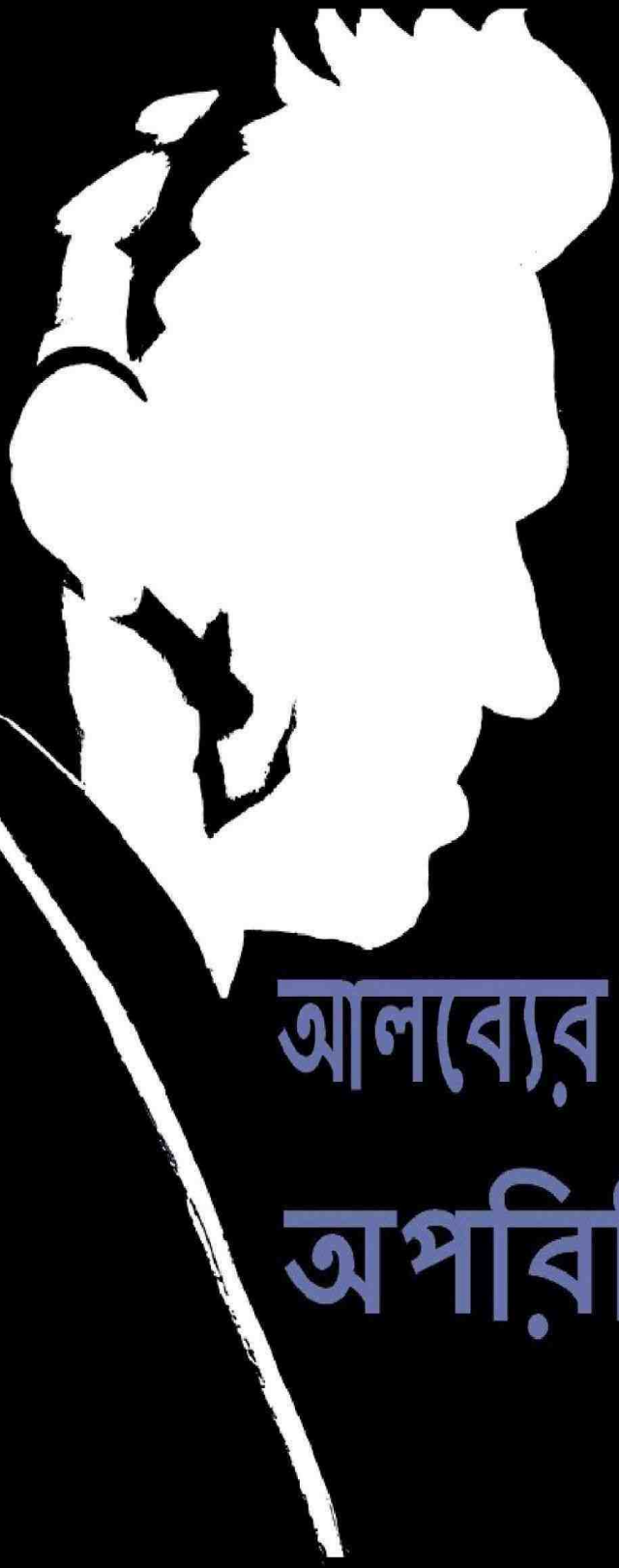

আলব্যের কামু

অপরিচিত

অনুবাদ : পবিত্র সেনগুপ্ত

BanglaBook.org

ম্যোরস' আলজীয়ার্স - এর এক যুবক কেরানি। সে আর দশজন অবিবাহিত, মধ্যবিত্ত, ফরাসী-আলজীরিয় যুবকদের মতোই - রাতের রান্না নিজের ছোট ফ্ল্যাটে নিজেই সারে, 'উইকএন্ড'এ 'গার্লফ্রেন্ড'এর সাথে সহবাস করে - একসাথে সিনেমা যায় - সাঁতারে যায়। কিন্তু সমাজের চোখে তার এক মহৎ দোষ আছে, যে জন্য সে অন্য সকলের থেকে আলাদা।

ওর জীবনে ভাবাবেগের কোনও স্থানই নেই, সমস্ত পরিস্থিতিতেই ওর প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন, সরল ও অকপট। জীবনের সমস্ত ঘটনা - জীবন, মৃত্যু, সেক্স সবই সে এক প্রবাসীর চোখ দিয়ে দেখে। এমনকি যখন সে ব্যক্তিগতভাবে এক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে যা তার জীবনে আনে এক ভয়াবহ অন্যায় অবিচার তখনো সে নিজের অনুভূতি ও অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া এক নিরাসক্ত, কঠিন সততার সঙ্গে বিচার করে।

আলব্যের কামু-র *(Albert Camus)* জন্ম হয় আলজীরিয়ায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিশ্র ফরাসী ও স্প্যানিশ বংশে। উত্তর আফ্রিকায় বড়ো হয়েছিলেন এবং ফ্রান্সের বড়ো শহরে এসে সাংবাদিকতার কাজ শুরু করবার আগে সেখানে তিনি নানা ধরনের কাজ করেছেন - একসময়ে তিনি আলজীয়ার্স ফুটবল দলে গোলকীপারের কাজও করেছেন।

জার্মান অধিকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছিলেন এবং 'কম্বা' *(combat)* নামে গোপন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৯ সনে তিনি ক্যালিগুলা *(Caligula)* নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। যুদ্ধের সময় লেখা দুটি বই ওঁকে খ্যাতি এনে দেয় - 'লেত্রাঁজের' *(L'Étranger)* ও 'ল্য মীথ দ্য সিসীফ' *(Le Myth de Sisyphe)*. এর পর রাজনীতি ও সাংবাদিকতা ত্যাগ করে ইনি লেখার দিকে পুরোপুরি মন দিলেন এবং শীঘ্রই লেখক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলেন। এঁর লেখা বই গুলি হল 'লা পেস্ত' *(La Peste -1947)* 'লে জ্যুস্ত' *(Les Justes - 1949)* এবং'লা শ্যুত্' *(La Chute - 1956)*.

১৯৫৭ সনে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৬০ সনের জানুয়ারিতে দক্ষিন ফ্রান্সে এক মোটর দুর্ঘটনায় এঁর মৃত্যু হয়। কামু-র 'লেত্রাঁজের' আধুনিক ফরাসী উপন্যাস গুলির অন্যতম এবং অন্যান্য বহু সমসাময়িক লেখার পথিকৃৎ।

www.BanglaBook.org

অপরিচিত
L'étranger

আলব্যের কামু

মূল ফরাসী থেকে

অনুবাদ : পবিত্র সেনগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এবং মুশায়েরা

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

APARICHITA (L'étranger)
A french Novel by Albert Camus
Translated from original into Bengali by Pabitra Sengupta
© Editions Gallimard 1942
Rs. 90.00
U.S. $ 2.00

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১৩। জানুয়ারি, ২০০৭

অনুবাদের গ্রন্থস্বত্ব
পবিত্র সেনগুপ্ত
H-319, Raghunath Vihar Army Complex,
Sector 14, Kharghar, Navi Mumbai 410210
e-mail: pabitra_sengupta@vsnl.net

প্রচ্ছদ
শান্তায়ন সেনগুপ্ত

প্রকাশক
সঞ্জয় সামন্ত
এবং মুশায়েরা
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট
৩২ এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : নব্বই টাকা

www.BanglaBook.org

যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে
পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করেছেন এবং ত্রুটি
সংশোধন ও মান উন্নয়নের পরামর্শ দিয়েছেন,
যাঁর উৎসাহ দান আমাকে এই অনুবাদ গ্রন্থখানি
প্রকাশিত করতে অনুপ্রাণিত করেছে সেই

অধ্যাপিকা ড. ফ্রান্স ভট্টাচার্যকে

আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে এই গ্রন্থখানি সমর্পণ করলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ছেলেবেলার বিশ্ব-সাহিত্যের নামকরা সব গল্প উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল বাংলা তর্জমার মাধ্যমে। অধিকাংশই ইংরিজি কাহিনির বঙ্গানুবাদ, সেই সঙ্গে কিছু রুশ ও ফরাসি কাহিনির বাংলা তর্জমাও। তবে তার প্রায় সবই সংক্ষেপিত, কাহিনির ডালপালা ছেঁটে, বিস্তর সংলাপ ও বর্ণনা বাদ-সাদ দিয়ে শুধু মূল গল্পটা ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। বড় হয়ে মূল ইংরিজি গল্পগুলি ইংরিজিতেই পড়ি বটে, তবে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার মূল কাহিনিগুলি পড়ার জন্যও সেই ইংরিজি তর্জমারই শরণ নিতে হয়। রুশ কিংবা ফরাসি ভাষা তো জানি না, তাই যেমন তলস্তয় তেমনই উগোর গ্রন্থও ইংরিজিতে পড়তে হয়েছে। উপায় কী।

পবিত্র সেনগুপ্ত ফরাসি ভাষায় পারঙ্গম। তাই আলব্যার. কামুর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'লেত্রাঁজের'-এর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটাতে গিয়ে তাঁকে ইংরিজি তর্জমার উপরে নির্ভর করতে হয়নি। ইংরিজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় লেখা যে সব বইয়ের বাংলা তর্জমা আমরা দেখতে পাই, তার প্রায় সবই 'লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ' ইংরিজির সাহায্য নিয়ে করা, পবিত্র সেনগুপ্ত সেক্ষেত্রে বাংলা তর্জমা করেছেন সরাসরি ফরাসি থেকে। তাতে এই একটা মস্ত লাভ হয়েছে যে, তার তর্জমা কোথাও এতটুকু আড়ষ্ট হয়নি। কাহিনি কোথাও আটকে থাকেনি, তর্জমার ভাষা এমনই সহজ ও স্বাদু যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তরতর করে এগিয়ে গেছে।

এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি পড়ে সবাই খুশি হবেন। এমন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বড়-একটা চোখে পড়ে না।

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অনুবাদকের কথা

পাঠক সাধারণের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন, কেন এই বয়সে (৭০) এই কাজে হাত দিলাম, বিশেষত যখন এর আগে সম্ভবত দুবার এই বই-এর অনুবাদ বেরিয়েছে।

একটু পুরোনো ইতিহাসে ফিরে যাই; যৌবনে সুইস-ফরাসী সীমান্ত শহর জেনেভায় বছর ছয়েক কাটিয়েছিলাম, কর্মোপলক্ষে। ফরাসী ভাষা এই সময়ে শিখি, ফরাসী ভাষা-ভাষীদের মাঝে থেকে, নৈশ বিদ্যালয়ে ক্লাস করে। কিছু ফরাসী সাহিত্য মূল ফরাসীতে পড়ি এই সময়ে। এই উপন্যাসটি আমাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। একদিন এই বইটির বাংলা অনুবাদ আমি করব, এ কথা আমি ভাবতাম।

দেশে ফিরে নানা কাজ ও ঘোরাঘুরির মধ্যে এই অনুবাদের কাজে ঠিকমতো মনসংযোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে সমস্ত কর্মজীবনে গোটা কয়েক হাতে লেখা পাতা ছাড়া কাজ কিছুই এগোলোনা। সুযোগ এল অবসর নেবার বেশ কিছু পরে, যখন একটি কম্পিউটার জোগাড় হল এবং বাংলা লেখার উপযুক্ত সফ্‌ট্‌ওয়ারও (software) বসানো গেল। এ পর্যন্ত আমি বইটি ছাপাবার কথা ভাবিনি, অনুবাদ করেছি নিজের অন্তরের তাগিদে। বইটি প্রকাশিত করতে উৎসাহিত হলাম যখন প্যারিস থেকে অধ্যাপিকা ড. ফ্রান্স ভট্টাচার্য (প্রয়াত সাহিত্যিক ও ফরাসী ভাষাবিদ লোকনাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রী) জানালেন অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে এবং ভাষা সুখপাঠ্য বাংলা হয়েছে। এই সময়েই আমি জানতে পারলাম এই উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ আগেও হয়েছে, সম্ভবত দু'বার। আমি এর একটি দেখেছি এবং সেটি Stuart Gilbert কৃত ইংরেজি আউটসাইডার (Outsider)-এর অনুবাদ, মূল ফরাসী থেকে নয়। এই তথ্যটি আমার এই অনুবাদ প্রকাশ করার পক্ষে যুক্তিকে আরও জোরদার করে তুলেছে। বিদগ্ধ পাঠক তুলনা করে তফাত বুঝতে পারবেন। অন্য অনুবাদটি আমার চোখে পড়েনি।

লন্ডনস্থ SOAS (School of African & Orental Studies) এর অধ্যাপক উইলিয়ম রাদিচি (William Radice) অনুবাদ বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আমাকে দান করেছেন। এ জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রী মঞ্জু প্রথম খসড়াটি ধৈর্য ধরে পড়েছেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এবং শব্দচয়ন সম্বন্ধে আমার চিন্তাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছেন। বন্ধুবর দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রুফ সংশোধন করেছেন এবং নানাভাবে এই কাজটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করেছেন। বন্ধুপত্নী অনুভা পাণ্ডুলিপিটি খুঁটিয়ে পড়েছেন এবং ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। পুত্র শান্তায়ন ও পুত্রবধূ হিমালিনী প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছেন, আরও নানাভাবে প্রকাশনায় সাহায্য করেছেন। স্নেহর বোন সুতপা (বুবু), ভ্রাতৃপ্রতিম সোমজিত এবং দেবেশের সাহায্যও ভুলবার নয়। ধন্যবাদ দিয়ে এঁদের সকলকে ছোট করবনা। এ ছাড়াও অনেক আত্মীয় ও বন্ধু নানাভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, সকলের নাম এখানে দেবার স্থান নেই, সকলকে জানাই আমার ধন্যবাদ।

সর্বোপরি ড. ফ্রান্স ভট্টাচার্যের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। প্রবীন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আশার অতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন। সবশেষে 'এবং মুশায়েরা' প্রকাশনা সংস্থার শ্রীসুবল সামন্ত ও শ্রীসঞ্জয় সামন্তকে ধন্যবাদ, এই দুরূহ কাজটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করতে পারার জন্য।

এখন পাঠক সাধারণের হাতে বইটি তুলে দিলাম। আশা করি ভাল লাগবে। যাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান আমাকে নিচের ঠিকানায় ই-মেইল করুন, আপনাদের মতামত জানবার অপেক্ষায় রইলাম।

e-mail : pabitra_sengupta@vsnl.net

New Bombay
1-12-2006

পবিত্র সেনগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

প্রথম পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

১

মা আজ মারা গেলেন। কিংবা বোধহয় গতকাল। ঠিক জানি না। আশ্রম থেকে তার পেলাম— 'আপনার মা গত হয়েছেন। অন্ত্যেষ্টি আগামীকাল। গভীর সমবেদনা জানবেন।' কিছুই বোঝা গেল না। সম্ভবত গতকালই হবে।

বৃদ্ধাশ্রমটি মারেঙ্গো-তে, আলজের থেকে আশি কিলোমিটার। দুটোর বাস ধরলে সন্ধ্যের আগে পৌঁছব। রাতটা মায়ের মরদেহের পাশে থেকে, কাজ শেষ ক'রে কাল রাতে ফিরতে পারব। মালিকের কাছে দু'দিনের ছুটি চাইলাম। এমন একটা কারণের জন্য ছুটি না দেবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, তবু মুখ দেখে মনে হল মালিক খুশি নন। আমি তো বলেই ফেললাম 'এতে আমার কি দোষ?' কোনও জবাব না পাওয়ায় মনে হল ও কথা আমার বলা উচিৎ হয়নি। আসলে আমার তো জবাবদিহি করার কথা নয়, বরঞ্চ মালিকই আমাকে সমবেদনা জানাবেন। তবে পরশু, আমাকে শোকচিহ্নে দেখলে, তিনি নিশ্চয়ই তা জানাবেন। এখন.... যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু পরশু অন্ত্যেষ্টির পর, সমস্ত ব্যাপারটায়— বলতে গেলে— একটা স্বীকৃতির মোহর পড়ে যাবে।

দুটোর বাস ধরলাম। খুব গরম ছিল। রোজকার মতো সেলেস্ত্ এর রেস্তোরাঁতে খেলাম। সকলেই গভীর সহানুভূতি জানাল। সেলেস্ত্ বলল 'মায়ের মতো কেউ নয়'। যাবার সময় সবাই আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। শেষের দিকে একটু তাড়াহুড়ো লাগল। কারণ একটা কালো টাই ও হাতে বাঁধার কালো ফিতে ধার করবার জন্য আমাকে একবার এমানুয়েল-এর বাসায় যেতে হল। কয়েকমাস আগে ওর কাকা মারা গেছেন।

বাস ধরবার জন্য দৌড়তে হ'ল। এই দৌড়োদৌড়ি, এই তাড়াহুড়ো, তার সাথে গাড়ির ঝাঁকানি, পেট্রোলের গন্ধ, আকাশের ও রাস্তা থেকে ঠিকরে পড়া চোখ ধাঁধানো আলো— নিঃসন্দেহে এ সবের কারণে আমার ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। প্রায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সারা রাস্তা ঘুমিয়ে কাটালাম। ঘুম ভাঙতে দেখি একজন সৈনিকের গায়ে ঢলে পড়ছি। সৈনিকটি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল অনেক দূর থেকে আসছি কি না। কথা না বাড়াবার জন্য আমি শুধু বললাম 'হ্যাঁ'।

আশ্রম গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার। হেঁটে গেলাম। পৌঁছেই আমি মায়ের দেহ দেখতে চাইলাম, কিন্তু আশ্রমের কেয়ারটেকার-দরওয়ান আমাকে আগে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে বলল। আশ্রমাধ্যক্ষ ব্যস্ত থাকায় আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হল, ততক্ষণ দরওয়ান আমার সঙ্গে আলাপচারী করল এবং পরে আমাকে অধ্যক্ষের দপ্তরে নিয়ে গেল। অধ্যক্ষ মানুষটি ছোটখাট, বৃদ্ধ, কোটের বোতামঘরে 'লিজিয়ঁ দ্যনর' এর সম্মানচিহ্ন। হালকা নীল চোখে ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন ও করমর্দনের সময় আমার হাত ধরে রাখলেন এতক্ষণ, যে আমার অস্বস্তি লাগছিল। পরে একটা খাতা দেখে তিনি বললেন, 'মাদাম ম্যোরস তিন বছর আগে এই আশ্রমে এসেছিলেন এবং জীবনধারণের জন্য তিনি পুরোপুরি তোমার উপর নির্ভর করতেন।' আমার মনে হ'ল উনি আমাকে কিছুর জন্য দায়ী করতে চলেছেন। কিন্তু জবাব শুরু করতেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কৈফিয়ৎ এর কোনও প্রয়োজন নেই বাছা। আমি সমস্ত কাগজপত্র দেখেছি। তোমার পক্ষে ওঁর সকল প্রয়োজন মেটানো সম্ভব ছিল না। ওঁর দেখাশুনা করার জন্য একজন সর্বসময়ের সঙ্গীর দরকার হয়ে পড়েছিল। তোমার সীমিত আয়ে সে বন্দোবস্ত করা সম্ভব ছিল না।' 'মোটের উপর'— অধ্যক্ষ বললেন— 'উনি এখানে এসে খুশিই ছিলেন।' 'সে কথা ঠিক, স্যার' আমি বললাম। 'কি জানো,' উনি আরও বললেন— 'এখানে ওঁর অনেক সমবয়সী সঙ্গী ছিল। যাঁদের সাথে উনি পুরানো দিনের কথা বলতে পারতেন। তোমার মতো অল্পবয়সীর সঙ্গ ওঁর ভাল লাগার কথা নয়।'

সে কথা সত্যি। যখন আমার কাছে ছিলেন সারাদিন মা চুপচাপ বসে থাকতেন, আর নীরবে আমার চলা ফেরা লক্ষ করতেন। আশ্রমে আসার পর প্রথম দিকে মা খুব কাঁদতেন কিন্তু সে তো অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে আসার কষ্টে। কয়েকমাস পরে, আশ্রম ছাড়তে হলেও নিশ্চয়ই সে রকমই কাঁদতেন, বোধ হয় একই কারণে। অনেকটা এই জন্যই এই শেষ বছরটা আমি আর বেশি আসতাম না। তা ছাড়া এতে আমার রবিবারগুলিও যেত— বাস ধরা, টিকিট কাটা, যাতায়াতের চার ঘন্টা— এই সব ঝামেলার কথা তো ছেড়েই দিলাম।

আশ্রমাধ্যক্ষ আরও অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার কানে প্রায় কিছুই ঢুকছিল না। অবেশেষে তিনি বললেন, 'চলো তোমার মাকে দেখবে।' নিঃশব্দে উঠে ওঁর পিছনে আমি দরজার দিকে এগোলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে উনি বললেন, 'আশ্রমের অন্য বাসিন্দারা যা'তে বেশি বিচলিত না হন সেজন্য দেহটি আমরা আমাদের ছোট মর্গে সরিয়ে দিয়েছি। এখানে কোনও মৃত্যু

www.BanglaBook.org

ঘটলে অন্য বৃদ্ধবৃদ্ধারা দু'তিন দিন পর্যন্ত অত্যন্ত উত্তেজিত থাকেন এবং তাতে আমাদের কর্মচারীদের কাজের অসুবিধা হয়।' আমরা একটা চত্বর পার হচ্ছিলাম। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ছোট ছোট দলে জমায়েৎ হয়ে গজল্লা করছিল। আমরা পাশ দিয়ে যাবার সময় সবাই চুপ ক'রে যাচ্ছিল ও আমাদের পিছনে আবার বক্‌বক্ শুরু করছিল। শুনে মনে হচ্ছিল যেন একঝাঁক টিয়া পাখির চাপা কোলাহল। একটা ছোট বাড়ির দরজার সামনে এসে অধ্যক্ষ আমাকে বললেন, 'এবার আমি চলি মিঃ ম্যোরস', প্রয়োজনে খবর দিও, আমি দফ্‌তরে আছি। কাল সকাল দশটা নাগাদ অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে রাতটা নিয়মমাফিক তুমি স্বর্গতার দেহের পাশে থাকতে পারবে। আর একটা কথা, জানতে পারলাম তোমার মা খ্রীষ্টিয় প্রথায় সৎকারের বাসনা প্রায়ই তাঁর সঙ্গীদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আমি সেরকমই সব বন্দোবস্ত করেছি— ভাবলাম তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার।' আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম। মা নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু ধর্মাচরণে কোনও গোঁড়ামিও তাঁর ছিল না।

মর্গের ভিতর ঢুকলাম। অতি উজ্জ্বল আলোয় ভরা ঝক্‌ঝকে সাদা হলঘর, ওপরে চারদিকে কাঁচের জানালা। আসবাব বলতে কয়েকটি চেয়ার ও X আকৃতির কয়েকটি পায়া। সে রকম দুটি পায়ার ওপর ঢাক্‌না সমেত শবাধারটি ঘরের মাঝখানে বসানো। আল্‌গা ক'রে বসানো ঝক্‌ঝকে স্ক্রু-গুলি দেখা যাচ্ছিল, গাঢ় পালিশকরা কাঠের ওপর। শবাধারের পাশে একজন আরব ধাত্রী বসেছিল। পরনে সাদা ঢোলা জামা, মাথায় উগ্র রঙের স্কার্ফ।

এই সময় দরওয়ান আমার পিছনে এসে হাজির হ'ল। নিশ্চয় দৌড়ে এসেছে, একটু হাঁফাচ্ছিল। 'ঢাকনাটা বসানো আছে, স্ক্রু-গুলি খুলে ঢাকনাটা সরিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনি মাকে দেখতে পারেন।' এই বলে সে কফিনের দিকে এগোচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম। 'কি ব্যাপার? আপনি দেখতে চান না?' আমি বললাম 'না'। বাধা পেয়ে সে দাঁড়াল এবং তখনই আমার মনে হল এ কথা বলা আমার উচিৎ হয়নি এবং তাই নিজের উপরে রাগ হচ্ছিল। কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞাসা করল 'কেন?' তার স্বরে কৌতুহল ছিল, ভর্ৎসনা নয়। আমি বললাম 'জানি না'। পাকা গোঁফজোড়া চুমরে আমার দিকে না তাকিয়েই সে বলল 'ঠিক আছে বুঝেছি।' লোকটির সুন্দর হালকা নীল চোখ, গাল দুটি লালচে। আমাকে একটা চেয়ার দিল ও নিজে আমার একটু পিছনে বসল। পরিচারিকাটি উঠে দরজার দিকে এগোল। 'বেচারির মুখে একটা ঘা আছে' দরওয়ান বলল। ভাল ক'রে বোঝবার জন্য আমি তার দিকে তাকালাম। দেখি চোখের নিচ দিয়ে সারা মুখে একটা সাদা পট্টি জড়ানো। নাকের জায়গাটা একেবারে সমতল। সারা মুখে শুধু ধব্‌ধবে সাদা ব্যাণ্ডেজটা দেখা যাচ্ছে।

ধাত্রীটি বেরিয়ে যাবার পর দরওয়ান বলল, 'এবার আমিও যাব'। আমি জানি

www.BanglaBook.org

না আমি কী ইশারা করেছিলাম, সে কিন্তু গেলনা, আমার পিছনে দাঁড়িয়েই রইল। ঘাড়ের উপর ওর উপস্থিতিতে আমার অস্বস্তি লাগছিল। শেষ বিকেলের সুন্দর আলোয় হলঘরটি ভরে উঠেছিল। জানালার কাঁচের বাইরে দুটো ভিমরুল ভন্ ভন্ করছে। আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল। ওর দিকে না তাকিয়েই আমি দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি কি অনেকদিন এখানে কাজ করছেন?' যেন এই প্রশ্নটার জন্যই ও এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল 'পাঁচ বছর'।

এরপর ও তোড়ে বলতে শুরু করল— ও ভাবতেই পারেনি, এই মারেঙ্গোর বৃদ্ধাশ্রমে ওর শেষ জীবন কাটবে। ওর চৌষট্টি বছর বয়স এবং ও পারী-র লোক। আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম 'ও। আপনি স্থানীয় লোক নন?' তখন আমার মনে পড়ল আমাকে আশ্রমাধক্ষ্যের দফ্তরে নিয়ে যাবার সময় ওর সাথে আমার মায়ের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। ও বলেছিল যে সমতলে, বিশেষত এই অঞ্চলে, অত্যন্ত গরম এবং সেইজন্য শবদেহ দ্রুত সৎকার করা প্রয়োজন। 'এতো আর পারী নয় যে তিন এমনকি চার দিন পর্যন্ত মৃতদেহ ফেলে রাখা যাবে!' তখনই ও আমাকে বলেছিল, ও পারী-র লোক এবং সেকথা ও কিছুতেই ভুলতে পারে না। 'এখানে সব কিছু তাড়াতাড়ি সারতে হয়। মৃত্যু হয়েছে ভাল ক'রে বোঝবার আগেই শববাহী গাড়ির পিছনে ছুটতে হয়।' 'থামো তো' ওর স্ত্রী বলেছিল 'এসব কথা ওঁর সামনে এখন বলতে নেই।' বুড়ো লজ্জায় লাল হয়ে ক্ষমা চাইছিল আর আমি বারবার বলছিলাম 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, ও যা বলেছে ঠিকই বলেছে এবং ব্যাপারটা আমি কখনও এভাবে ভেবে দেখিনি।

মর্গে বসে কথায় কথায় ও আরও বলল যে এখানে সে একজন আশ্রমবাসী হিসাবেই ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু সে কর্মক্ষম ছিল এবং সে কারণে, এই কেয়ারটেকার-এর পদ খালি হওয়ার পর এই পদের জন্য আবেদন ক'রে, সে এই কাজে লেগে গেছে। আমি বলেছিলাম তা হলে আসলে সেও আশ্রম সদস্যদের মতোই একজন অবসরপ্রাপ্ত আশ্রমবাসী। কিন্তু এতে ওর ঘোর আপত্তি। এর আগেই আমি লক্ষ করেছিলাম অন্য আশ্রমবাসীদের ও 'এরা', 'অন্যেরা' ও মাঝে মাঝে 'এই বুড়োরা' বলে উল্লেখ করছিল। যদিও এদের মধ্যে অনেকেরই বয়স ওর থেকে কম ছাড়া বেশি নয়। অবশ্যই ওর মতে সেটা এক ব্যাপার নয়। ও হ'ল আশ্রমতত্ত্বাবধায়ক-দ্বাররক্ষক— এবং সেই হিসাবে আর সকলের উপরে।

এই সময়ে ধাত্রীটি ঘরে ঢুকল। হঠাৎ রাত্রি নেমে আসায়, জানালার বাইরে খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। দরওয়ান আলোর সুইচ টিপে দিতে সারা ঘর এক পলকে আলোয় ভরে গিয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সে আমাকে ক্যান্টিনে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিতে বলল কিন্তু আমার খিদে ছিল না। তখন ও আমার জন্য দুধ দেওয়া কফি এনে দিতে চাইল। এই জিনিসটা আমার খুব প্রিয়,

www.BanglaBook.org

তাই রাজি হলাম। অল্প পরেই ও একটা রেকাবে কফির পাত্র নিয়ে হাজির হল। কফির পর আমার ধূমপানের ইচ্ছে হল। আমি ইতস্তত করছিলাম, মায়ের সামনে কাজটা উচিৎ হবে কি না। ভেবে দেখলাম এতে কিছুই যায় আসে না— দরওয়ানকে একটা সিগারেট দিয়ে আমি একটা ধরালাম।

কিছুক্ষণ পরে ও আবার শুরু করল। 'জানেন তো, আপনার মায়ের বন্ধুরাও আসবেন এখানে রাত জাগবার জন্য। সেটাই এখানকার নিয়ম। যাই আমি কিছু চেয়ার ও কালো কফির বন্দোবস্ত করি।' সাদা দেওয়ালগুলি থেকে ঠিকরানো কড়া আলো চোখে বড়ো লাগছিল, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম একটা আলো নেভানো যাবে কি না। ও আমাকে বলল সেটা সম্ভব নয়, কারণ আলোগুলি ওই ভাবেই লাগানো হয়েছে, হয় সবগুলিই জ্বলবে নয় কোনোটাই নয়। এর পর আমি আর ওর দিকে মন দিচ্ছিলাম না। ও বাইরে গেল। কয়েকটা চেয়ার এনে কফিনের চারিদিকে সাজালো। একটা চেয়ারের উপর একটা কফির পাত্র ও কিছু পেয়ালা তার চারদিকে সাজিয়ে রাখলো। এর পরে ও কফিনের অপরদিকে গিয়ে আমার দিকে মুখ ক'রে বসল। ধাত্রীটি আমার দিকে পিছন ফিরে ঘরের প্রান্তে বসেছিল, সে কী করছিল আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু তার হাতের চলন দেখে মনে হচ্ছিল সে কিছু বুনছে। বাইরে অল্প ঠান্ডা, কফিতে আমার শরীর গরম হয়েছিল, বেশ আরাম লাগছিল, খোলা দরজা দিয়ে ফুলের গন্ধের সাথে ভেসে আসছে রাতের একটা গন্ধ, আমি বোধহয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

একটা মৃদু খসখস্ শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পর চোখ খোলার জন্য ঘরটা আরও বেশি চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরা মনে হল। সারা ঘরে কোথাও এতটুকু ছায়ার লেশও নেই, ঘরের প্রতিটি জিনিসের, সমস্ত কোণ, সমস্ত বাঁক যেন এই কড়া আলোয় চোখের ওপর দাগ কেটে যাচ্ছে। মায়ের বন্ধুরা ঘরে ঢুকলেন— সবশুদ্ধ জনা দশেক, চোখ অন্ধ করা অলোর ভিতর দিয়ে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, যেন ভেসে এলেন। বসার সময়ে কোনও চেয়ারেই এতটুকু শব্দ হল না। এঁদের প্রতিজনের চেহারা, পোষাকের কোনও খুঁটিনাটিই আমার নজর এড়াল না, এঁদের যে ভাবে লক্ষ করেছিলাম, জীবনে কখনও আমি কাউকে এতো খুঁটিয়ে দেখিনি। কিন্তু কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, তাই আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছিল এঁদের সত্যিই কোনও অস্তিত্ব আছে কি না। মহিলাদের প্রায় সকলেরই পোষাকের উপর এপ্রন। কোমরের দড়ি শক্ত করে বেঁধে রাখার জন্য ভুঁড়োপেটগুলি বেরিয়ে এসেছে। এর আগে আমার কোনও ধারণা ছিল না, বৃদ্ধা মহিলাদের ভুঁড়ি কতোবড়ো হতে পারে। পুরুষেরা প্রায় সকলেই খুব রোগা, হাতে ছড়ি। এঁদের সকলের চেহারায় নজরে পড়ার মতো বিষয় হল চোখগুলি— চারপাশের বলিরেখার নীড়ে এক দীপ্তিহীন আলো, চোখ বলতে কিছু নেই। বসার পর প্রায় সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাঁদের নড়বড়ে

www.BanglaBook.org

মাথাগুলি ঝাঁকালেন। ওঁদের ঐ চেহারা— ঠোঁটগুলি ফোকলা মুখের ভিতর ঢুকে গেছে— আর ঐ মাথা ঝাঁকানো, আমি ঠিক বুঝলাম না এঁরা আমাকে অভিবাদন করছেন না কি মাথার ঝাঁকানিটা বয়সের দোষে। আমি ধরে নিলাম ওঁরা আমাকে নমস্কারই জানাচ্ছেন। এই সময় আমার খেয়াল হল ওঁর সকলে মিলে, দরওয়ানের দুই পাশে বসে, আমার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাচ্ছেন; আর হঠাৎ আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। মনে হল যেন ওঁরা আমার বিচারে বসেছেন।

একটু পরে এক মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি দ্বিতীয় সারিতে, অপর এক মহিলার পিছনে বসেছিলেন সেজন্য ওঁর মুখ আমি ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিছু পরে পরে ওঁর ফোঁপানি শোনা যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল তিনি কখনই থামবেন না। অন্যেরা যেন ওঁর কান্না শুনছিলেন না, সকলেই শোকাহত, জবুথবু হয়ে, কফিনের দিকে, নিজের ছড়ির দিকে, অথবা অন্য কিছুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নীরবে বসেছিলেন। মহিলা কেঁদেই চলেছিলেন, আমার খুব অবাক লাগছিল কেননা মহিলাকে আমি চিনি না। ওঁর কান্না আমি আর শুনতে পারছিলাম না কিন্তু কিছু বলতেও সাহস পাচ্ছিলাম না। দরওয়ান ওঁর দিকে ঝুঁকে কিছু বলল, কিন্তু মহিলা মাথা ঝাঁকিয়ে কি বিড়বিড় করলেন এবং কেঁদেই চললেন। দরওয়ান এসে আমার পাশে বসল, বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে না তাকিয়ে বলল 'উনি আপনার মায়ের খুব অনুরক্ত ছিলেন। উনি বলেছেন আপনার মা-ই ওঁর একমাত্র বন্ধু ছিলেন, এখন আর কেউ রইল না।'

বহুক্ষণ আমরা এইভাবে ছিলাম। মহিলার দীর্ঘশ্বাস ও কান্নার শব্দ ক্রমে কমে এল। অনেক নাক ঝাড়ার পর উনি চুপ করলেন। আমার ঘুম কেটে গিয়েছিল কিন্তু খুব ক্লান্ত লাগছিল আর কোমর ব্যথা করছিল। আর এই গোষ্ঠীবদ্ধ নীরবতা আমাকে হয়রান ক'রে তুলছিল। শুধু একটা অদ্ভুত শব্দ মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি কিসের শব্দ। অবশেষে অনুধাবন করলাম, বৃদ্ধদের মধ্যে কেউ কেউ গালের ভিতর দিকে চুষে ও হাওয়া ছেড়ে দিয়ে ঐ অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করছেন। নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকায় ওঁরা কেউই এ বিষয়ে খেয়াল করেননি। আমার এও মনে হল, ওঁদের মাঝে শোয়ানো এই যে মৃতদেহ, এর কোনও মানেই ওঁদের কাছে নেই। আজ জানি আমার এ ধারণা কত ভুল ছিল।

আমরা সকলে দরওয়ানের দেওয়া কফি খেলাম। এর পর সারা রাত কেমন ক'রে কাটল আমার মনে নেই। একবার চোখ খুলে দেখেছিলাম সকলেই মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুমাচ্ছেন, কেবল এক বৃদ্ধ ছড়ির উপর দুই হাত রেখে তা'র উপর থুঁতনি ভর ক'রে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন শুধু আমার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় আছেন। এর পর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙল পিঠে প্রচণ্ড ব্যথার জন্য। উপরে কাঁচের জানালায় ভোরের আলো ভেসে এল। অল্প পরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক বৃদ্ধ ঘুম ভেঙে, একটা বড়ো চেক কাটা রুমাল মুখ চেপে, খুব কাশতে শুরু করলেন। প্রতিটি কাশির দমক যেন বুক ভেঙে বেরিয়ে আসছিল। কাশির শব্দে আর সকলের ঘুম ভাঙল এবং দরওয়ান বলল যাবার সময় হয়েছে। সকলে উঠে পড়লেন। এই কষ্টকর রাত্রিজাগরণে সকলেরই মুখ ছাইএর মতো সাদা হয়ে গেছে। যাবার সময়, আমাকে খুব অবাক ক'রে দিয়ে, সবাই আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। যেন এই বিনাবাক্যব্যয়ে, একসাথে একরাত কাটানো, আমাদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করেছে।

আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দরওয়ান আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলে একটু হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। আবার অনেকটা সুস্বাদু, সাদা কফি খেলাম। বেরিয়ে দেখি দিনের আলো পুরোপুরি ফুটেছে। মারেঙ্গো আর সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের সারির উপর সারা আকাশ লালে লাল। সাগর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে নোনা গন্ধ। সব মিলিয়ে একটা সুন্দর দিনের পূর্বাভাস। বহুদিন শহরের বাইরে যাইনি। ভাবছিলাম যদি মায়ের ব্যাপারটা না থাকতো, এমন সুন্দর দিনে গ্রামের রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়ানোর আনন্দ ভালভাবে উপভোগ করা যেত।

এদিকে আমি তখন অপেক্ষা করছি চত্বরে, একটা প্লাতান গাছের নিচে। নিঃশ্বাসে ঠান্ডা মাটির গন্ধ পাচ্ছি, ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেছে। অফিসের অন্য সতীর্থদের কথা মনে হচ্ছিল, এখন তারা কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; সকালের এই সময়টা আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর। এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভিতর থেকে একটা ঘন্টার আওয়াজ ভেসে এল আমার কানে। জানালার ওপারে লোকজনের নড়াচাড়া, বাসন পত্রের শব্দ— পরে আস্তে আস্তে সব থেমে গেল। রোদ আরও একটু চড়ল, এবং পায়ের তলায় মাটি আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠল। উঠান পার হয়ে দরওয়ান এসে আমাকে বলল, অধ্যক্ষ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমি ওঁর দফ্‌তরে গেলে উনি আমাকে দিয়ে কিছু কাগজপত্র সই করিয়ে নিলেন। আমি লক্ষ করলাম উনি কালো পোষাক পরেছেন, পাতলুনটা ডোরাকাটা। টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে উনি আমার দিকে চেয়ে বললেন 'সৎকার সমিতির কর্মচারীরা এসে গেছে। আমি ওদের কফিনটা পুরোপুরি বন্ধ করতে বলার আগে তুমি কি মাকে একবার শেষ দেখা দেখতে চাও?' 'না' বললাম আমি। রিসিভারটা মুখের কাছে নিয়ে নিচুস্বরে উনি বললেন 'ঠিক আছে, ফিজ্যাক, তোমার লোকেদের এগোতে বলো।'

উনি আমাকে বললেন, উনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করবেন, এবং আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম। ডেস্ক-এর পিছনে চেয়ারে উনি ওঁর খাটো পা দুটি কোনাকুনি ক'রে বসে আমাকে বললেন যে একজন আশ্রমসেবিকা ছাড়া কেবলমাত্র আমরা দুজনই সমাধিস্থলে যাব। এখানকার নিয়মমতো আশ্রমবাসীদের, শুধু পূর্ব রাত্রি জাগরণ ছাড়া, শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করার কথা নয়। 'এটা মানবতার

www.BanglaBook.org

খাতিরে।' কিন্তু আমার মায়ের ক্ষেত্রে উনি মায়ের এক বিশিষ্ট বন্ধুকে আমাদের সঙ্গে গোরস্থানে যাবার অনুমতি না দিয়ে পারেননি। 'তমাস পেরেজ' অধ্যক্ষ একটু হেসে বললেন 'ব্যাপারটা একটু ছেলেমানুষি। তোমার মা আর উনি প্রায় সব সময়ই এক সঙ্গে থাকতেন। এটা একটা ঠাট্টার বিষয় হয়েছিল। আশ্রমের অন্য সকলে পেরেজকে বলত 'তোমার ফিঁয়াসে নাকি?' জবাবে পেরেজ হাসত। এতে অন্যেরা মজা পেত। মাদাম ম্যোরস'এর মৃত্যু ওঁকে খুব গভীরভাবে আঘাত করেছে, ওঁকে আমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি না দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে পরিদর্শক ডাক্তারের পরামর্শ মতো আমি ওঁকে গতকাল রাত জাগবার অনুমতি দেইনি।'

বেশ কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। এর পর অধ্যক্ষ উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ও একটু পরে বললেন, 'এই যে! মারেঙ্গো-র পাদরিও এসে গেছেন, উনি তো একটু তাড়াতাড়ি-ই এসে পড়েছেন দেখছি।' অধ্যক্ষ আমাকে জানালেন যে গ্রামের গির্জা পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমাদের কম পক্ষে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। আমরা নিচে নামলাম। মর্গের সামনে পাদরি দাঁড়িয়েছিলেন, সঙ্গে স্থানীয় 'কয়ার' এর দুই বালক। এদের একজনের হাতে একটি ধূপদান। পাদরি একটু ঝুঁকে ধুনুচির রূপোর চেনটার দৈর্ঘ্য মাপসই করছিলেন। আমরা এলে উনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে 'বৎস' সম্বোধন ক'রে কিছু বললেন। ওঁর পিছন পিছন আমি মর্গের ভিতরে ঢুকলাম।

ঘরে ঢুকেই এক নজরে আমি দেখে নিলাম যে, কফিনের ঢাকনার স্ক্রু-গুলি পুরোপুরি বসানো হয়েছে ও চারজন কালো পোষাক পরা লোক কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময়ে অধ্যক্ষকে বলতে শুনলাম, শববাহী গাড়ি রাস্তায় অপেক্ষা করছে এবং পাদরিও তাঁর মন্ত্রোচারণ শুরু করলেন। এর পর থেকে সব কিছু খুব দ্রুত হতে থাকল। শববাহক চারজন একটি কালো কাপড় নিয়ে কফিনের দিকে এগোল, আমরা— পাদরি তাঁর দুই সহকারী, অধ্যক্ষ ও আমি— বাইরে এলাম। দরজার সামনে, লম্বাটে মুখের, চোয়ালের হাড় বার করা, এক অচেনা মহিলাকে দেখলাম। 'ইনি হ'লেন মিঃ ম্যোরস' অধ্যক্ষ মহিলাকে বললেন। ওঁর নামটা ঠিক ধরতে পারলাম না কিন্তু বুঝলাম, উনি এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য ভারপ্রাপ্ত আশ্রমসেবিকা। মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে, না হেসে, মাথা নাড়লেন। শবদেহ যাবার জন্য আমরা দু'পাশে সরে দাঁড়ালাম। পরে বাহকদের পিছন পিছন আমরা বাইরে এলাম। দরজার সামনে শববাহী গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল। লম্বা, চক্‌চকে, মসৃণ গাড়িটি দেখে আমার অফিসের কলমদানের কথা মনে পড়ছিল। গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, অদ্ভুত হাস্যকর পোষাক পরা, এক ছোটখাটো ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানের পরিচালক। আর এক বৃদ্ধ, অবিন্যস্ত চেহারা, গম্ভীরমুখে পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বুঝলাম উনিই মিঃ পেরেজ। মাথায়

www.BanglaBook.org

চওড়া, গোল কানাওয়ালা, নরম কম্বলের কাপড়ের টুপি (কফিন দরজা দিয়ে বা'র হবার সময় উনি টুপিটা খুললেন), পাৎলুনের পা দুটি জুতোর উপর পেঁচিয়ে গেছে, শার্ট-এর বড়ো সাদা কলারের তুলনায় কালো সুতির বো-টাইটি নেহাৎ-ই ছোট। ব্রণ ভরা ফোলা নাকের নিচে ওঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। আমার নজরে পড়ল ওঁর কান দুটো— ফেকাশে মুখের উপর বেমানান ভাবে বড়ো রক্তলাল কান দুটি সাদা পাৎলা চুলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। অনুষ্ঠান পরিচালক আমাদের স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন। সবচেয়ে আগে পাদরি, তার পিছনে চার বাহকের মাঝে গাড়িটি, তার পর আশ্রমাধ্যক্ষ ও আমি, সব পিছনে আশ্রমসেবিকা ও মিঃ পেরেজ।

রোদ বেশ চড়ে গেছে। গরম তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল। কি কারণে জানি না, আমাদের রওয়ানা হতে বেশ দেরি হল। আমার কালো পোষাকের জন্য গরমে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বুড়ো পেরেজ, টুপি মাথায় দিয়েছিল, এখন আবার টুপি খুলল। আশ্রমাধ্যক্ষ আমাকে ওর সম্বন্ধে বলতে শুরু করলে, আমি একটু ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি আমাকে বললেন, মা ও পেরেজ প্রায়ই বিকেলে একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে গ্রাম পর্যন্ত চলে যেতেন। আমি চারপাশের গ্রাম্যদৃশ্যের দিকে তাকালাম। দিগন্তে আকাশের নিচে পাহাড়ের সীমারেখায় সাইপ্রাসের সারি দেখা যাচ্ছে। লাল মাটির উপর এখানে সেখানে সবুজের ছাপ। কদাচিৎ দু'একটা বাড়ি, ছবির মতো। আমি মায়ের বেদনা বুঝতে পারলাম। সন্ধ্যা তাঁর জন্য এখানে এক বিরতি নিয়ে আসত— এক বিষাদময় বিরতি। কিন্তু আজ এই প্রখর সূর্যের আলোয় যখন সব কিছু ঝলসে যাচ্ছে, আমার মনে হ'ল এ জায়গা অতি অমানবিক এবং অবসাদজনক।

আমরা চলা শুরু করলাম। এই সময়েই আমি লক্ষ করলাম যে মিঃ পেরেজ একটু খুঁড়িয়ে চলেন। গাড়ির গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি পিছিয়ে পড়ছিলেন। শববাহীদের মধ্যে একজন পিছিয়ে পড়ে আমার পাশে চলতে লাগল। রোদ অবিশ্বাস্য ভাবে তাড়াতাড়ি চড়ে উঠছে। আমি লক্ষ করলাম, বেশ কিছুক্ষণ হল পোকামাকড়ের ভনভনানি বেড়ে উঠেছে আর ঘাস লতাপাতা চিড়বিড়িয়ে শুকিয়ে উঠছে। আমার গালের উপর ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। আমার টুপি ছিল না, রুমাল দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে লাগলাম। ডান হাতে টুপিটা তুলে বাঁ হাতের রুমালে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে শববাহীদের কর্মচারীটি আমাকে কিছু বলল কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারলাম না।

'আজ্ঞে?'

'খুব গরম। তাই না?' উপরে আঙুল দেখিয়ে সে বলল।

'হ্যাঁ' আমি বললাম। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মা'?

'হ্যাঁ'

'অনেক বয়স হয়েছিল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মোটামুটি' আমি বললাম কারণ মায়ের সঠিক বয়স আমি জানতাম না। এরপর লোকটি চুপ করল।

পিছনে তাকিয়ে দেখি বুড়ো পেরেজ প্রায় পঞ্চাশ মিঃ পেছিয়ে পড়েছে। টুপি হাতে জোরে হাত দুলিয়ে হেঁটে সে আমাদের সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টা করছে। অধ্যক্ষকেও দেখলাম। গম্ভীরভাবে পরিমিত পদক্ষেপে হাঁটছেন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কিন্তু উনি তা' মুছবার চেষ্টা করছেন না।

আমার মনে হল যে আমাদের শোভাযাত্রা একটু দ্রুত চলতে শুরু করেছে। চারপাশে প্রখর সূর্যের অলোয় ঝলসানো গ্রাম্যদৃশ্য। চড়া আলো চোখে অসহ্য হয়ে উঠছে। এক সময়ে আমরা রাস্তার একটা অংশের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম যেখানে নতুন পিচ্ ঢালা হয়েছে। রোদ্দুরে পিচ্ নরম হয়ে গেছে। পা বসে গিয়ে আলকাৎরার উপর চক্‌চকে ছাপ রেখে যাচ্ছে। গাড়ির উপর কোচোয়ানের কালো চামড়ার টুপিটিও জমানো আলকাৎরার মতো দেখাচ্ছে। উপরে নীল আর সাদা আকাশ, আর নিচে চারদিকে একঘেয়ে কালো রঙের মাঝে— গলা পিচের চট্‌চটে কালো, পোষাকগুলির অনুজ্জ্বল কালো, গাড়ির মসৃণ কালো— আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। এই রোদ, এই সব গন্ধ, চামড়ার, ঘোড়ার গুয়ের; ধূপের আর বার্ণিশের গন্ধ— আর গত রাত্রির অনিদ্রার ক্লান্তি এই সব মিলিয়ে আমার চিন্তা ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছিল। আবার পিছনে তাকালাম। মনে হল পেরেজ বহু দূরে গরম হাওয়ায় স্তরের আড়ালে হারিয়ে গেছে, তার কিছু পরে হঠাৎ তাকে আর দেখাই গেল না। ভাল ক'রে লক্ষ ক'রে দেখলাম সে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমেছে। আরও লক্ষ করলাম যে রাস্তাটা একটু আগে বাঁক নিয়েছে। পেরেজ এ অঞ্চলের পথ ঘাট ভাল ক'রে চেনে। বুঝতে পারলাম, সে ছোট পথে এসে আমাদের ধরে ফেলবার চেষ্টা করছে। রাস্তার বাঁকেই সে আমাদের ধরে ফেল্‌ল। কিন্তু কিছু পরে আবার পেছিয়ে গেল। আবার ঐ রকম এক বাঁকে সে মেঠো পথে হেঁটে আমাদের ধরে ফেল্‌ল। এ রকম আরও কয়েকবার সে করল। এ দিকে আমার মাথার শিরা দপ্‌দপ করছে, আমি আর অন্যদিকে মন দিতে পারছিলাম না।

এরপর সব কিছু এত দ্রুত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং গতানুগতিকভাবে ঘটল যে আমার প্রায় কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে, গ্রামে ঢুকবার মুখে আশ্রমসেবিকা আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। ওর গলার স্বর ওর চেহারার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। কাঁপা কাঁপা সুরেলা গলায় ও বলল, ধীরে চললে সূর্যতাপ লেগে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা, আবার বেশি জোরে চললে ঘাম হবে এবং গির্জার ভিতরে ঠান্ডায় সর্দিগর্মি হতে পারে। ঠিকই বলেছিল— কোনও মতেই নিস্তার নেই।

এই দিনের আরও কয়েকটা ছবি আমার মনে দাগ কেটে আছে। বুড়ো পেরেজ-এর মুখটা— শেষবার সে যখন গ্রামের বাইরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল— ক্লিষ্ট ও বেদনার্ত মুখ জলে ভরে গিয়েছে। কিন্তু বলিরেখাগুলির জন্য জল গাল বেয়ে

www.BanglaBook.org

গড়াচ্ছে না, নানা শাখা প্রশাখায় ভাগ হয়ে আবার যুক্ত হয়ে ওর বিধ্বস্ত মুখটিকে একটা জলের আবরণে ঢেকে দিয়েছে। গ্রামের গির্জা— পদপথে গ্রামের পথচারীগণ, সমাধি গুলির উপর লাল জেরানিয়ামের গুচ্ছ, বুড়ো পেরেজ-এর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া (ঠিক একটা ন্যাকড়ার পুতুলের মতো)— মায়ের কফিনের উপর রক্তলাল মাটি— মাঝে মাঝে দুয়েকটা সাদা শিকড় সমেত— গড়িয়ে পড়া, লোকজন, তাদের গলার স্বর, গ্রামটি— কফির দোকানের সামনে বাসের জন্য দাঁড়ানো— গাড়ির ইঞ্জিনের অবিশ্রান্ত গর্জন এবং বাস যখন আলজের শহরের উজ্জ্বল আলোর সীমানায় ঢুকল তখন আমার আনন্দ— আগামী বারো ঘন্টা ঘুমাতে পারবো এই কথা ভেবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

২

সকালে ঘুম ভাঙতে বুঝতে পারলাম দু'দিন ছুটি চাওয়াতে মালিককে কেন অখুশি দেখাচ্ছিল। আজ শনিবার। একথা আমার আগে মনে হয়নি কিন্তু এখন ঘুম থেকে উঠে মনে পড়ল। শনি, রবি যোগ ক'রে আমার দুদিনের ছুটি চারদিন হয়ে যাবে একথা ভেবে মালিকের নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি। কিন্তু প্রথমত— মায়ের সমাধি আজ না হয়ে গতকাল হয়েছে, এতে আমার কোনও হাত ছিল না, আর তাছাড়া— আমার শনি রবিবারের ছুটিতো আমি যে কোনও ভাবেই পেতাম। অবশ্য মালিকের দৃষ্টিকোণ যে আমি বুঝতে পারি না তাও নয়।

কাল সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। দাড়ি কামাতে কামাতে ভাবছিলাম দিনটা কি ভাবে কাটানো যায়— ঠিক করলাম সাঁতারে যাবো এবং ট্রাম ধরে বন্দরের জনসাধারণের স্নানের এলাকায় গেলাম। সেখানে গিয়ে খাঁড়ির জলে ঝাঁপ দিলাম। জলে অনেক তরুণ তরুণীর মাঝে মারী কার্দোনা-কে দেখতে পেলাম। মারী একসময় আমাদের অফিসে টাইপিস্ট ছিল এবং সে সময়ে আমার ওকে ভাল লেগেছিল, আমার মনে হয় ওরও আমাকে পছন্দ ছিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই ও কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমাদের সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। জলে ভাসা একটি কাঠের পাটার ওপর উঠতে আমি ওকে সাহায্য করলাম, সেই সুযোগে ওর বুকে আলতো ক'রে ছুঁয়ে দিলাম। ও বয়ার ওপর সটান শুয়ে পড়ল, আমি তখনও জলে ঘোরাঘুরি করছি। ও ঘুরে আমার দিকে তাকাল, ওর চুলগুলি চোখের উপর এসে পড়েছিল, ও হাসছিল। আমি বয়ার উপর উঠে ওর গা ঘেঁষে বসলাম। দিনটা ভারি সুন্দর ছিল, আমি ঠাট্টাচ্ছলে মাথাটা পিছনে হেলাতে হেলাতে ওর পেটের উপর রাখলাম। ও কিছু বলল না এবং আমি এ ভাবেই শুয়ে থাকলাম। আমার চোখের সামনে গোটা আকাশ, নীল আর সোনালী। মাথার পিছনে মারী-র পেটের মৃদু ওঠানামা। এ রকম আধা ঘুমন্ত ভাবে বহুক্ষণ আমরা বয়ার উপর শুয়ে থাকলাম। রোদ অসহ্য হয়ে উঠলে মারী জলে ঝাঁপ দিল, আমিও দিলাম পিছনে পিছনে। সাঁতরে ওকে ধরে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ফেললাম। হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি সাঁতরালাম। ও সারাক্ষণ হাসছিল। পাড়ে উঠে যখন আমরা গা মুছছি মারী বলল, 'আমার গায়ের রঙ তোমার থেকে বেশি তামাটে।' আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও রাতে আমার সঙ্গে সিনেমা যেতে রাজি আছে কি না। ও আবার হেসে বলল ফার্নান্দেল-এর একটা কমিক ছবি দেখার ওর খুব ইচ্ছে। জামাকাপড় পরার পর ও আমার গলায় কালো টাই দেখে খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল কেউ মারা গেছেন কি না। আমি মায়ের কথা বললাম। ও জানতে চাইল 'কবে?' আমি যখন বললাম 'গতকাল' তখন ও কিছু বলল না কিন্তু মনে হল একটু শিউরে উঠল। আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এতে আমার কোনও দোষ নেই কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। আগে একবার মালিককে একথা বলেছিলাম— ভেবে দেখলাম এরকম কথা বলার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া এরকম ক্ষেত্রে সব সময়েই নিজেকে কিছুটা দায়ী বলে মনে হয়।

রাতে সিনেমায় মারী এসব কথা ভুলে গিয়েছিল। ছবিটা জায়গায় জায়গায় খুব হাসির কিন্তু মোটের উপর অত্যন্ত বোকা বোকা। আমার পায়ের সঙ্গে পা লাগিয়ে ও চাপ দিচ্ছিল আর আমি ওর বুকে হাত বুলিয়ে আদর করছিলাম। ছবি শেষ হওয়ার একটু আগে আমি ওকে চুমু খেলাম, কিন্তু অত্যন্ত আনাড়ির মতো। হল থেকে বেরিয়ে মারী আমার ফ্ল্যাটে এল।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি মারী চলে গেছে। ও আমাকে বলেছিল, সকালে উঠেই ওকে মাসির বাড়ি যেতে হবে। আমার খেয়াল হল আজ রবিবার, আর তখনই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। রবিবারগুলিকে আমি মোটে পছন্দ করি না। আমি আবার পাশ ফিরে শুলাম। বালিশে মারী-র চুলের নোনা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে দশটা পর্যন্ত ঘুমোলাম। পরে বেলা বারোটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে গোটা কয়েক সিগারেট খেলাম। ঠিক করলাম আজ আর রোজকার মতো সেলেস্ত্-এর রেস্তোরাঁতে খেতে যাবো না। ওখানে গেলে সকলে নানা প্রশ্ন করবে আর সেটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। তাই কয়েকটা ডিম ভেজে ঐ পাত্র থেকেই খেয়ে নিলাম পাঁউরুটি ছাড়াই, কারণ ঘরে রুটি ছিলনা, আর আমার নিচে গিয়ে রুটি কিনে আনতে ইচ্ছেও করছিল না।

খাবার পর— হাতে কোনও কাজ না থাকায়— অস্বস্তি লাগছিল। ফ্ল্যাটের মধ্যে একটু পায়চারি করলাম। যখন মা ছিলেন তখন এই ফ্ল্যাটটা খুব সুবিধাজনক ছিল, এখন আমার একার পক্ষে খুব বড়ো। খাবার টেবিলটা আমি শোবার ঘরে নিয়ে এসেছি, এখন এই একটা ঘরেই আমার হয়ে যায়। একটু বসে যাওয়া বেতের চেয়ারগুলি, আয়নার কাঁচ হলদে হয়ে যাওয়া আলমারিটা, ড্রেসিং টেবিল আর লোহার খাট এই তো আমার আসবাব। ফ্ল্যাটের বাকি অংশ আমি ব্যবহারও করি না, দেখাশোনাও করি না। একটু পরে কোনও কাজ না থাকায়, একটা পুরানো পত্রিকা নিয়ে পড়তে বসলাম। ওর থেকে একটা 'ক্রুশেন সল্ট' এর বিজ্ঞাপন কেটে আমার একটা পুরনো খাতায়— যেখানে এরকম মজার টুকিটাকি আমি পত্রিকা

www.BanglaBook.org

থেকে কেটে সেঁটে রাখি— সাঁটলাম। এর পর হাত ধুয়ে শেষমেষ বারন্দায় গিয়ে বসলাম।

আমার ফ্ল্যাটটা শহরতলির এই এলাকার বড়ো রাস্তার ওপরে। বিকেলটা সুন্দর। তবে ফুটপাথের পাথরগুলি ভিজে আর রাস্তায় বেশি লোকজন নেই, যে অল্প ক'জন আছে তারা খুব ব্যস্তভাবে যাতয়াত করছে। প্রথমে দেখলাম এক পরিবার বেড়াতে বেরিয়েছে, ছেলে দুটির পরনে নাবিকের পোষাক, প্যান্টের পাগুলি হাঁটুর নিচে, কড়া মাড়ের জামাকাপড়ের ভিতর একটু কাবু; বাচ্ছা মেয়েটার মাথায় মস্তো বড়ো গোলাপি ফিতের ফুল, পায়ে পালিশ করা কালো জুতো। ওদের পিছনে মেরুন রঙ-এর রেশমি পোষাকে দশাসই চেহারার মা ও ছোটখাটো দুর্বল চেহারার বাবা। ভদ্রলোক আমার মুখচেনা, মাথায় খড়ের টুপি, গলায় প্রজাপতি টাই, হাতে ছড়ি। ভদ্রলোককে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখে আমি বুঝতে পারলাম কেন পাড়ার লোকে বলে উনি 'অভিজাত' বংশের। একটু পরে গেল পাড়ার যুবকরা, তেল চক্‌চকে মাথা, লাল টাই, টাইট কোটের বুকপকেটে নক্সাকাটা রুমাল, পায়ে মুখ ভোঁতা চামড়ার বুটজুতো। ওরা শহরের সিনেমা হলে যাচ্ছে, তাই এত তাড়াতাড়ি বেরিয়েছে, জোরে হাসতে হাসতে ট্রামের দিকে দৌড়চ্ছে।

এরপর কয়েকজন দোকানদার আর কয়েকটা বিড়াল ছাড়া রাস্তা ধীরে ধীরে খালি হয়ে এল। বোধহয় সব হলেই শো শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার সীমানায় ডুমুর গাছের ওপরে আকাশ পরিষ্কার কিন্তু আলো নরম হয়ে এসেছে। সামনের সিগারেটের দোকানের মালিক একটা চেয়ার বার ক'রে, দোকানের দরজার সামনে ফুটপাতের ওপর চেয়ারটা ঘুরিয়ে, দুদিকে পা দিয়ে হেলান দেবার জায়গায় হাত দুটো রেখে বসল। ট্রামগুলি একটু আগেও বোঝাই হয়ে যাচ্ছিল, এখন একেবারে খালি। তামাকের দোকানের পাশে 'পিয়েরোর' কফির দোকানের ছেলেটা কাঠের গুঁড়ো মেঝেতে ছড়িয়ে খালি দোকানঘরটি ঝাঁট দিয়ে সাফ করছিল। সব মিলিয়ে একটা শান্ত রবিবার।

আমিও আমার চেয়ারটা তামাক দোকানির মতো ঘুরিয়ে নিলাম। এটা বেশি আরামদায়ক মনে হল। দুটো সিগারেট খাবার পর ঘরে ঢুকে এক টুকরো চকোলেট এনে বারন্দার দরজার ধারে এসে খেলাম। একটু পরে আকাশ মেঘলা হয়ে এল, মনে হল একটা গ্রীষ্মের ঝড় উঠতে পারে। কিন্তু আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। আর এই বর্ষার আভাস ভরা মেঘ রাস্তাটাকে আরও অন্ধকার ক'রে দিয়ে গেল। আমি অনেকক্ষণ বসে আকাশ দেখতে লাগলাম।

পাঁচটার সময় প্রচুর শব্দ ক'রে ট্রাম এল, শহরপ্রান্তের খেলার মাঠ থেকে দর্শকবৃন্দকে নিয়ে। পাদানিতে, বাম্পারের ওপর লোক বোঝাই। পরের ট্রামে খেলোয়াড়রা ফিরল। ওদের হাতের কিটব্যাগ দেখে আমি চিনতে পারলাম। ওরা গলা ফাটিয়ে গান গাইছিল, চেঁচাচ্ছিল 'আমাদের ক্লাব জিন্দাবাদ।'অনেকেই আমার দিকে হাত নাড়ল। একজন তো আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচাল 'ওদের দেখিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়েছি'। আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম 'বহুৎ আচ্ছা'। এরপর রাস্তা দিয়ে অনেক প্রাইভেট গাড়ী গেল।

বেলা আরও একটু গড়িয়ে গেল। ছাদগুলির ওপর আকাশ লালচে হয়ে এসেছে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতে রাস্তা আবার লোকজনে ভরে উঠল। যারা বেড়াতে বেড়িয়েছিল তারা ঘরে ফিরল। অনেকের মাঝে আমি সেই 'অভিজাত' ভদ্রলোককে দেখলাম। বাচ্ছারা কাঁদতে কাঁদতে বাবা মার পিছন পিছন আসছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, শো শেষ হওয়াতে, পাড়ার সিনেমাহলগুলো থেকে বহু দর্শক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে কিছু যুবক একটু বেশি বীরদর্পে চলছে দেখে মনে হল ওরা কোনও অ্যাড্‌ভেঞ্চার ছবি দেখে ফিরছে। এর একটু পরে শহরের হলগুলি থেকে দর্শকরা ফিরল। এরা অনেক গম্ভীর। যদিও কেউ কেউ মাঝে মাঝে হাসছে, কিন্তু থেকে থেকেই এদের বিষণ্ণ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কয়েকজন আমার জানালার নিচে উল্টোদিকের ফুটপাতে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। এ পাড়ার কয়েকটি তরুণী, খালি মাথা, হাত ধরাধরি ক'রে আসছিল। ছেলেগুলি সার বেঁধে ওদের রাস্তা বন্ধ করবার চেষ্টা করছিল, ও নানা টিপ্পনী কাটছিল। মেয়েরা মাথা ঘুরিয়ে দেখছিল ও হাসছিল। ওদের মধ্যে কয়েকটি মেয়ে, আমার চেনা, আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

রাতের আকাশের প্রথম তারার আলোগুলিকে ম্লান ক'রে দিয়ে রাস্তার বাতিগুলো হঠাৎ একসাথে জ্বলে উঠল। এই লোকজন আর আলো ভরা রাস্তার দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার চোখ ক্লান্ত হয়ে এল। ফুটপাথের ভিজে পাথরগুলি রাস্তার আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। কিছু সময় পর পর ট্রামগুলি আসছে আর সেই আলোয় কারও চুল, কারও হাসি, বা কারও হাতের রূপোর বালা ঝিকমিক ক'রে উঠছে।

কিছু পরে ট্রামের চলাচল আরও কমে এল, গাছ আর ল্যাম্পপোস্টগুলির ওপর রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। রাস্তাঘাট ধীরে ধীরে একেবারে নির্জন হয়ে পড়ল। রাতের প্রথম বিড়ালটি হেলেদুলে জনশূন্য রাস্তা পার হয়ে গেল। ভাবলাম রাতের খাবার আয়োজন করা দরকার। একটু ঘাড় ব্যথা করছিল, চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে এতক্ষণ বসে থাকার জন্য। নিচে নেমে কিছু পাস্তা আর পাঁউরুটি কিনে আনলাম। খাবার বানিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, আমার শীত করছিল। বারান্দার দরজা বন্ধ ক'রে ফেরবার সময়ে আয়নায় খাবার টেবিলের একটা কোনা দেখতে পেলাম, সেখানে আমার স্পিরিট ল্যাম্পটার পাশে কয়েক টুকরো রুটি পড়ে আছে। ভাবলাম, যে আর একটা রবিবার কোনও রকমে শেষ হল— যে মা শেষ পর্যন্ত সমাধিস্থ হয়েছেন— যে কাল থেকে আবার কাজ শুরু করতে হবে— যে আসলে কিছুই বদলায়নি, সব কিছু যেমন ছিল তেমনই আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৩

আজ অফিসের প্রচুর কাজ ছিল। মালিক বেশ ভাল ব্যবহার করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমি খুব ক্লান্ত কিনা এবং মায়ের বয়স কতো হয়েছিল। 'ষাটের ঘরে' — আমি বললাম। মায়ের সঠিক বয়স আমার জানা ছিল না, আর আমি কোনও ভুল উত্তর দিতে চাইনি। কেন জানি না মনে হল মালিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, আর ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি টেনে দিলেন।

অনেকগুলি জাহাজি বিল আমার টেবিলে জমে ছিল। সবগুলির কাজ শেষ করতে হল। দফ্‌তর ছেড়ে দুপুরে খেতে যাবার আগে হাত ধুয়ে নিলাম। দুপুরে তোয়ালেটা পরিষ্কার থাকে আমার ভাল লাগে। সন্ধ্যায়, ঘোরানো তোয়ালেটা— সারাদিন ব্যবহারের পর— একেবারে ভিজে যায়, আমার ভাল লাগে না। মালিককে একথা একদিন বলেছি। মালিকের মতে— ব্যাপারটা দুঃখজনক বটে, কিন্তু অতি সামান্য এবং গুরুত্বহীন। একটু পরে, সাড়ে বারোটা নাগাদ এমানুয়েল-এর সাথে বেরোলাম। এমানুয়েল ডেস্প্যাচ-এ কাজ করে। আমাদের অফিস সমুদ্রের ধারে। বেরিয়ে কয়েক মুহূর্ত রোদ ঝলসানো বন্দরের জাহাজ চলাচল দেখলাম। এই সময় ইঞ্জিনের ব্যাকফায়ার আর চেনের প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে একটা লরি এল। এমানুয়েল বলল 'ধরবে নাকি?' লরিটা একটু এগিয়ে গিয়েছিল, আমরা দৌড় লাগালাম পিছন পিছন। ধুলো আর শব্দের মাঝে ডুবে গেলাম। আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুধু মনে আছে ঝোঁকের মাথায়, চারিদিক ক্রেন আর যন্ত্রপাতির মধ্যে দিয়ে, আকাশে মাস্তুল দোলানো জাহাজগুলির পাশ দিয়ে, পাগলের মতো ছুটেছিলাম। আমিই এগিয়ে গিয়ে লরিটাকে ধরে ফেললাম, ছুটতে ছুটতেই লাফ দিয়ে উপরে চড়লাম। এমানুয়েলকে ধরে তুললাম। আমাদের দম বেরিয়ে গিয়েছিল। লরিটা এই রোদ আর ধুলোর মাঝে রাস্তার অসমান পাথরগুলির উপর দিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। এমানুয়েল হাসছিল আর হাঁফাচ্ছিল।

সেলেস্ত্-এর রেস্তোরাঁয় যখন আমরা পৌঁছলাম, দু'জনেই ঘেমে নেয়ে গেছি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সেলেস্ত্ যথারীতি তার জায়গায়, সাদা গোঁফ নিয়ে, বিরাট ভুঁড়ির উপর একটা এপ্রন জড়িয়ে, বসেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি একটু সামলে উঠেছি কি না। আমি সায় দিয়ে বললাম, আমার খুব খিদে পেয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি খেলাম ও এক কাপ কফি নিলাম। এর পর বাসায় গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম কারণ খাওয়ার সঙ্গে মদ্যপানের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙতে একটা সিগারেট ধরালাম। দেরি হয়ে গিয়েছিল, দৌড়ে ট্রাম ধরে অফিস গেলাম। সারা বিকেলটা কাজ করলাম। অফিসে খুব গরম ছিল। তাই ছুটির পর, সমুদ্রপাড়ের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে বাসায় ফেরাটা বেশ আরামদায়ক হল। আকাশটা সবুজ, সব মিলিয়ে আমার খুব ভাল লাগছিল। যাই হোক, আমি সোজা বাসাতেই ফিরলাম, কারণ রাতে আলু সেদ্ধ করব ঠিক করেছিলাম।

বাসায় ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় অন্ধকারে, আমার তলার প্রতিবেশী বুড়ো সালামানোর সঙ্গে আমার প্রায় ধাক্কা লাগছিল। বুড়োর সঙ্গে ছিল ওর কুকুর। আজ আট বছর ওদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখছি। স্প্যানিয়েল কুকুরটার একটা চর্মরোগ আছে, সব লোম খসে যাচ্ছে আর জায়গায় জায়গায় লাল চুমটি। একটা ছোট্ট ঘরে কুকুরটার সঙ্গে বছরের পর বছর থাকার জন্য সালামানো-ও কতকটা কুকুরটার মতো হয়ে গিয়েছে, সারা মুখে লাল চাকা চাকা দাগ আর চুল ও লোম হলদে হয়ে খসে খসে যাচ্ছে। এদিকে কুকুরটা অনেকটা তার কুঁজো প্রভুর মতো হয়ে গিয়েছে— লম্বা গলার প্রান্তে মুখটা মাটির দিকে ঝুঁকে। কিন্তু এই সাদৃশ্য বাহ্য, আসলে ওরা দুজনে দুজনকে দেখতে পারে না। দিনে দু'বার, সকাল এগারটায় আর সন্ধ্যা ছ'টায়, বুড়ো কুকুরটাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোয়। গত আট বছর এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। রোজ নির্দিষ্ট সময়ে ওদের দুজনকে দেখা যাবে রু দ্য লিঁয়-তে, কুকুরটা সামনে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওর প্রভুকে যতক্ষণ না বুড়ো সালামানো একটা হোঁচট খায়। বুড়ো কুকুরটাকে মারবে আর গালিগালাজ করবে। কুকুরটা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলে বুড়ো ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকবে। কিছুক্ষণ পরে সব ভুলে গিয়ে কুকুরটা আবার বুড়োকে টানতে শুরু করলে আবার মার, আবার গালি খাবে। এরপর কিছুক্ষণ দু'জনেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকবে। বুড়োর চোখে ঘৃণা, আর কুকুরটার চোখে ভয়। প্রতিদিনই এরকম চলছে। কুকুরটা পেচ্ছাপ করার জন্য দাঁড়ালে বুড়ো ওকে যথেষ্ট সময় না দিয়ে টানতে থাকবে আর কুকুরটা ফোঁটা ফোঁটা ফেলতে ফেলতে এগোবে। আর যদি ঘরের মধ্যে ক'রে ফেলে তবে ওর কপালে আবার প্রচণ্ড ঠেঙানি। গত আটবছর ধরে এই রুটিন চলছে। সেলেস্ত্ বলে ব্যাপারটা সত্যিই খুব বিশ্রী এবং একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কী করা যাবে সেটাই কেউ জানে না। সিঁড়িতে যখন দেখা হল তখন সালামানো কুকুরটাকে গালি দিচ্ছিল 'শালা, হারামজাদা' বলে, আর কুকুরটা কোঁকাচ্ছিল। 'শুভ সন্ধ্যা' আমি বললাম। বুড়ো গালি দিয়েই চলল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কুকুরটা কী করেছে। বুড়ো কোনও জবাব দিল না শুধু বলল 'শালা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হারামজাদা!' মনে হল বুড়ো ঝুঁকে কুকুরটার গলার বকলসে কিছু ঠিক করছিল। আমি একটু গলা চড়ালাম। আমার দিকে না তাকিয়ে চাপা রাগের স্বরে বুড়ো বলল 'ব্যাটা সব সময়ে পায়ের সামনে সামনে'। এই বলে টানতে টানতে বুড়ো কুকুরটাকে নিয়ে এগোল। কুকুরটা চার পা ছেৎরে কোঁকাতে কোঁকাতে চলল।

ঠিক এই সময় আমার তলার দ্বিতীয় প্রতিবেশী ঢুকল। পাড়ার সবাই জানে ও বেশ্যাদের দালাল। কিন্তু যদি ওকে জিজ্ঞাসা করো বলবে ও স্টোরকীপার। কেউ ওকে খুব একটা পছন্দ করে না। কিন্তু আমার সঙ্গে ও প্রায়ই কথা বলে। এমনকি মাঝে মধ্যে আমার ঘরে এসে দু'দণ্ড বসে; কেননা আমি ওর কথা মন দিয়ে শুনি। আমার তো ওর কথা শুনতে ভালই লাগে। তাই ওকে এড়িয়ে চলবার কোনও কারণ আমি দেখি না। নাম রেঁম সিন্তেস। লোকটি বেঁটে, চওড়া কাঁধ। নাকটা ভাঙা, যেন বক্সিং করা নাক। পোষাক পরিচ্ছদ অতি পরিপাটি। সালামানোর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সিন্তেস-ও আমাকে বলেছে ব্যাপারটা ন্যক্কারজনক। আমাকে ও জিজ্ঞাসা করেছে আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে করি কিনা। 'না' আমি বলেছি।

উপরে উঠে আমি আমার ঘরের দিকে এগোচ্ছিলাম, সিন্তেস বলল 'আমার ঘরে সসেজ ও ওয়াইন আছে। আপনি কি আমার সঙ্গে একটু খাবেন?' চিন্তা ক'রে দেখলাম এতে আমার রাতের রান্না করার হাঙ্গামা বেঁচে যাবে। তাই রাজি হয়ে গেলাম। ওরও একখানা ঘর আর জানালাবিহীন একটা রান্নাঘর। বিছানার শিয়রে দেওয়ালের উপরে সাদা ও গোলাপী প্লাষ্টার অফ প্যারিসের পরী। কয়েকজন চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় এবং দু'তিনটি উলঙ্গ মেয়ের পিন্‌আপ। ঘরটা অপরিষ্কার, বিছানা তোলা হয়নি। প্রথমে ও কেরোসিনের বাতিটা জ্বাললো, পরে পকেট থেকে সন্দেহজনকভাবে অপরিষ্কার একটা ব্যাণ্ডেজ বার ক'রে ডান হাতের উপর জড়াতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে। ও বলল এক মস্তান ওর সঙ্গে পংগা নিতে গিয়েছিল তাই একটু শিক্ষা দিতে হয়েছে।

আমি কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে যাই না মিঃ সেরিস', কিন্তু আমাকে রাগিয়ে দিলে আর রক্ষে নেই। ও ব্যাটা আমাকে বলল 'নেমে আয় ট্রাম থেকে যদি মরদের বাচ্চা হোস।' আমি বললাম 'যাঃ যাঃ চুপ কর্।' কিন্তু ও আমাকে গালি দিল। আমি ট্রাম থেকে নেমে বললাম 'যথেষ্ট হয়েছে এবার চুপ কর্ নয়তো কি ক'রে চুপ করাতে হয় আমি জানি'। 'কি করবি?' ও বলল। আমি একটা ঘুঁষি চালাতে ছেলেটি মাটিতে পড়ে গেল। আমি ওকে হাতে ধরে তুলতে গেলে ও শোওয়া অবস্থাতেই লাথি কষাল। আমি তখন এক হাঁটুর গুঁতো ওগোটা দুই ঘুঁষো চালালাম। ওর সারা মুখ রক্তে ভরে গিয়েছিল। 'কিরে যথেষ্ট হয়েছে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। ও মাথা নাড়ল।

কথা বলতে বলতে সিন্তেস তার ব্যাণ্ডেজটা ঠিক করছিল, আমি বিছানার উপর বসে ছিলাম। 'আপনি বুঝতেই পারছেন, আমি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে

www.BanglaBook.org

যাইনি, দোষ ছেলেটিরই ছিল।' মনে হ'ল কথাটা ঠিক, তাই আমি সায় দিলাম। রেঁম বলল এই ব্যাপারেই সে আমার কাছে একটা পরামর্শ চায়। ওর মতে আমি একজন অভিজ্ঞ পুরুষ, যে দুনিয়া দেখেছে এবং তাকে সাহায্য করতে পারবে। এর পর সারা জীবনের জন্য ওর দোস্ত হয়ে যাব। আমি চুপ ক'রে থাকাতে রেঁম আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল ওর দিকে দোস্তির হাত বাড়াতে আমার আপত্তি আছে কি না। যখন আমি বললাম যে ওর দোস্ত হওয়া বা না হওয়া দুইই আমার কাছে সমান এবং আমার কোনও আপত্তি নেই ওর দোস্ত হতে তখন সে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে মনে হল। সসেজটা বার ক'রে তাওয়ায় গরম করল, গ্লাস, প্লেট, ছুরি, কাঁটা ও দুটি মদের বোতল বার ক'রে নিঃশব্দে টেবিলে সাজাল। এর পর আমরা খেতে বসলাম। খেতে খেতে ও ওর কাহিনি বলতে শুরু করল। প্রথম দিকে ও কিছুটা আড়ষ্ট ছিল— 'একটা মেয়েছেলেকে আমি জানতাম— আমার রাখেল ছিল বলতে পারো, ওর পেছনে আমি ভালই খরচ করতাম। আজ যে ছেলেটাকে আমি মেরেছি সে ওরই ভাই।' আমি চুপ ক'রে আছি দেখে সে বলল যে পাড়ার লোকেরা তার সম্বন্ধে কি বলে তা সে জানে। সব পুরোপুরি মিথ্যে। ওর বিবেক পরিষ্কার এবং ও সত্যিই স্টোরকীপারের কাজ করে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম' রেমঁ শুরু করল 'আমি টের পেলাম যে মেয়েছেলেটা আমাকে ঠকাচ্ছে।' রেঁম মেয়েটাকে জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট দিত। বাড়ি ভাড়া ছাড়া দৈনিক বিশ ফ্রাঁ খাওয়া খরচ। 'তিনশ' ফ্রাঁ ঘর ভাড়া, ছ'শ' ফ্রাঁ খাই খরচ, মাঝে মধ্যে এক জোড়া মোজা বা অন্য উপহার, সব মিলিয়ে হাজার ফ্রাঁ মাসিক, কিন্তু বিবিজান এততেও সন্তুষ্ট নন, বলেন কুলোয় না, অথচ নিজে কোনও কাজও করবে না। আমি ওকে বলি একটা পার্ট টাইম কাজ করতে—

'এক বেলার একটা কাজ নে, এতে তোরও আসান হবে, আমার ওপরেও বোঝা কমবে। এই মাসেই তোকে একটা ড্রেস কিনে দিলাম, তোকে দিনে বিশ ফ্রাঁ দি, তোর ঘর ভাড়া আমি দিচ্ছি আর তুই সারা বিকেল কাফেতে বসে বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিস। আমার পয়সায় তুই ওদের চিনি দেওয়া কফি খাওয়াচ্ছিস। আমি তোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছি আর তুই এইভাবে তার প্রতিদান দিচ্ছিস?' কিন্তু ও কোনও কাজও করবে না আর কেবল গজর গজর করবে যে এই পয়সায় ওর কুলোয় না। আর তখনই আমি টের পেলাম যে ও আমাকে ঠকাচ্ছে।'

রেঁম বলল যে একদিন রেঁম মেয়েটির ব্যাগে একটি লটারির টিকিট পায়। টাকা কোথায় পেল জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি কোনও সদুত্তর দিতে পারে না। আর একদিন ওর ঘরে একজোড়া বালা বন্ধক রাখার রসিদ পায়। কিন্তু এই বালাজোড়ার অস্তিত্বের কথা রেঁম আদৌ জানত না। 'আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে মেয়েটি আমাকে ঠকাচ্ছে। আমি ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবোনা ঠিক করলাম। কিন্তু তার আগে আমি ওকে আচ্ছা ক'রে ধোলাই দিলাম ও বেশ দু'কথা

www.BanglaBook.org

শুনিয়ে দিলাম। আমি বললাম যে নিজের কামনার তাড়নায় ও যথেচ্ছাচার ক'রে বেড়াচ্ছে। 'তুই জানিস না যে পাড়ার সব মেয়েরা তোর সৌভাগ্যকে হিংসে করে, আমার কাছে কত সুখে ছিলি সে কথা পরে বুঝবি।'

মেরে রক্ত বার ক'রে দিয়েছিল রেমঁ। আগে কখনও এত মারেনি। 'মাঝে মধ্যে চড়টা চাপড়টা দিয়েছি, কিন্তু সে সামান্য। ও কাঁদতে শুরু করলে আমি জানলা বন্ধ ক'রে দিতাম আর তারপর বরাবর যেমন হয় সে ভাবেই ঝগড়া শেষ হত। কিন্তু এবারের কথা আলাদা— আর এখনও ওর শাস্তি যথেষ্ট হয়নি।'

এই বিষয়েই ও আমার কাছে শলা চাইছিল, রেমঁ বলল। বাতির সলতেটা পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে একটু উস্কে দিল। আমি শুনেই যাচ্ছিলাম। প্রায় এক লিটার মদ খেয়ে আমার মাথা ভন্‌ভন্‌ করছিলো। আমার সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ায় আমি রেমঁ-র সিগারেট খাচ্ছিলাম। শেষ ট্রামগুলি শব্দ করতে করতে দূরে শহর সীমার বাইরে চলে গেল। রেমঁ ব'লেই চলেছে। মেয়েটার প্রতি আকর্ষণ ওর এখনও আছে এবং সেটাই রেমঁকে একটু বিব্রত করছিলো। কিন্তু ওকে শাস্তি দিতে রেমঁ বদ্ধপরিকর। প্রথমে ঠিক করেছিলো ও মেয়েটাকে নিয়ে একটা হোটেলে যাবে। সেখানে গিয়ে স্পেশাল পুলিশ ডেকে মেয়েটাকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটা কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করা যেতে পারে। পরে সে এ লাইনের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছে। তারাও কোনও ভাল সমাধান দিতে পারেনি। যদি লাইনের লোক হয়েও একটা বদমেয়েকে শায়েস্তা করার উপায় না বাৎলাতে পারে তবে সে রকম বন্ধু থাকার দরকার কি, রেমঁ জানাল এই কথা সে তাদের বলেছিল। তখন তারা বুদ্ধি দিয়েছিল মেয়েটাকে 'মার্কা' করে দিতে। কিন্তু সেটাও রেমঁ-র পছন্দ নয়। 'অনেক ভাবতে হবে' রেমঁ বলল— এখন সে আমাকে একটা অনুরোধ করবে তবে তারও আগে সে জানতে চাইল এই পুরো ঘটনাটার সম্বন্ধে আমার কি মতামত। আমি বললাম আমার কোনোই মতামত নেই কিন্তু ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক বটে। রেমঁ জিজ্ঞাসা করল মেয়েটা সত্যিই ওর সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে বলে আমার মনে হয় কি না। আপাতদৃষ্টিতে তো তাই মনে হয়, আমি বললাম। মেয়েটার শাস্তি পাওয়া উচিৎ কিনা এবং আমি হলে কি করতাম। সঠিক বলা মুস্কিল আমি কি করতাম তবে ওর ইচ্ছেটা— যে মেয়েটা তার কুকাজের ফল ভোগ করুক— সেটা আমি বুঝতে পারি, আমি জানালাম।

আরও একটু মদ খেলাম। রেমঁ আর একটা সিগারেট ধরাল এবং ওর মৎলবটা আমাকে খুলে বলল। সে মেয়েটাকে একটা চিঠি দিতে চায় নরমে গরমে, যাতে অনুতপ্ত হয়ে মেয়েটা ওর কাছে আসে। মেয়েটা ফিরে এলে সে মেয়েটাকে নিয়ে শোবে এবং চরম মুহূর্তের ঠিক আগে মুখে থুতু ছিটিয়ে মেয়েটাকে ঘর থেকে বার ক'রে দেবে। স্বীকার করতেই হল যে মতলবটা খারাপ নয়, যথেষ্ট শাস্তি হবে মেয়েটার এতে। এইবার রেমঁ বলল যে এই চিঠিটা যে ধরণের হবে সেটা লিখতে

www.BanglaBook.org

সে খুব একটা সাহস পাচ্ছে না এবং এই জন্য ও আমার কথা ভেবেছিল। আমাকে চুপ দেখে রেমঁ জিজ্ঞাসা করল, তখনই চিঠিটা লিখে দিতে আমার আপত্তি আছে কি না। আমি বললাম 'না'।

আরও এক গ্লাস মদ খেয়ে রেমঁ উঠল। প্লেটগুলি ও আধখাওয়া ঠান্ডা সসেজের টুকরো টেবিলের এক পাশে সরিয়ে দিল। যত্নের সঙ্গে টেবিলের উপরের অয়েল-ক্লথ্‌টা সাফ করল। বেডসাইড টেবিলের দেরাজ থেকে একটা খোপকাটা কাগজ, হলুদ খাম, একটা লাল বাঁটের কলম, ও বেগুনি কালি ভরা চৌকো দোয়াত বার করল। যখন ও মেয়েটির নাম বলল আমি বুঝতে পারলাম, মেয়েটি মুর। খুব বেশি সময় না নিয়ে চিঠিটা লিখে ফেললাম কিন্তু চিঠিটা যাতে রেমঁ কে সন্তুষ্ট করতে পারে সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল কারণ ওকে সন্তুষ্ট না করার কোনও প্রশ্নই ছিল না। লেখা হয়ে গেলে চিঠিটা আমি ওকে পড়ে শোনালাম। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রেমঁ সবটা শুনল। মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াচ্ছিল। পরে আমাকে চিঠিটা আর একবার পড়তে বলল। রেমঁ খুব খুশি। 'আমি ঠিক জানতাম, তুই পারবি, তুই হলি একজন সমঝদার লোক যে দুনিয়া দেখেছে'। প্রথমে খেয়াল করিনি, রেমঁ 'তুমি' থেকে 'তুই' তে নেমে এসেছে। যখন ও আবার বলল 'আজ থেকে তুই আমার সাচ্চা দোস্ত' তখন আমার মাথায় ঢুকল। 'বল্‌ ঠিক কিনা?' ওর দোস্ত হওয়া না হওয়ায় আমার কিছুই এসে যায় না তবে ওর যখন এতই ইচ্ছে— আমি সায় দিয়ে বললাম 'ঠিক আছে'। চিঠিটা খামে পুরে বন্ধ ক'রল রেমঁ। বাকি মদটুকু আমরা শেষ করলাম। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম। বাইরে সব শান্ত। একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। 'অনেক রাত হল' আমি বললাম। 'হ্যাঁ, কি তাড়াতাড়ি সময় চলে যায়। তাই না?' ভেবে দেখলে কথাটা সত্যি। আমার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু উঠতে আর পারছিলাম না। আমাকে বোধহয় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল— রেমঁ বলল, 'এত ভেঙ্গে পড়লে চলবে কি ক'রে?' প্রথমে বুঝতে পারিনি ও কেন এক কথা বলছে। রেমঁ ব'লল ও আমার মায়ের খবর শুনেছে কিন্তু এটাতো এক দিন না এক দিন ঘটতই। ঠিকই বলেছে রেমঁ।

উঠে পড়লাম। রেমঁ খুব শক্ত করে আমার হাত ঝাঁকিয়ে বলল 'মরদই মরদকে বোঝে।' দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে এসে বারান্দার অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। সারা বাড়িটা নিঃঝুম শান্ত। সিঁড়ির গর্তটা থেকে একটা অদ্ভুত সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে। আমি শুধু কানের মধ্যে আমার ধমনীর দপদপানি শুনতে পাচ্ছি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বুড়ো সালামানোর ঘরে কুকুরটার চাপা গোঙ্গানির আওয়াজ.....।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৪

সারা সপ্তাহ খুব কাজের চাপ ছিল। মাঝে রেমঁ এসে বলে গেল যে, ও চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছে। এমানুয়েল-এর সঙ্গে দু'দিন সিনেমা গিয়েছিলাম। পর্দার ঘটনা ও সব সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না তাই ওকে বুঝিয়ে দিতে হয়। গতকাল শনিবার মারী এসেছিল আগের কথামতো। লাল সাদা ডোরাকাটা পোষাক আর পায়ে চামড়ার চটিতে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, আমার কামনা জেগে উঠেছিল ওকে দেখে। জামার নিচে শক্ত স্তন দুটির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। রোদে তামাটে হওয়া মুখ, যেন একটি ফুল। বাস ধরে আমরা দু'জনে আলজের থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক সমুদ্র উপকূলে গেলাম। দুই দিকে নিচু পাহাড়ের মাঝে শরবনের সীমানা দিয়ে ঘেরা বেলাভূমি জলের দিকে নেমে গিয়েছে। বিকেল চারটেয় রোদের তাপ প্রখর ছিল না তবে জল ছিল কবোষ্ণ। ছোট ছোট অলস ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। মারী আমাকে একটা খেলা শেখাল। ঢেউ আসবার সময় ঢেউয়ের উপরের ফেনাগুলি মুখে তুলে নিতে হবে। ফেনায় মুখ বোঝাই হয়ে গেল চিৎ হয়ে উপরের দিকে ফেনাগুলি ছুঁড়তে হবে। একটা ফেনার জাল তৈরি হয়ে আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে অথবা অল্প গরম বৃষ্টির কণার মতো মুখের উপর ঝরে পড়বে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মুখ নোনা জলে পুড়ে গেল। মারী আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে ওর মুখ রাখল। ওর ঠান্ডা জিভের ছোঁয়ায় আমার ঠোঁট দুটি ঠান্ডা হল জলের মধ্যে জড়াজড়ি ক'রে আমরা কিছুক্ষণ কাটালাম।

পাড়ে উঠে জামাকাপড় পড়লাম। মারী আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল, ওর চোখ দু'টি চিকচিক করছিল। আমি ওকে চুমু খেলাম। এর পর থেকে আমরা আর একটাও কথা বলিনি। আমি মারীকে আমার কাছে টেনে নিয়ে, দুজনে তাড়াতাড়ি হেঁটে, ফেরার বাস ধরে, বাসায় এসে, আমার ঘরে ঢুকে, বিছানার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বারান্দার দরজাটা খোলা রেখেছিলাম। গ্রীষ্ম রাতের ঠান্ডা হাওয়া দুই রোদে পোড়া শরীরকে জুড়িয়ে দিচ্ছিল .....।

আজ রবিবার সকালে মারীর যাবার তাড়া নেই, তাই ওকে আমার সঙ্গে খেতে বললাম। নিচে নামলাম মাংস কিনতে। ওপরে ওঠবার সময় রেমঁ-র ঘর থেকে মেয়েলি গলার আওয়াজ পেলাম। একটু পর শোনা গেলো বুড়ো সালামানো তার কুকুরকে ধমকাচ্ছে। কিছু পরে কাঠের সিঁড়িতে বুটজুতো ও কুকুরের থাবার শব্দ শোনা গেলো। 'শালা— হারামজাদা' বলতে বলতে বুড়ো কুকুরটাকে নিয়ে রাস্তায় বার হ'ল। মারীকে বুড়োর গল্প বলতে ও হাসল। ও আমার একটা পাজামাসুট পরেছিল হাতাটা গুটিয়ে নিয়ে। ওর হাসি দেখে আমার ওকে আবার পেতে ইচ্ছে হল...।

কিছু পরে ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি ওকে ভালবাসি কি না। জবাবে আমি বললাম আমার কাছে এরকম প্রশ্নের কোনও অর্থ নেই এবং আমার যতদূর মনে হয় আমি ওকে ভালবাসি না। ও একটু দমে গেলো মনে হ'লো। কিন্তু পরে রান্না করতে করতে কিছুটা সামলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল— বিনা কারণেই— আর আমি ওকে আবার চুমু খেলাম। ঠিক সেই সময়ে রেমঁ-র ঘর থেকে ঝগড়া চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা গেল।

প্রথমে একটি তীব্র মেয়েলি গলার আওয়াজ তারপর রেমঁ-র গলা 'তুই আমাকে ঠকিয়েছিস। তুই আমাকে ঠকিয়েছিস। উচিৎ শিক্ষা দেবো তোকে।' তার পর কিছু ধুপধাপ শব্দ এবং মেয়েটির তীক্ষ্ণ, রক্ত জল করা চীৎকার শুনে ওর দরজার সামনে বারান্দায় লোকজন জড়ো হয়ে গেলো। আমরাও বেরোলাম। মেয়েটার কান্নার শব্দ ও রেমঁ-র মারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। মারী বলল, 'কি বিচ্ছিরি কাণ্ড।' আমি কোনও জবাব দিলাম না। ও আমাকে পুলিশ ডাকতে বললে আমি বললাম পুলিশ টুলিশ আমি পছন্দ করি না। যাই হোক পুলিশ এলো, তিনতলার ভাড়াটে এক কলমিস্ত্রির সঙ্গে। সে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে শব্দ বন্ধ হল। অফিসারটি আবার জোরে ধাক্কা দিতে কিছু পরে দরজা খুলল। রেমঁ। মেয়েটা আবার কান্না শুরু করল। রেমঁ-র ঠোঁট থেকে সিগারেট ঝুলছে, মুখে কপট বিনয়। মেয়েটা দরজার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশকে নালিশ করতে লাগল যে রেমঁ ওকে মেরেছে। 'নাম বল্'। রেমঁ ওর নাম বলল। 'সিগারেট নামা মুখ থেকে।' রেমঁ আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে সিগারেট টানতেই থাকল। পুলিশ ওর গালে এমন একটা বিরাশীসিক্কার থাপ্পর লাগাল যে সিগারেটটা ছিট্‌কে কয়েক মিটার দূরে পড়ল। রেমঁ-র মুখ কালো হয়ে গেল, কোনও কথা বলল না। একটু পরে নরম সুরে জিজ্ঞাসা করল সিগারেটের টুক্‌রোটা ও উঠিয়ে নিতে পারে কিনা। পুলিশ ওকে অনুমতি দিয়ে বলল 'আয়েন্দা মনে রাখবি পুলিশ মস্করার পাত্র নয়।' মেয়েটা সমানে কেঁদেই যাচ্ছিল আর বলছিল 'আমাকে মেরেছে, আমাকে মেরেছে,

www.BanglaBook.org

ব্যাটা বেশ্যার দালাল'। 'অফিসার, সকলের সামনে একজন ভদ্রলোককে এ রকম অপমান করা কি ন্যায়সঙ্গত?' 'একদম চুপ' অফিসার রেমঁকে বলল। 'তোকে দেখে নেবো, হারামজাদী বেটি।' রেমঁ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল। অফিসার ওকে আবার চোপা বন্ধ করতে বলল, মেয়েটিকে বলল চলে যেতে। 'আর তুই এখানেই থাকবি, ডেকে পাঠালে থানায় আসবি। এত মাল খেয়েছিস যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিস না। লজ্জা করে না?' 'আমি মাতাল হইনি অফিসার, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমার শরীর কাঁপছে, এমনিই।' রেমঁ দরজা বন্ধ করল ও লোকজন আস্তে আস্তে সরে গেল। মারী আর আমি রান্না শেষ ক'রে খেতে বসলাম। ওর খিদে ছিল না, আমিই প্রায় সবটা খাবার খেলাম। একটার সময় মারী চলে গেলে আমি একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

তিনটে নাগাদ দরজায় টোকা দিয়ে রেমঁ ঘরে ঢুকল। আমি শুয়েই থাকলাম, রেমঁ বিছানার একপাশে বসল। ওকে চুপ দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওর কেসটা ঠিকমতো এগোচ্ছে কি না। রেমঁ বলল যে গোড়ার দিকে সব প্ল্যান মতোই ছিল, কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ ওকে একটি চড় কষানোতে রেমঁ রেগে গিয়ে ওকে মারতে শুরু করে। তার পরের ঘটনাতো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। আমি বললাম মেয়েটাকে উচিৎ শাস্তি দিতে পেরে রেমঁর খুশি হবার কথা। ও মেনে নিয়ে বলল পুলিশ যাই করুক মেয়েটা যে প্রচণ্ড শাস্তি পেয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর তা' ছাড়া থানায় রেমঁর জানাশুনা আছে, পুলিশের দিকটা ও সামলে নিতে পারবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল পুলিশের চড়ের প্রত্যুত্তর ও দেবে এরকম আমি আশা করেছিলাম কি না। আমি বললাম আমি কিছুই আশা করিনি আর তা ছাড়া থানা পুলিশ আমার একেবারেই পছন্দ নয়। রেমঁ আশ্বস্ত হয়েছে মনে হল, আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি ওর সঙ্গে বাইরে যেতে রাজি আছি কিনা। আমি উঠে চুল আঁচড়াতে শুরু করলাম। রেমঁ ভেঙ্গে বলল যে সে চায় আমি তার হয়ে সাক্ষি দিই। 'আমার কোনোই আপত্তি নেই, কিন্তু কি বলতে হবে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে মেয়েটা ওর সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে। আমি রাজি হ'লাম ওর সাক্ষী হতে।

আমরা বেরোলাম। রেমঁ আমাকে একটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়াল। পরে ও এক হাত বিলিয়ার্ড খেলতে চাইল, আমি অল্পের জন্য হেরে গেলাম। এর পর ও বেশ্যাবাড়ি যাবার কথা বলল কিন্তু আমি রাজি হলাম না, কারণ ওসব আমার ভাল লাগে না। আস্তে আস্তে হেঁটে আমরা বাড়ি ফিরছিলাম, রেমঁ আমাকে বলছিল, ওর রক্ষিতাকে উচিৎ শাস্তি দিতে পেরে ও কত খুশি হয়েছে। আমার সঙ্গে ও খুবই ভাল ব্যবহার করছিল। আমার মনে হল আজকের সন্ধেটা ওর সঙ্গে আমার ভালই কেটেছে।

বাড়ীর কাছে এসে দূর থেকে দরজার সিঁড়ির সামনে বুড়ো সালামানোকে দেখতে পেলাম। অত্যন্ত উত্তেজিত। কাছে এসে দেখি, বুড়োর সঙ্গে ওর কুকুরটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই। ও চারিদিকে পাগলের মতো তাকাচ্ছে। একবার বাড়ির মধ্যে অন্ধকার বারান্দার দিকে, আর একবার বাড়ির বাইরের রাস্তার দুই দিকে ওর খুদে খুদে লাল চোখ দিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে অসংলগ্ন ভাবে বিড়বিড় করছে। রেমঁ জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে। বুড়ো কোনও উত্তর দিল না, আমি শুনতে পেলাম ও বিড়বিড় ক'রে গালি দিচ্ছে 'শালা, হারামজাদা'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওর কুকুরটা কোথায় ও রেগেমেগে ব'লল 'ব্যাটা ভেগেছে'। এরপরে আচমকা বুড়ো হুড়হুড় ক'রে বলতে শুরু করল— 'রোজকার মতো আজও ওকে নিয়ে কুচকাওয়াজের ময়দানে হাঁটতে গিয়েছিলাম। একটা মেলা বসেছিল আর প্রত্যেক স্টলের সামনে খুব ভিড় ছিল। আমি একটা স্টলে দাঁড়িয়ে' শিকল খোলার রাজা'র ম্যাজিক দেখছিলাম। বেরিয়ে আসতে দেখি ব্যাটা বকলস গলিয়ে পালিয়েছে। অনেক দিন থেকেই আমি একটা ছোটো কলার কিনবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু হারামজাদা এ ভাবে পালাবে আমি ভাবতেই পারিনি।'

রেমঁ ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল। কুকুরটা হারিয়ে গিয়ে থাকবে, ঠিক ফিরে আসবে। ও এ রকম ঘটনার কথা জানে যে দশ বিশ কিলোমিটার দূর থেকেও কুকুর তার প্রভুর কাছে ঠিক ফিরে এসেছে। কিন্তু এতে বুড়োর উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। 'ওরা ওকে মেরে ফেলবে। কোনও ভদ্রলোকই ওই কুকুরকে রাখতে চাইবেনা ওর গায়ের ঘায়ের জন্য। পুলিশের লোকেরা নিশ্চয়ই ওকে মেরে ফেলবে।' আমি তখন বুড়োকে বললাম খোঁয়াড়ে গিয়ে খবর নিতে। যদি সেখানে পাওয়া যায় তবে কিছু খরচ দিয়ে ছাড়িয়ে আনা যেতে পারে। বুড়ো জিজ্ঞাসা করল কি রকম খরচ হতে পারে। এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। সে কথা বলতে বুড়ো আবার রাগে ফেটে পড়ল। 'ওই হারামজাদার জন্য আমি পয়সা খরচ করব? কিছুতেই না। মরুকগে ব্যাটা।' আবার বুড়োর গালাগালি শুরু হল।

রেমঁ একটু হেসে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। আমিও ওর পেছন পেছন গেলাম। সিঁড়ির ওপরে বারান্দায় ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে বুড়োর পায়ের শব্দ পেলাম। আমার দরজায় টোকা দিল। আমি দরজা খুলে দিতে ও চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলল 'আমি দুঃখিত, আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?' আমি ওঁকে ভিতরে আসতে বললাম কিন্তু বুড়ো মাথা নাড়ল। এখানেই দাঁড়িয়ে বুড়ো জুতোর ডগা আর নিজের কড়াপড়া কম্পমান হাতের দিকে চেয়ে রইল। আমার দিকে না তাকিয়েই বুড়ো বলতে শুরু করল 'ওরা ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবে না তো? ওকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে, বলুন মিঃ ম্যোরস', তা না হলে আমার কি হবে বলুন?' আমি বললাম খোঁয়াড়ে সাধারণত তিন দিন পর্যন্ত ওরা কুকুরদের রাখে। তার মধ্যে যদি মালিক না আসে তবে ওরা যা ভালো বোঝে তাই করে। আমার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে কিছু পরে 'শুভ সন্ধ্যা' বলে বুড়ো ওর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। আমি ওর পায়চারির শব্দ শুনতে পেলাম। খাটের

www.BanglaBook.org

মড়মড় শব্দ হল। দেওয়ালের পার্টিশানের মধ্যে দিয়ে একটা অদ্ভুত চাপা আওয়াজ আসছিল, বুঝলাম ও কাঁদছে। কেন জানি না আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। কিন্তু পরদিন সকাল সকাল উঠতে হবে, আমার খিদে ছিল না তাই কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়লাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৫

রেমঁ ফোন করেছিল অফিসে। বলল ওর এক বন্ধু (যাকে ও আমার সম্বন্ধে বলেছিল) রবিবারদিনটা ওদের সঙ্গে সমুদ্রতীরের কুটিরে কাটাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আলজের-এর কাছেই। আমি জবাবে বললাম যাবার তো খুবই ইচ্ছে, কিন্তু এক বান্ধবীকে কথা দিয়েছি রবিবারের জন্য। রেমঁ সঙ্গে সঙ্গে বলল বান্ধবীকেও নিয়ে আসতে, ওর বন্ধুর স্ত্রী খুবই খুশি হবে কারণ তা হলে দলে একমাত্র মহিলা হয়ে তাকে থাকতে হবে না।

ফোন আমি তখনই ছাড়তে চাইছিলাম। কারণ টেলিফোনে ব্যক্তিগত কথা বলা মালিক পছন্দ করেন না। 'দাঁড়া ছাড়িস না। এ খবরটা তো আমি তোকে রাতেও দিতে পারতাম, অন্য কারণে আমি তোকে ফোন করেছি'। একদল আরব ওকে সারাদিন অনুসরণ করেছে। রেমঁ বলল। দলের মধ্যে ওই মেয়েটার ভাইটাও ছিল। 'যদি রাতে বাড়ি ফেরার সময় ওদের কাছাকাছি দেখিস, আমাকে জানাস'। আমি বললাম 'ঠিক আছে।'

একটু পরে মালিক আমাকে ডেকে পাঠালেন। ভয় হল কাজ না ক'রে ফোনে সময় নষ্ট করার জন্য বুঝি মালিক বকাবকি করবেন। না সে সব কিছু নয়। একটা নতুন পরিকল্পনা ওঁর মাথায় এসেছে। সেই সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চান যদিও এখনও এ বিষয়ে উনি কিছুই ঠিক করেননি। পারীতে একটা অফিস খুলবার কথা ভাবছেন উনি। সেখানকার বড়ো বড়ো সংস্থাগুলির সঙ্গে আমাদের যা কাজ হয় যাতে সেগুলি সেখানে বসেই তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়। জানতে চাইলেন আমি এই কাজটার জন্য পারী যেতে রাজি আছি কিনা। 'তোমার বয়স অল্প। পারী-তে থাকতে পারবে আর বছরের মধ্যে কিছু মাস ফ্রান্স-এ ঘুরতেও পারবে। আমার মনে হয় এ কাজ তোমার ভালই লাগবে। কি বল? আমি বললাম যেতে আমি রাজি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার কাছে পারী যাওয়া বা না যাওয়া দুইই সমান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

'তোমার জীবনে কি একটা পরিবর্তন আনতে চাও না?'

'আসলে— জীবনকে কখনওই বদলানো যায় না। সব জীবনই তুল্য-মূল্য। তা ছাড়া আমার এখনকার এই জীবন আমার কিছু খারাপ লাগছে না। আমার কথায় মালিক একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে হল। বললেন আমি সব সময় প্রশ্ন এড়িয়ে চলি। আমার কোনও উচ্চাশা নেই। কর্মক্ষেত্রে এইগুলি মহৎ দোষ। আমার টেবিলে ফিরে এলাম। মালিককে অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আমার 'জীবন পরিবর্তনের' কোনও কারণই আমি খুঁজে পেলাম না। ভাল ক'রে ভেবে দেখলে আমার এই জীবনে আমি অখুশি নই। ছাত্রাবস্থায় আমার অনেক 'উচ্চাশা' ছিল। কিন্তু যখন পড়াশুনা ছাড়তে হল বুঝলাম ও সবের কোনও মানেই হয় না।

সন্ধ্যেবেলায় মারী এল আমাকে নিতে। আমরা একসঙ্গে বেরোলাম। আমি ওকে বিয়ে করতে রাজি কিনা জিজ্ঞাসা করল। ও যদি সেরকমই চায় তবে ওকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই আমি বললাম। তখন ও জানতে চাইল আমি ওকে ভালবাসি কি না। আগে যেমন বলেছি আবারও বললাম আমার কাছে ঐ প্রশ্নের কোনও মানে নেই আর আমি নিশ্চিত জানি যে আমি ওকে ভালবাসি না। 'তবে বিয়ে করব কেন?' মারী বলল। ভালোবাসার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ওর যদি আমাকে বিয়ে করবার বাসনা থাকে তবে ওকে খুশি করবার জন্যই আমি বিয়ে করতে রাজি আছি। তা ছাড়া ও-ই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, আমি শুধু সম্মতি দিয়েছি।

'বিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'না' বললাম আমি। নির্বাক হয়ে মারী আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ও শুধু জানতে চায়, ও বলল— অপর কোনও মেয়ে, যার সঙ্গে আমার এই রকমই সম্পর্ক, আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি সে প্রস্তাব মেনে নেব কি না ?

'অবশ্যই' আমি বললাম।

'আমি জানি না আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি কিনা'। ও বলল। এ বিষয়ে আমারও কিছু জানা ছিল না। তাই আমি চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর মারী খুব নীচু স্বরে বলল 'তুমি মানুষটা অদ্ভুত। আর বোধ হয় সেই জন্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। হয়তো এই একই কারণে আমি তোমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠব।' আমার কিছু বলবার ছিল না, আমি চুপ ক'রে রইলাম। আমার হাতটা টেনে নিয়ে হেসে বলল ও আমাকেই বিয়ে করতে চায়। 'যখনই তুমি বলবে' আমি বললাম। এর পর আমি ওকে আমার বস্-এর প্রস্তাবের কথা বললাম। ওর পারী দেখবার খুব ইচ্ছা। আমি জানালাম এক সময়ে আমি পারী-তে কিছুকাল ছিলাম।

'কেমন শহর?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

' নোংরা, অজস্র পায়রা আর অন্ধকার চত্বরে ভরা। লোকগুলির গায়ের রং ফেকাশে সাদা।'

এর পর আমরা শহরের বড়ো রাস্তাগুলি ধরে অনেকক্ষণ হাঁটলাম। সুন্দর সুন্দর মেয়েদের দেখে আমি মারীকে জিজ্ঞাসা করলাম ও সেটা লক্ষ করেছে কিনা। 'হ্যাঁ দেখেছি' ও বলল 'আর তুমি কি বলতে চাইছ তা বুঝতে পারছি'। নিঃশব্দে হাঁটছিলাম। আরও কিছুক্ষণ ওর সঙ্গ পাবার জন্য আমি বললাম ও আমার সঙ্গে সেলেস্ত্-এর দোকানে খেতে যাবে কি না। ওর তো খুবই ইচ্ছে ছিল কিন্তু ওর কাজ আছে। বাড়ির কাছে এসে আমি বিদায় নিতে চাইলাম। আমার দিকে চেয়ে মারী বলল, 'আমার কী কাজ তুমি জানতে চাইলে না তো?' কৌতুহল আমার ছিল কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই নিয়ে মারী অনুযোগ করছে দেখে আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। আমার ঐ অবস্থা দেখে মারী হেসে, সারা শরীরে ঢেউ জাগিয়ে, আমার মুখের দিকে ওর ঠোঁট এগিয়ে দিল.....।

সেলেস্ত্-এর দোকানে খেতে গেলাম। খাওয়া শুরু ক'রে দিয়েছি, এমন সময়ে এক বিচিত্র ধরণের ছোট খাটো মহিলা রেস্তোরাঁয় ঢুকে আমার টেবিলের কাছে এসে বললেন 'এখানে বসতে পারি কি?' 'নিশ্চয়' আমি বললাম। মহিলার আপেলের মতো লাল ছোট্ট গোল মুখের মাঝে উজ্জ্বল দুই চোখ, চলাফেরার ধরণ কতকটা যান্ত্রিক। গায়ের কোটটা খুলে রেখে বসে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মেনু-কার্ডটা পড়তে লাগলেন। সেলেস্ত্-কে ডেকে উনি সবক'টি পদের অর্ডার এক সঙ্গে দিলেন খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে। প্রথম পদ আসার আগে উনি ব্যাগ থেকে এক টুক্‌রো কাগজ আর একটা পেন্সিল বার ক'রে খাবারের সব দামগুলি যোগ করলেন। পরে একটা বটুয়া থেকে টাকা বের ক'রে, একটু বক্‌শিশ সহ সঠিক দাম নিজের সামনে টেবিলের উপরে রাখলেন। এই সময়ে প্রথম পদ এল। উনি গোগ্রাসে সেটা খেলেন। পরের পদ আসার আগে উনি ব্যাগ থেকে একটা নীল পেন্‌সিল আর সাপ্তাহিক রেডিও প্রোগ্রামের একটা ম্যাগাজিন বার ক'রে খুব যত্নের সঙ্গে একটার পর একটা প্রায় সব প্রোগ্রামেই দাগ দিতে থাকলেন। দশ বারো পাতার পত্রিকাটি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন খেতে খেতে। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উনি তখনও ধৈর্য ধরে প্রতি পাতায় দাগ কেটে চলেছেন। খাওয়া শেষ করে উনি রোবট-এর মতো এক যান্ত্রিক ভঙ্গিতে উঠে কোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমার হাতে কোনও কাজ না থাকায় আমিও উঠে মহিলাকে অনুসরণ করলাম। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, নিশ্চিত পদক্ষেপে মহিলা চলতে লাগলেন, সোজা, এদিক ওদিক না তাকিয়ে। ওঁর ছোট্ট শরীরের তুলনায় উনি অবিশ্বাস্য গতিতে চলছিলেন। তাল রাখতে না পেরে আমি অল্পসময়েই ওঁকে হারিয়ে ফেললাম আর আমার নিজের পথে ফিরে এলাম। বেশ কিছুক্ষণ আমি এই অদ্ভুত মহিলার কথা ভাবছিলাম। অবশ্য খুব শিগ্‌গির সব ভুলেও গিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘরে ঢুকবার মুখে বুড়ো সালামানো-র সঙ্গে দেখা হল। আমি ওকে ভিতরে আসতে বললাম। আমাকে বলল ওর কুকুরটা হারিয়েই গেছে কারণ খোঁয়াড়ে ওকে পাওয়া যায় নি। ওখানকার কর্মচারীরা বলেছে সম্ভবত কুকুরটা গাড়ি চাপা পড়েছে। থানায় গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তারা বলেছে এ সব খবর পুলিশ রাখে না কারণ এ রকম হামেশাই হচ্ছে। আমি সালামানোকে বললাম সে এখন একটা অন্য কুকুর পুষতে পারে কিন্তু সেটা এক ব্যাপার হবে না সালামানো বলল। এই কুকুরটাতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিকই বলেছে সালামানো।

আমি খাটের উপর পা তুলে হাঁটু মুড়ে বসে ছিলাম আর সালামানো আমার দিকে মুখ ক'রে টেবিলের সামনের চেয়ারটায় হাঁটুর ওপর হাত দুটি রেখে বসেছিল। পুরোনো কম্বলের টুপিটা ওর মাথায় ছিল। মাঝে মাঝে ওর কথার শেষ শব্দগুলি ওর হলদেটে গোঁফের নিচে হারিয়ে যাচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে কি ওর সঙ্গ আমার একটু বিরক্তিকর-ই লাগছিল। কিন্তু আমার অন্য কিছু করার ছিল না আর ঘুমও পাচ্ছিল না। কথা চালিয়ে যাবার জন্য আমি ওর কুকুরের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। ওর স্ত্রী মারা যাবার পর ও কুকুরটাকে পুষেছিল। ও বিয়ে করেছিল বেশ বেশি বয়সে। যৌবনে থিয়েটারের সখ ছিল। যখন সেনাদলে ছিল তখন প্রায়ই দলের থিয়েটারে অভিনয় করত। কিন্তু শেষমেষ ও রেল বিভাগে যোগ দেয়। এ নিয়ে ওর ক্ষোভ নেই কারণ এখন ও মোটামুটি ভালই পেন্সন পাচ্ছে। স্ত্রীর সঙ্গে ভাল বনিবনা ছিল না তবে দু'জনে দু'জনকে মানিয়ে নিয়েছিল। স্ত্রী মারা যাবার পর খুব একা একা লাগছিল। তখন অফিসের এক সহকর্মীর কাছ খুব বাচ্চা অবস্থায় কুকুরটিকে চেয়ে নিয়ে আসে। তখন ওকে বোতলে দুধ খাওয়াতে হত। কিন্তু কুকুরের তো অনেক কম আয়ু তাই শেষ পর্য্যন্ত দু'জনে এক সঙ্গেই বুড়ো হয়েছে। 'কুকুরটা বদমেজাজী ছিল। আমার সঙ্গে প্রায়ই লাগত। কিন্তু তা হলেও ও খারাপ ছিল না'। 'ভালো জাতের কুকুর ছিল।' আমি বললাম। সালামানো খুব খুশি। 'আপনি তো ওকে অসুখের আগে দেখেননি। খুব সুন্দর লোমে ভরা ছিল ওর শরীর।' চর্মরোগ হবার পর থেকে রোজ সকালে বিকেলে মলম মালিশ করেছে সালামানো। ওর আসল রোগ ছিল বার্দ্ধক্য এবং তার কোনও চিকিৎসা নেই। সালামানো বলল।

এই সময় আমি একটা হাই তুললাম, বুড়ো বলল ও এখন উঠবে। আমি বাধা দিলাম। আরো বললাম ওর কুকুরের ঘটনায় আমি খুবই দুঃখিত। আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বুড়ো জানালো আমার মা কুকুরটিকে খুব ভালবাসতেন। 'আপনার দুঃখিনী জননী' ও বলেছিল আমার মায়ের কথা বলতে গিয়ে। ওর কথায় প্রকাশ পেল যে ও ভাবছে মায়ের মৃত্যু আমাকে খুবই শোকাহত করেছে। আমি কোনও জবাব দিলাম না দেখে বুড়ো একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত ভাবে ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল ও জানে আমার মাকে আশ্রমে দেওয়াতে আমার প্রতিবেশীরা আমাকে ভুল বুঝেছে। এবং জানে আমার মাকে আমি খুবই ভালবাসতাম। আমি বললাম— কেন বললাম আমি এখনও জানি না— আমার মাকে আশ্রমে দেওয়াতে আমার প্রতিবেশীরা আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করেছেন এ কথা আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমার কাছে মাকে আশ্রমে দেওয়াটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল কারণ বাড়িতে রেখে মায়ের দেখাশুনা করবার জন্য লোক রাখার মতো যথেষ্ট পয়সা আমার ছিল না। 'তা ছাড়া' আমি বললাম 'বহুদিন ধরেই মা আমার সঙ্গে কোনও কথাই বলতেন না এবং আমি দেখছিলাম একা একা থাকা মায়ের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছে।' ও ব'লল 'ঠিক কথা। আশ্রমে অন্তত সমবয়সী সঙ্গী পাওয়া যায়।' সালামানো উঠল। শুতে যাবে এখন। ওর জীবনে একটা পরিবর্তন এসেছে এবং ও জানে না ও কী করবে এখন। এই বলে, সঙ্কোচের সঙ্গে, করমর্দনের জন্য ওর হাত আমার দিকে বাড়াল— এই প্রথম, যবে থেকে আমাদের পরিচয়। ওর হাতের খসখসে শক্ত কড়া গুলি আমি আমার হাতের মধ্যে অনুভব করলাম। একটু হেসে যাবার আগে বলল, 'আশা করি আজ রাতে আর কুকুরেরা ডাকবে না। আওয়াজ শুনলেই মনে হয় আমার কুকুর চিৎকার করছে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৬

রবিবার ঘুম ভেঙে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আর ঘুম ভাঙল মারীর ডাকাডাকি আর ঠেলাঠেলিতে। আমরা না খেয়েই বেরোলাম কারণ আমরা তাড়াতাড়ি স্নানে যাব ঠিক করেছিলাম। আমার খুব দুর্বল লাগছিল আর মাথা অল্প ধরে ছিল। সিগারেটটা মুখে তেতো লাগছিল, মারী ঠাট্টা ক'রে বলল আমার শ্মশান যাত্রীর চেহারা হয়েছে। সাদা সুতীর পোষাকে, খোলা চুলে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, সে কথা বলাতে ও খুশিতে ডগমগ।

নামতে নামতে আমরা রেমঁর দরজায় ধাক্কা দিলাম। রেমঁ জবাব দিল ও নামছে। রাস্তায় বেরিয়ে, ক্লান্তির দরুণ, আর সকালে জানালার খড়খড়িগুলি না খোলায় ঘর অন্ধকার থাকার দরুণ, বেশ গড়িয়ে যাওয়া বেলার রোদ আমাকে যেন এক চড় কষাল। মারী ফুর্তিতে লাফাচ্ছিল আর বারবার বলছিল দিনটা খুব সুন্দর। আমি একটু ভালো বোধ করছিলাম আর টের পেলাম আমার খিদে পেয়েছে। মারীকে একথা বলতে ও কানই দিল না বরঞ্চ আমাকে ওর হাতের অয়েলক্লথের থলিটা দেখাল যার মধ্যে আমাদের দুজনের স্নানের পোষাক আর একটা তোয়ালে রয়েছে। অগত্যা অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও গতি রইল না। রেমঁ-র দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। নীল প্যান্ট ও হাতকাটা সাদা জামা পরে ও নিচে নেমে এল। মাথায় খড়ের টুপিটা দেখে মারী খুব হাসছিল। হাতের খোলা অংশ কালো লোমের নিচে বিশ্রীভাবে সাদা দেখাচ্ছিল। নামার সময় ও খুশিতে শিষ দিচ্ছিল। আমাকে বলল 'কি রে! কি খবর?' আর মারীকে 'সুপ্রভাত মাদামোয়াজেল'।

গত রাতে আমি রেমঁ-র সঙ্গে থানায় গিয়েছিলাম। ওর হয়ে সাক্ষি দিয়ে বলেছি যে মেয়েটি ওর সঙ্গে 'প্রতারণা' করেছে। রেমঁ-কে হুঁশিয়ারি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার জবানি পরখ করা হয়নি। দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে আমি আর রেমঁ এই বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম ও পরে বাস ধরা ঠিক করলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সমুদ্রতীর যদিও খুব দূরে নয় তবু বাসে গেলে তাড়াতাড়ি হবে। রেমঁর ধারণা আমাদের একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে দেখলে ওর বন্ধু খুশিই হবে। আমরা এগোচ্ছি, এমন সময় চকিতে রেমঁ আমাকে সামনে দেখতে ইশারা করল। দেখি উল্টো দিকে তামাকের দোকানের জানলার সামনে একদল আরব দাঁড়িয়ে চুপচাপ আমাদের লক্ষ করছে— এক বিশেষ ধরণে— যেমনটি এরা ক'রে থাকে, যেন কোনও গাছ বা পাথরের দিকে চেয়ে আছে। রেমঁ বলল বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় হল 'সেই ছেলেটি'। রেমঁকে একটু উদ্বিগ্ন মনে হল, যাই হোক, সমস্ত ব্যাপারটার ইতি হয়ে গেছে, ও আমাকে আশ্বস্ত করল। মারী আমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না তাই জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে। আমি মারীকে বললাম ওই আরবের দল কোনও কারণে রেমঁ-র উপর রেগে আছে। মারী বলল আমাদের তক্‌খুনি ওখান থেকে সরে পড়া উচিত। রেমঁ প্রথমটা বুক চিতিয়ে দাঁড়াল, পরে হেসে বলল আমাদের একটু তাড়াতাড়ি করাই দরকার।

আমরা একটু দূরের বাসস্টপের দিকে এগোলাম। রেমঁ বলল আরবরা আমাদের অনুসরণ করছে না। আমি ঘুরে দেখলাম। ওরা তখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে, আমরা যে জায়গাটা ছেড়ে চলে এসেছি সেই দিকে, আগের মতোই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আমরা বাস ধরলাম। রেমঁকে অনেক হাল্কা দেখাচ্ছিল। ও সমানে মারীর সঙ্গে মস্করা করছিল। মনে হল মারীকে ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। মারী অবশ্য ওকে বেশি পাত্তা দিচ্ছিল না, শুধু মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

আলজের-এর শহরতলিতে আমরা বাস থেকে নামলাম। বেলাভূমি বাসস্টপ থেকে দূরে নয়। কিন্তু আমাদের একটু হাঁটতে হল। মালভূমির মতো কিছুটা উঁচু জমি, যেখান থেকে সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ ঢালু হয়ে তটের দিকে নেমে গেছে। আকাশের নীলে বেলা বাড়ার সাথে সাথে এক তীব্রতা এসেছে। আর সেই ঘন নীল আকাশের পটভূমিতে হলদেটে পাথর আর সাদা জংলি লিলি ফুলে মাঠটা ভরা। মারী হাতের ব্যাগটা জোরে দুলিয়ে ফুলের পাঁপড়িগুলি চারধারে ছড়িয়ে ফেলে মজা করছিল। দু'পাশে ছোট ছোট 'ভিলা'র মধ্য দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। বাড়িগুলি কোনওটি সবুজ, কোনওটি বা সাদা বেড়া দিয়ে ঘেরা। কোনও কোনও বাড়ির বারান্দা লতাগুল্‌মের আড়ালে ঢাকা, আবার অন্য কতগুলি নগ্ন পাথুরে পরিবেশে। মালভূমির প্রান্তে পৌঁছবার আগেই দূর থেকে সমুদ্র দেখা গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় শান্ত নিঃস্তরঙ্গ জল। বহুদূরে পরিষ্কার জলের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল ঘুমন্ত ডাঙাজমি। এই নিঃস্তব্ধ পরিবেশে একটা ক্ষীণ এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছিল। চেয়ে দেখি বহুদূরে একটা ছোট মাছ ধরা লঞ্চ দীপ্তোজ্জ্বল জলের উপর দিয়ে— এক অবোধ্য— শ্লথগতিতে চলেছে। মারী কিছু পাহাড়ি ফুল সংগ্রহ করেছিল। যে উৎরাই-এর রাস্তাটা সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে সেখান থেকে তাকিয়ে দেখি কিছু স্নানার্থী ইতিমধ্যেই নিচে জড়ো হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেমঁ-র বন্ধুর কুটিরটি কাঠের, বেলাভূমির একপ্রান্তে। বাড়ির পিছনে পাহাড়ের দেওয়াল আর সামনে যে থামগুলির উপর বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে সেগুলিতে সমুদ্রের জল এসে আছড়ে পড়ছে। রেমঁ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। ওর বন্ধুর নাম মাসঁ। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা। ওর স্ত্রী ছোট খাট, গোলগাল শান্ত চেহারার ভদ্রমহিলা, কথায় পারী-র টান। ওর বাড়িতে স্বাগত জানিয়ে মাসঁ আমাদের স্বচ্ছন্দ হতে বলল। সকালে উঠেই ও মাছ ধরতে বেড়িয়েছিল তাই আজ দুপুরে মাছ ভাজার আয়োজন আছে বলল ও। আমি বললাম ওর বাড়িটা সত্যিই খুব সুন্দর। ও বলল শনি, রবিবার ও অন্য সমস্ত ছুটির দিনে এখানে আসে। 'অবশ্যই আমার স্ত্রীর সঙ্গে, ওর সাথে আমার খুব মনের মিল আছে' মাসঁ যোগ করল। শুনে ওর স্ত্রী আর মারী হাসছিল। সম্ভবত এই প্রথম আমার মাথায় সত্যিই বিয়ে করার চিন্তা হল।

মাসঁ স্নানে যেতে চাইল কিন্তু ওর স্ত্রী আর রেমঁর এখুনি যাবার ইচ্ছে নেই। আমরা তিনজন জলের দিকে নামলাম। মারী সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপ দিল। আমি আর মাসঁ একটু অপেক্ষা করলাম। মাসঁ ধীরে ধীরে কথা বলে আর সব কথার শেষেই বলে 'আর তা ছাড়া' যদিও শেষ পর্যন্ত নতুন কোনও অর্থই যোগ করে না। মারী-র সম্বন্ধে ও বলল 'উনি খুবই সুন্দরী আর তা ছাড়া উনি অত্যন্ত সুশ্রী।' এর পরে আমি আর ঐ মুদ্রাদোষের দিকে মন দিচ্ছিলাম না কারণ আমি লক্ষ করছিলাম এই সকালের রোদে আমি বেশ ভালো বোধ করছি। বালি গরম হয়ে উঠে পায়ের তলা তাতিয়ে দিচ্ছে। জলে নামবার ইচ্ছেটাকে আরো কিছুক্ষণ রুখে রেখে শেষমেষ আমি বললাম, 'নামা যাক্?' আমি ঝাঁপ দিলাম। মাসঁ আস্তে হেঁটে এগোল, যখন আর পায়ের তলায় মাটি পেল না তখন সাঁতরাতে শুরু করল। ও বুক সাঁতারে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল, আমি ওকে ছাড়িয়ে গিয়ে মারীকে ধরলাম। জল ঠান্ডা ছিল, খুব আরাম বোধ করছিলাম। আমরা দু'জন পাশাপাশি সাঁতার কাটছিলাম। আমাদের গতিভঙ্গী একই তালে চলছিল আর মনে হয় মনের ভাবও ছিল একই সুরে বাঁধা। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা অত্যন্ত উপভোগ করছিলাম।

জলের ভিতর অনেকটা এগিয়ে গিয়ে আমরা চিৎ সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। আকাশের দিকে ফেরানো আমার মুখ থেকে— ঠোঁট ও গালের উপর গড়ানো— জলের পর্দা রোদ শুষে নিচ্ছিল। মাসঁ তীরে উঠে শুয়ে পড়ল। দূর থেকে ওকে বিশাল দেখাচ্ছিল। মারী চাইল আমরা দু'জনে একসঙ্গে সাঁতার কাটি। আমি পিছন থেকে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম, ও হাত ঝাঁপিয়ে সামনে এগোতে থাকল আর আমি আমার পা দাপিয়ে ওর সঙ্গে তাল রাখতে থাকলাম। আমরা বহুক্ষণ সাঁতরালাম, হাত পা দাপানোর এই ছোট ছোট শব্দগুলি আমার কানের মধ্যে এতক্ষণ ঘুরতে লাগল যে আমি শান্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে মারীকে ছেড়ে আমি ডাঙার দিকে ফিরলাম, স্বাভাবিকভাবে বড় বড় দম নিয়ে সাঁতার কেটে।

www.BanglaBook.org

তীরে উঠে বালিতে মুখ গুঁজে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম মাসঁ-র পাশ দিয়ে। 'দারুণ'! আমি মাসঁ-কে বললাম। 'যা বলেছ!' ও আমার সঙ্গে একমত। একটু পরে মারী এল। আমি মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখলাম। সারা শরীর নোনা জলে ভরা, চুলটা পিছনে বাঁধা। ও এসে আমার পাশে গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। রোদের তাপ আর ওর গায়ের গরম দু'য়ে মিলে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।....

মারী আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বলল মাসঁ ফিরে গেছে, দুপুরের খাবার সময় হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে যাবার জন্য এগোলাম, কারণ আমার খিদে পেয়েছিল। মারী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমি সকাল থেকে ওকে চুমু খাইনি। সে কথা ঠিক, যদিও আমার কয়েকবার সে ইচ্ছে হয়েছিল। 'চলো জলের ভিতর যাই' ও বলল। আমরা দৌড়ে জলে নেমে প্রথমে অগভীর জলে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম। পরে সাঁতার কেটে একটু এগিয়ে যেতে মারী আমাকে জাপ্‌টে ধরল। ওর পা দুটো দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরল, আমার সারা শরীর শিউরে উঠল।

আমরা যখন ফিরে এলাম মাসঁ আমাদের ডাকতে বেরোচ্ছে। আমি বললাম আমার খুব খিদে পেয়েছে, মাসঁ সঙ্গে সঙ্গে ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল আমাকে ওর ভালো লেগেছে। রুটি সুস্বাদু ছিল, আমার ভাগের মাছ আমি দ্রুত শেষ করলাম। এর পর ছিল মাংস আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আমরা সকলেই নিঃশব্দে খেতে থাকলাম। মাসঁ খুব মদ খাচ্ছিল আর ঘন ঘন আমার গ্লাস ভরে দিচ্ছিল। যখন কফি এল তখন আমার মাথা বেশ ভারি হয়ে গেছে আর আমি একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি। মাসঁ, রেমঁ আর আমি তিন জনে ঠিক করলাম অগাষ্ট মাসটা আমরা খরচ ভাগাভাগি ক'রে সমুদ্রতীরের এই কুটিরে কাটাব। হঠাৎ মারী বলে উঠল 'তোমরা কি জানো এখন ক'টা বেজেছে? মাত্র সাড়ে এগারোটা'। আমরা সকলেই খুব অবাক হলাম। মাসঁ বলল আমরা একটু তাড়াতাড়ি খেয়েছি বটে, কিন্তু এতে কোনও দোষ নেই কারণ যখন খিদে পাবে তখনই 'লাঞ্চ'-এর সঠিক সময়। জানিনা কেন, মারী একথা শুনে খুব হাসতে লাগল। বোধ হয় একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিল। মাসঁ জিজ্ঞাসা করল আমি ওর সঙ্গে সমুদ্রতীরে হাঁটতে যেতে রাজি আছি কিনা। 'আমার স্ত্রী খাওয়ার পরে একটু গড়িয়ে নেন। আমি তা পছন্দ করি না, আমার হাঁটা চাই। আমি ওঁকে সব সময়ই বলি স্বাস্থ্যের পক্ষে এটাই ভালো। অবশ্য ওঁর নিজস্ব মতামতে ওঁর অধিকার নিশ্চয়ই আছে।' মারী বলল ও মাদাম মাসঁ-কে বাসন ধোয়ার কাজে সাহায্য করার জন্য থাকবে। আমাদের ছোট্ট পারীসিয়েন ভদ্রমহিলা বললেন যে ক্ষেত্রে পুরুষদের আগে বাড়ি থেকে বার ক'রে দেওয়া দরকার। আমরা তিনজন নিচে নেমে বাইরে গেলাম।

বালির ওপর রোদ্দুর প্রায় খাড়াভাবে পড়ছিল আর জলের ওপর থেকে তার চোখ ধাঁধানো প্রতিফলন অসহ্য লাগছিল। 'বিচ'-এ লোকজন নেই। সমুদ্রতীরের পাহাড়ের ওপরের বাংলোগুলি থেকে ছুরি, কাঁটা, প্লেট-এর শব্দ আসছে। পায়ের

www.BanglaBook.org

তলায় পাথর থেকে গরম হাওয়া উঠে দম প্রায় বন্ধ ক'রে দিচ্ছিল। শুরুতে রেমঁ ও মাসঁ আমার অজানা লোকজন ও বিষয় সম্বন্ধে কথা বলছিল। বুঝতে পারলাম ওরা বহুদিন থেকে একে অপরকে জানে। এমনকি কিছুকাল এক সঙ্গে থেকেছে। আমরা জলের দিকে এগিয়ে গিয়ে পাড় ধরে হাঁটতে থাকলাম। মাঝে মাঝে এক একটা বড়ো ঢেউ এসে আমাদের ক্যাম্বিসের জুতোগুলি ভিজিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কিছু চিন্তা করার মতো অবস্থা আমার ছিল না কারণ আমার খালি মাথার উপর রোদের তাপে আমি প্রায় আধঘুমন্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এই সময়ে রেমঁ মাসঁ-কে কিছু বলল, আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। ঠিক তখনই— আমাদের থেকে অনেক দূরে— নীল 'ওভারঅল' পরা দু'জন আরবকে বেলাভূমির অপর প্রান্ত থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলাম। আমি রেমঁ-র দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে ও বলল 'সেই ছেলেটা'। আমরা যেমন হাঁটছিলাম, হাঁটতে থাকলাম। মাসঁ ভেবেই পাচ্ছিল না ওরা এতদূর পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করল কি ভাবে। আমার মনে পড়ল যে ওরা স্নানের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে আমাদের বাসে উঠতে দেখেছে কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

আরব দু'জন আস্তে হাঁটছিল, আমরাও আমাদের চলার গতি বদলাইনি, এতক্ষণে ওরা অনেক কাছে এসে গেছে। রেমঁ মাসঁ-কে বলল 'যদি গণ্ডগোল বাধে তুই দ্বিতীয় ছেলেটাকে সামলাবি আর আমি— যে ব্যাটা আমার পেছনে লেগেছে — তাকে শায়েস্তা করব। আর তুই ম্যোরস', যদি আর কেউ ওদের দলের এসে পড়ে, তুই তাকে সামলাবি।'

'ঠিক আছে' আমি বললাম। মাসঁ পকেটে হাত ঢোকাল। গরমে বালি তেতে লাল। আমরা দু'দলই সমান তালে হাঁটছিলাম, আমাদের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছিল। যখন আমরা ওদের থেকে কয়েক পায়ের মধ্যে আরবরা থামল। মাসঁ আর আমি আমাদের গতি কমিয়ে দিলাম। রেমঁ সোজা এগিয়ে গেল ওই ছেলেটার দিকে। রেমঁ কি বলল শোনা গেল না। ছেলেটা রেমঁ-র বুকে গুঁতো দেবার ভঙ্গিতে মাথাটা নিচু করল। রেমঁ সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি চালাল আর চেঁচিয়ে মাসঁ-কে ডাকল। মাসঁ এগিয়ে গিয়ে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে দ্বিতীয় ছেলেটাকে দুই ঘুষি দিল। ছেলেটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ঐ ভাবেই পড়ে রইল। মুখ থেকে বুড়বুড়ি বেরিয়ে মাথার পাশ দিয়ে ওপরে উঠে আসছিল। রেমঁ-ও অন্য ছেলেটাকে খুব মারছিল, ওর মুখ রক্তে ভরে গিয়েছিল। রেমঁ আমার দিকে ফিরে ব'লল 'দেখ্ এর কি হাল করি।' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম 'সাবধান! ওর হাতে ছুরি!' কিন্তু ততক্ষণে ছেলেটা রেমঁর হাতে আর মুখে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে।

মাসঁ লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। অন্য ছেলেটা জল থেকে উঠে অস্ত্রধারী ছেলেটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। আমরা নড়তে সাহস পেলাম না। ছুরি উঁচিয়ে রেখে, আমাদের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে ছেলে দুটো আস্তে আস্তে পেছনে

www.BanglaBook.org

হাঁটল। অনেকটা যাবার পর ওরা পেছনে ফিরে দৌড় লাগাল। আমরা রোদের মধ্যে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। রেমঁ কনুইয়ের ওপর শক্ত ক'রে চেপে রইল ওর রক্তঝরা হাতটা।

মার্সঁ বলল যে একজন ডাক্তারকে ও জানে যে রবিবারগুলি এখানে কাটায়। রেমঁ তখনি সেখানে যেতে চাইল। কথা বলবার সময় ওর ঠোঁটের কাটা জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়ে বুদ্বুদের সৃষ্টি করছিল। আমরা দু'জনে ওকে ধরে যত শীঘ্র সম্ভব বাংলোয় নিয়ে এলাম। বাড়ি পৌঁছে রেমঁ বলল ওর আঘাত তত গভীর মনে হচ্ছে না এবং ও হেঁটেই ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারবে। মার্সঁ-র সঙ্গে রেমঁ চলে গেলে আমি ঘটনাটা কি ঘটেছে মেয়েদের বোঝাবার জন্য রয়ে গেলাম। সব শুনে মাদাম মাঁস কাঁদতে শুরু করলেন। মারীর মুখ ফেকাশে হয়ে গেছে। আমার খুবই অস্বস্তি লাগছিল। অবশেষে আমি চুপ ক'রে গেলাম ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সিগারেট খেতে থাকলাম।

বেলা দেড়টা নাগাদ মার্সঁ-র সঙ্গে রেমঁ ফিরল। ওর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও ঠোঁটের উপর স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। ডাক্তার ক্ষত দেখে বলেছেন বিশেষ গুরুতর নয়। কিন্তু রেমঁ কে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। মার্সঁ ওকে হাসাবার চেষ্টা ক'রে বিফল হল। একটু পরে ও বলল যে ও নিচে যাবে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় ও বলল 'একটু হাওয়া খেতে'। আমরা— মার্সঁ ও আমি— বললাম ওর সঙ্গে যাব। ও রেগে গিয়ে চেঁচামেচি করল এবং আমাদের গালি দিল। মার্সঁ বলল ওর সঙ্গে তর্ক ক'রে লাভ নেই। আমি তবুও ওর পেছনে পেছন গেলাম।

অনেকক্ষণ আমরা পাড় ধরে হাঁটলাম। রোদের চাপ এখন অসহ্য। রোদের হলকা যেন আগুনের ফুলকির মতো টুকরো টুকরো হয়ে সাগরের জলে আর বালির উপর ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার মনে হয়েছিল রেমঁ জানে ওকোথায় যাচ্ছে কিন্তু আমার এ অনুমান ঠিক ছিল না। বেলাভূমির শেষ প্রান্তে একটা ছোট জলাধারার কাছে পৌঁছলাম। ধারাটি একটি বড়ো টিলার পাশ দিয়ে বেরিয়ে বালির মধ্যে পথ কেটে সাগরে এসে পড়েছে। এই খানে আমরা আরব দু'জনকে আবার দেখতে পেলাম। ওরা বালিতে শুয়ে ছিল। পরনে সেই নীল রঙের তেলকালি মাখা ওভারল। ওদের মুখের চেহারা শান্ত— যেন পরিতৃপ্ত। আমাদের দেখে ওদের কোন ভাবান্তর হল না। যে ছেলেটা ছুরি মেরেছিল সে রেমঁ-র দিকে নীরবে চেয়ে রইল। অন্য ছেলেটি ওর চোখের কোণ থেকে আমাদের লক্ষ করছিল আর একটা ছোট শরের বাঁশী— যা থেকে মাত্র তিনটি সুর বার হয়— ক্রমাগত বাজিয়ে যাচ্ছিল।

এতক্ষণ— শুধু রোদ আর নৈঃশব্দকে ভঙ্গ করা তিরতির জলের ধারা আর বাঁশির তিনটি সুর। রেমঁ ওর পকেটে রিভালবারে হাত দিল। ওরা একটুও নড়ল না শুধু আমাদের লক্ষ করতে লাগল। যে ছেলেটা বাঁশী বাজাচ্ছিল আমার নজর

www.BanglaBook.org

পড়ল তার পায়ের দিকে। আঙ্গুলগুলি বিসদৃশ ভাবে ছেৎড়ানো। ছেলেটির ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে রেমঁ ব'লল 'নামিয়ে দি'? যদি আমি 'না' বলি তবে ও রেগেমেগে গুলি ছুঁড়ি বসবে। তাই আমি বললাম 'ও তো তোর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি এ ভাবে হঠাৎ গুলি মারা ওর প্রতি অবিচার করা হবে।' আবার কিছুক্ষণ নীরবতা এবং প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বাঁশীর তিনটি সুর ও জলের ধারার শব্দ।

'তো আমি ওকে গালি দিই, ও জবাব দিলে গুলি চালাব কি বলিস?'

'হ্যাঁ, তবে ও ছুরি না বার ক'রলে গুলি করা উচিৎ হবে না।' রেমঁ ক্রমশ অধীর হয়ে উঠছে। বাঁশী বাজানেওয়ালা বাজিয়েই চলেছে আর দু'জনেই রেমঁ-র প্রতিটি গতিবিধি নজর করছে।

'না বরঞ্চ রিভালবারটা তুই আমার হাতে দে আর ওর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই কর। যদি অন্য ছেলেটা বেগড়বাঁই করে অথবা এই ছেলেটা ছুরি বার করে তখন আমি গুলি চালাব।'

যখন রেমঁ আমাকে দিল রিভাল্‌বারটা সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিল। কিন্তু আমরা সকলেই যে যার জায়গায় স্থির হয়ে রইলাম যেন আমরা চার দিক থেকে আটকা পড়েছি। চোখ না নামিয়ে একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলাম। যেন এখানে এই সমুদ্র, বালি আর রোদের পৃথিবী— বাঁশি আর জলের ধারা দুই নৈঃশব্দ্যের মাঝে— থেমে গেছে। আমার হঠাৎ মনে হল গুলি চালানো বা না চালানো একই কথা। অকস্মাৎ দেখি আরবরা আর নেই। পিছু হটে, টিলার পিছনে কখন মিলিয়ে গেছে। রেমঁ আর আমি যে পথে এসেছিলাম সেই পথে ফিরলাম। ওর মেজাজ এখন অনেকটা ভাল, ফেরার বাস ধরার কথা আলোচনা করছিল।

কুটির পর্যন্ত আমি ওর সঙ্গে গেলাম। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে রেমঁ তরতর করে উঠে গেল। আমি প্রথম ধাপের উপরই দাঁড়িয়ে রইলাম। রোদের তাপের পরিণামে মাথা দপ্‌দপ্‌ করছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার পরিশ্রম করার বা ওপরে গিয়ে মেয়েদের সামনাসামনি হওয়ার কোনও ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু গরম এত প্রচণ্ড যে ওখানে ঐ চোখ ধাঁধানো রোদের প্লাবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব ছিল। দাঁড়িয়ে থাকা বা চলা দুইই সমান। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি 'সি-বিচ্‌'এর দিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম।

চারিদিকে গরমের হলকা ফেটে পড়েছে। সাগর তার দ্রুত ও রুদ্ধ শ্বাস প্রশ্বাসের ছোট ছোট তরঙ্গগুলি বালির ওপর ফেলছে। আমি আস্তে আস্তে টিলাটির দিকে হাঁটতে থাকলাম। সূর্যতাপে আমার কপাল ফুলে গেছে মনে হচ্ছিল। এই তাপ আমার উপর এত চাপ দিচ্ছিল যে আমি আর এগোতে পারছিলাম না, এবং যতবারই গরম হাওয়ার ঝাপটা আমার মুখের উপর লাগছিল আমি দাঁতে দাঁত চেপে পকেটের মধ্যে মুঠিটাকে শক্ত করছিলাম। এই রৌদ্রতাপ আমার মধ্যে এক

www.BanglaBook.org

তামসিক বিমূঢ়তা এনে দিচ্ছিল। আর এর বিরুদ্ধে যুঝবার জন্য শরীরের সমস্ত শক্তিকে একত্র ক'রে তুলছিলাম। বালির মধ্যে কোনও কাঁচের টুকরো বা সাদা ঝিনুকের ওপর থেকে আলোর প্রতিফলন আমার চোখে তীরের মতো বিঁধছিল আর প্রতিবার আমার চোয়ালের হাড় শক্ত হচ্ছিল। আমি বহুক্ষণ হেঁটেছিলাম।

দূরে সেই টিলাটা দেখতে পেলাম। চোখ ধাঁধানো আলো আর সাগরের জলের কুয়াশায় আবৃত। টিলাটির পিছনে ঠান্ডা জলধারাটির কথা আমি ভাবছিলাম। জলের কলধ্বনি শোনার ইচ্ছে হল আমার। পালাবার ইচ্ছে হল আমার— এই রোদের তাপ, এই স্নায়বিক চাপ, মেয়েদের কান্না, সব কিছু থেকে পালিয়ে যেখানে ঠান্ডা ছায়া, বিশ্রান্তি আছে সেখানে যাবার ইচ্ছা হল। কিন্তু যখন আমি আরও কাছে গেলাম দেখি সেই আরব ছেলেটি— যে রেমঁকে মেরেছিল, আবার এসেছে।

ছেলেটি একাই ছিল। চিৎ হয়ে মাথার নিচে হাত দিয়ে শুয়েছিল। মুখটা পাহাড়ের ছায়ার আড়ালে, বাকী শরীরটা রোদে। রোদের তাপে পরনের 'ওভারল'-টা থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছিল। আমি একটু চমকে উঠলাম। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটার উপর যবনিকা টানা হয়ে গেছে এবং এখানে আসার সময়ে এ বিষয়ে কোনও চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।

আমাকে দেখে ছেলেটা একটু মাথা তুলল আর পকেটে হাত ঢোকাল। আমি ও সঙ্গত কারণে কোটের পকেটে রেমঁ-র রিভালবারটা শক্ত ক'রে ধরলাম। আরবটা আবার আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল, কিন্তু পকেট থেকে হাত সরাল না। আমি যথেষ্ট দূরে ছিলাম, প্রায় দশ মিটার হবে। মাঝে মাঝে ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম— আধবোজা চোখের পাতার ভিতর থেকে ওর চোখ দুটো— কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই ওর চেহারা ঝাপসা হয়ে আমার চোখের সামনে গরম হাওয়ায় কাঁপছিল। এখন ঢেউয়ের শব্দ আরও মন্থরগতি আরও কমজোর। কিন্তু সেই একই সূর্য তার একই তাপ একই বালির উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে যা এই টিলা পর্যন্ত এসে পড়েছে। গত দু' ঘন্টা ধরে দিন আর এগোয়নি, দু' ঘন্টা ধ'রে দিন যেন গলিত ধাতুর সমুদ্রে নোঙর গেড়ে বসে আছে। দিগন্তে একটা ছোট স্টীমার যাচ্ছিল— আমি চোখের কোণ থেকে শুধু একটি কালো ছায়া জলের উপর ভেসে যেতে দেখলাম— কারণ আরবটির উপর থেকে আমি দৃষ্টি সরাইনি।

ভেবে দেখলাম যে আমি যদি শুধু পিছন ফিরে হাঁটা লাগাই তা' হলেই সমস্ত ব্যাপারটার এইখানেই সমাপ্তি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রচণ্ড রোদে ভরা সমস্ত সমুদ্রতীর আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা মারছিল। আমি জলস্রোতের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। ছেলেটি স্থির রইল। যতোই হোক ও এখনও আমার থেকে অনেকটা দূরে। ছেলেটির মুখের উপর ছায়া। বোধহয় সেই জন্য দূর থেকে ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও হাসছে। আমি অপেক্ষা করলাম। রোদের তাপে আমার মুখ জ্বালা করতে লাগল আর টের পেলাম আমার ভুরুর উপর ঘাম জমা হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে—ই রোদের তাপ— আমার মায়ের সমাধির দিন যেমন ছিল— এবং সেই রকমই কপাল ব্যাথা করছিল আর মাথার সমস্ত শিরা দপ্‌দপ্‌ করছিল। আমি আর সহ্য করতে না পেরে এক পা এগোলাম। আমি জানতাম এটা অত্যন্ত বোকামি, এক পা এগিয়ে রোদের হাত থেকে আমি কোনো মতেই রেহাই পাবোনা। কিন্তু আমি এগোলাম— মাত্র এক পা এগোলাম। এই বারে আরব ছেলেটি— শোওয়া অবস্থাতেই ছুরিটা বার ক'রে রোদের মধ্যে আমার সামনে ধরল! ইস্পাত থেকে আলো ঠিকরে উঠল, একটা লম্বা আলোর ফলা আমার কপালে এসে বিঁধল! একই সঙ্গে আমার ভুরুর'পর জমা হওয়া ঘাম গড়িয়ে আমার চোখের পাতার উপর পড়ে এক পুরু, গরম আবরণে ঢেকে দিল। এই নোনা জলের পর্দার পিছনে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেল। আমার আর কোনও জ্ঞান ছিল না শুধু মাথার খুলিতে রৌদ্রের করতাল বাদ্য অনুভব করছিলাম, আর অনুভব করছিলাম ছুরি থেকে প্রতিফলিত আলোর তীক্ষ্ণ ফলা আমার চোখের সামনে— আমার ভুরু জ্বালিয়ে দিচ্ছিল— আমার চোখের মণি উপড়ে নিচ্ছিল।

তখনই সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল। সমুদ্র থেকে একটা প্রচণ্ড গরম হাওয়ার ঝাপটা এল আর আকাশটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চিড় খেয়ে দু' ফাঁক হয়ে গেল আর সেই ফাঁক দিয়ে আগুনের স্রোত নেমে এল। আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল, রিভালবারের উপর আমার মুঠি দৃঢ়তর হল। ট্রিগারে চাপ পড়ল, রিভালবারের মসৃণ বাঁট আমার হাতের তালুতে ধাক্কা মারল, আর সেই তীব্র কর্ণবিদারী আওয়াজ দিয়ে সবকিছু শুরু হল। আমি আমার শরীর থেকে ঘাম আর রোদের তাপকে নাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমি দিনের ভারসাম্য নষ্ট ক'রে দিয়েছি। সমুদ্রতীরের শান্ত নীরবতা— যা আমাকে সুখী করেছিল, তাকে আমি ধ্বংস ক'রে দিয়েছি। তো আমি সেই স্থির শরীরটার উপর আরও চারবার গুলি চালালাম। কোনও চিহ্ন না রেখে গুলিগুলি নিস্পন্দ শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল। আর এইভাবে আমি আমার দুর্ভাগ্যের দরজায় পর পর চার ঘা মারলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

১

আমার গ্রেপ্তারের পর পরই আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু সে সবই ছিল আমার পরিচয় সংক্রান্ত এবং সংক্ষিপ্ত। প্রথমবার থানায় আমার মনে হয়েছিল এই মামলা সম্বন্ধে কারোরই কোনও আগ্রহ নেই। কিন্তু সপ্তাহান্তে যখন ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট-এর দপ্তরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল তখন তাঁকে আমার বিষয়ে বিশেষ কৌতুহলী দেখলাম। তবে শুরুতে উনি শুধু আমার নাম, ঠিকানা, পেশা, জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান জানতে চাইলেন। পরে তিনি জানতে চাইলেন আমি কোনও উকিল ঠিক করেছি কি না। আমাকে স্বীকার করতে হল আমি এ বিষয়ে কোনও চিন্তা করিনি এবং জানতে চাইলাম উকিল নিযুক্ত করা একান্তই প্রয়োজন কি না।

'এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?' উনি বললেন।

'আমার কেসটা খুব সরল'

'সেটা আপনার অভিমত' উনি হেসে বললেন। 'আইন অনুযায়ী আপনাকে উকিল রাখতেই হবে। যদি আপনি নিজে না নিযুক্ত করেন তবে সরকার আপনার জন্য উকিল ঠিক ক'রবে।' আমার মনে হ'ল আদালত এই সব খুঁটিনাটি-র প্রতি নজর দিয়ে সমস্ত ব্যাপরটা খুব সুবিধাজনক করেছে। এ কথা ওঁকে বলাতে উনি সায় দিয়ে বললেন আইনের নজর সব দিকে।

গোড়ায় আমি ওঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। যে ঘরে উনি আমার বিবৃতি নিচ্ছিলেন সে ঘরে সব পর্দা টানা ছিল। উনি আমাকে ওঁর টেবিলের সামনে এক সোফায় বসালেন। টেবিলের উপর একটামাত্র বাতি যার আলো শুধু আমার সোফাটির উপর পড়ছিল। উনি অপর দিকে ছায়াতে। এরকম দৃশ্যের বর্ণনা আমি কোনও কোনও বইতে পড়েছি এবং আমার মনে হচ্ছিল সবটাই একটা খেলা। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার পরে আমি ভালো ক'রে ওঁকে দেখলাম। দীর্ঘ সুপুরুষ লোকটির নীল চোখ দুটি কোটরগত, লম্বা কাঁচাপাকা গোঁফ এবং

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

মাথায় এক রাশ চুল, প্রায় সবই একেবারে সাদা। ভদ্রলোককে বুদ্ধিমান এবং মোটের উপর একজন সজ্জন ব্যক্তি বলে মনে হ'ল। শুধু একটা মুদ্রাদোষের জন্য মাঝে মাঝে ওঁর ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছিল। সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার পর আমি তো প্রায় হাত মিলিয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল আমি একজন খুনি।

পরদিন একজন উকিল জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ছোটখাটো, গোলগাল অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক, মাথার চুল তেলে পরিপাটি। এতো গরমসত্ত্বেও (আমি শুধু শার্ট গায়ে ছিলাম) ভদ্রলোক গাঢ় রঙ-এর সুট পরে ছিলেন। মাড় দেওয়া শক্ত কলার ও বেমানান সাদা কালো ডোরাকাটা টাই। হাতের ব্যাগটা বিছানার উপর রেখে উনি আমাকে ওঁর পরিচয় দিয়ে বললেন উনি আমার মামলা সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখেছেন। আমার কেসটা কিছুটা স্পর্শকাতর কিন্তু আমার সহায়তা পেলে উনি সফলকাম হবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি ওঁকে ধন্যবাদ দিলাম। 'ঠিক আছে এবার শুরু করা যাক' উনি বললেন।

আমার বিছানার উপর বসে উনি বললেন আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে। আমার মা সম্প্রতি বৃদ্ধাশ্রমে মারা গেছেন সে কথা ওঁরা জেনেছেন। মারেঙ্গো-তে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পুলিশ আরও জেনেছে যে মায়ের অন্তিম সংস্কারের দিন আমি সংবেদনহীন বর্বরের মতো ব্যবহার করেছিলাম। 'আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে আমার খুব সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু বুঝছেন তো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সদুত্তর দিতে না পারলে এটা ফরিয়াদী পক্ষে এক বড়ো যুক্তি হ'য়ে দাঁড়াবে।' তাই উনি চান, আমি ওঁকে সাহায্য করি। উনি জানতে চান মায়ের মৃত্যুদিনে আমি দুঃখবোধ করেছিলাম কিনা। এই প্রশ্নে আমি খুবই অবাক হলাম। বিশেষত আমি নিজে এরকম প্রশ্ন করতে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করব। যাই হোক জবাবে আমি বললাম, ইদানীং আমি আমার মানসিক অনুভূতিগুলির দিকে নজর দেবার অভ্যাস কিছুটা হারিয়ে ফেলেছি তাই এ বিষয়ে সঠিক উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। নিঃসন্দেহে আমি মাকে খুবই ভালবাসতাম; কিন্তু একথার কোনও মানেই হয় না কারণ সকল সুস্থমস্তিষ্ক লোকই কোনও না কোনও সময়ে আপন প্রিয়জনের মৃত্যু কামনা করে। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আমার উকিল আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে এরকম উক্তি আমি ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা আদালতে কখনোই করব না। আমি রাজি হলাম তবু ওঁকে খুলে বললাম, আমার প্রকৃতি এরকম যে আমার শারীরিক আরাম বা ক্লেশ অনেক সময়েই আমার মানসিক অবস্থায় বিপর্যয় আনে। মায়ের সমাধির দিন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও নিদ্রাগ্রস্ত ছিলাম। কাজেই আমার চারপাশে কী হচ্ছিল সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যা আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি তা হ'ল আমি চাইনি যে মা মারা যান। আমার উকিলকে খুশি মনে হল না। উনি বললেন 'এটাই যথেষ্ট নয়।'

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চিন্তার পর উনি জানতে চাইলেন এ কথা বলা ঠিক হবে কি না যে মায়ের মৃত্যুদিনে আমি আমার স্বাভাবিক ভাবাবেগকে সংযত রেখেছিলাম। 'না' আমি বললাম 'কারণ সেটা সত্য নয়।' উনি এক অদ্ভুত বিরক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ও পরে প্রায় শ্লেষপূর্ণ স্বরে বললেন যাই হোক না কেন যখন আশ্রম অধ্যক্ষ ও অন্য আশ্রমবাসীদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে তখন তাদের তাদের বিবৃতি 'আমার পক্ষে খুব সুখকর নাও হতে পারে'। জবাবে আমি বললাম আমার এই মামলার সঙ্গে মায়ের মৃত্যুর ঘটনার কোনও যোগ নেই। উনি বললেন, আমার এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আইন কানুনের ব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ।

বেশ রেগেমেগেই উনি বিদায় নিলেন। আমি ওঁকে ধরে রাখতে চাইছিলাম। আমি ওঁকে বোঝাতে চাইছিলাম ওঁর সহানুভূতির প্রয়োজন আমার আছে। কেবল মামলায় আমার পক্ষ ভালভাবে সমর্থনের জন্যই নয়, বরঞ্চ যদি বলতে পারি, স্বাভাবিক ভাবেই ওর সহানুভূতি আমি চাইছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমি ওঁকে রাগিয়ে দিয়েছি। উনি আমাকে বুঝতে পারছিলেন না আর এই জন্য আমার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। আমি ওঁকে বেঝাতে চাইছিলাম যে আমিও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই, একেবারেই সাধারণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসবের কোনও উপযোগিতা না দেখতে পেয়ে আমি ক্ষান্ত হলাম— প্রধানত আমার অলসতাবশত।

কিছু পরে আমাকে করোনার-এর দফ্‌তরে আবার নিয়ে যাওয়া হ'ল। শুধু পাতলা কাপড়ের পর্দাগুলি টানা থাকার জন্য বেলা দুটোর সময়ে সারা ঘর আলোয় ভরা। অত্যন্ত গরম ছিল। উনি আমাকে বসতে বললেন এবং প্রচুর বিনয়ের সঙ্গে বললেন যে 'এক অপ্রত্যাশিত কারণ বশত' আমার উকিল আসতে পারছেন না। উনি আমাকে এও বললেন যে ইচ্ছে করলে আমি ওঁর কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমার উকিলের জন্য অপেক্ষা করতে পারি। তার কোনও প্রয়োজন নেই, আমি বললাম, আমি নিজেই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারব। উনি টেবিলের উপর এক বোতাম টিপলেন। একটি অল্পবয়স্ক কেরানি প্রায় আমার ঘাড়ের উপর আমার পিছনে এসে বসল।

আমরা দুজনে আমাদের সোফায় বসলাম এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হ'ল। উনি প্রথমেই আমাকে বললেন যে আমি অত্যন্ত অন্তর্মুখী ও আত্মকেন্দ্রিক ব'লে সকলের ধারণা, এ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য উনি জানতে চাইলেন। 'সকল সময়ে আমার বলার বিশেষ কিছু থাকে না তাই আমি মুখ বন্ধ রাখি।' চুপ ক'রে থাকবার উপযুক্ত কারণ বটে' আগের বারের মতো হেসে উনি বললেন 'তা' ছাড়া এই মামলার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হঠাৎ ঝুঁকে আমার দিকে তাকিয়ে খুব দ্রুত উনি বললেন 'আমার কৌতুহল আপনাকে নিয়ে।' উনি কি

www.BanglaBook.org

বলতে চাইছিলেন ঠিক বুঝতে না পারায় আমি কোনও জবাব দিলাম না। 'আপনার কোনও কোনও আচরণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন যাতে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়।' আমি বললাম এর মধ্যে কোনোই জটিলতা নেই। তখন উনি আমাকে সেই দিনের ঘটনাটি পুনারাবৃত্তি করতে বললেন। আগে যেমন বলেছি আমি আবারও পুরো ঘটনা আনুপূর্বিক বললাম— রেমঁ, সমুদ্রতট, আমাদের সমুদ্রস্নান, আরবদের সঙ্গে মারামারি, দ্বিতীয় বার সমুদ্রতটে ফিরে আসা, তটের প্রান্তে জলের উৎস, প্রচণ্ড রোদ আর রিভলবার-এর পাঁচটি গুলি। আমার প্রতিটি বাক্যশেষে উনি বলছিলেন 'ঠিক ঠিক।' যখন আমি বালিতে শয়ান দেহটির কথা বলে আমার বিবৃতি শেষ করলাম, উনি আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন 'বেশ'! এদিকে বার বার একই কথা বলতে বলতে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। মনে হ'ল জীবনে কখনও এত কথা আমি বলিনি।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন আমার প্রতি ওঁর সহানুভূতি আছে, উনি আমাকে সাহায্য করতে চান এবং ঈশ্বরের কৃপায় উনি আমার জন্য নিশ্চয় কিছু করতে পারবেন। কিন্তু সর্বপ্রথম উনি আমাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে চান এবং না থেমেই উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি আমার মাকে ভালবাসতাম কিনা। 'হ্যাঁ আর পাঁচজনের মতোই' আমি বললাম। কেরানিটি— যে এতক্ষণ ওর মেশিনে সমানভাবে টাইপ ক'রে যাচ্ছিল— হঠাৎ কোনও ভুল চাবি টিপে থাকবে কারণ শব্দ শুনে বুঝলাম ও আবার পিছনে এসে লেখা সংশোধন করছে। আগের প্রশ্নের সঙ্গে কোনও সামঞ্জস্য না রেখে এর পর উনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন— সবকয়টি গুলি আমি একই সঙ্গে পরপর ছুঁড়েছিলাম কিনা। আমি একটু চিন্তা ক'রে বললাম, না, প্রথমে একটা ছুঁড়েছিলাম আর কয়েক সেকেণ্ড পরে পরপর চারটে। 'প্রথম ও দ্বিতীয় গুলির মাঝে আপনি থেমেছিলেন কেন?' সেই গরম বালি ভরা লাল সমুদ্রতট আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি যেন সেই প্রচণ্ড রোদের তাপ আমার মাথায়, কপালে অনুভব করছিলাম। আমি কোনও জবাব দিলাম না। আমার নীরবতায় করোনার ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। সোফায় বসলেন, মাথার চুলগুলির মধ্যে হাত চালালেন, পরে টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে আমার দিকে ঝুঁকে এক অস্বাভাবিক সুরে আমাকে বললেন 'কেন? কেন আপনি এক ধরাশায়ী দেহের উপর গুলি চালালেন?' এবারেও আমি কোনও জবাব দিয়ে উঠতে পারলাম না। দুই হাত কপালে, মুখে বুলিয়ে নিয়ে এবারে একটু অন্যরকম সুরে আবার আমাকে বললেন 'কেন? আপনাকে বলতেই হবে, বলুন কেন?' আমি চুপ করেই রইলাম।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে উনি ঘরের প্রান্তে গিয়ে একটি ফাইলিং ক্যাবিনেটের দেরাজ খুললেন। দেরাজ থেকে একটি রূপোর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি

www.BanglaBook.org

বার ক'রে সেটি উঁচু ক'রে দোলাতে দোলাতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। 'আপনি কি জানেন ইনি কে?' এক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত উত্তেজনাকম্পিত স্বরে উনি বললেন। 'নিশ্চয়' আমি বললাম। এর পর এক আবেগকম্পিত স্বরে উনি খুব দ্রুত বলে গেলেন— উনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, উনি আরও বিশ্বাস করেন যে এমন কোনও পাপীই নেই যে ঈশ্বরের কৃপা পেতে পারে না। অনুতপ্ত হয়ে যদি শিশুর মতো সরল হওয়া যায় যখন চিত্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়ে সব কিছু গ্রহণ করতে পারে তখনই যে কোনও ব্যক্তি— সে যত বড়ো পাপীই হোক না কেন— ঈশ্বরের কৃপা পেতে পারে। টেবিলের উপর সারা শরীর আমার দিকে ঝুঁকিয়ে উনি ক্রুশটি আমার নাকের সামনে দোলাচ্ছিলেন। সত্যি বলতে কি আমি ওঁর যুক্তি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কারণ— প্রথমত আমার খুব গরম লাগছিল এবং কামরায় অনেকগুলো বড়ো বড়ো মাছি আমার মুখের উপর বসে আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করছিল। আর তা ছাড়া উনি আমার মধ্যে একটু ভীতির উদ্রেক করছিলেন। যদিও আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম যে ব্যাপারটা হাস্যকর কারণ খতিয়ে দেখলে আসলে আমিই তো খুনি আসামি। যাই হোক উনি ওঁর সওয়াল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁর কথায় আমি মোটামুটি এটাই বুঝছিলাম যে ওঁর মতে মাত্র একটি ঘটনা ছাড়া আমার জবানবন্দিতে আর কোনও অসঙ্গতিই উনি পাননি কেবল প্রথম গুলি ছোঁড়ার পর এবং দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার আগে কেন আমি দেরি করেছিলাম এই ব্যাপারটাই ওঁকে হয়রান করছে। বাকি সব উনি মেনে নিচ্ছেন, শুধু এটাই উনি বুঝতে পারছেন না।

আমি ওঁকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে উনি ভুল করছেন। এই শেষ প্রসঙ্গটির তেমন কোনও গুরুত্ব নেই। কিন্তু উনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, আবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কি না। 'না' আমি জবাব দিলাম। ক্ষুব্ধ হয়ে উনি বসে পড়লেন। 'অসম্ভব'! উনি বললেন 'প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তা সে যতই ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হোক না কেন। এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অন্যথায় আমার জীবনই অর্থহীন হয়ে যাবে।' 'আপনি কি চান আমার জীবন অর্থহীন হয়ে যাক?' আমার মতে ওঁর জীবন নিরর্থক হবে কি না সেটা আমার দেখার দরকার নেই। আমি ওঁকে সেকথা বললাম। কিন্তু টেবিলের অপর দিক থেকে উনি খ্রীষ্টের মূর্তিটি আমার চোখের সামনে দোলাতে লাগলেন এবং এক অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে ব'ললেন— 'আমি— আমি একজন খ্রীস্টান এবং সেই হিসাবে তোমার অপরাধের জন্য আমি এঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তুমি কি বিশ্বাস কর না যে তোমার পাপের জন্য উনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন?' আমি লক্ষ করলাম উনি 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসেছেন। কিন্তু আমার আর ভাল লাগছিল না। এদিকে গরম ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। এরকম ক্ষেত্রে— যখন আমি প্রতিপক্ষকে এড়াতে চাই— যা করি— তাই

www.BanglaBook.org

করলাম, ওঁর কথায় সায় দিলাম। আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে উনি বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'দেখ! দেখ! তুমি আসলে একজন ভগবৎ বিশ্বাসী। তুমি কি তোমার অপরাধ এঁর কাছে স্বীকার করবে না।' অবশ্যই আমি আবারও অস্বীকার করলাম। উনি ধপাস ক'রে সোফায় বসে পড়লেন।

ওঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিছুকাল চুপ ক'রে রইলেন। ততক্ষণ কেরানিটি তার মেশিনে আমাদের কথাবার্তার প্রতিলিপি লিখতে লিখতে আমাদের শেষ কথাগুলি ছেপে নিচ্ছিল। এক তীব্র করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন 'আমি কখনো এতো কঠোর প্রাণ দেখিনি। এ পর্যন্ত যতো অপরাধী আমার কাছে এসেছে তারা সকলেই এই ব্যথার মুর্ত্তির সামনে কেঁদে ফেলেছে।' আমি জবাব দিতে যাচ্ছিলাম যে কারণ তারা সকলেই 'অপরাধী'। কিন্তু ভেবে দেখলাম আমিও ওদের মতোই একজন। আসলে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না যে আমিও একজন জঘন্য অপরাধী।

আমাদের সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে করোনার উঠে দাঁড়ালেন। এক ক্লান্তস্বরে তিনি আমাকে শেষবার জিজ্ঞেস করলেন আমি আমার কাজের জন্য অনুতপ্ত কি না। একটু চিন্তা ক'রে আমি বললাম প্রকৃত অনুতাপের থেকেও যে অনুভূতি আমার মধ্যে প্রবল সে হ'ল এক অস্বস্তির। আমার মনে হ'ল উনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না। ঐ দিন আমাদের কথাবার্তা এখনেই সাঙ্গ হ'ল।

এরপর আরও বহুবার আমি করোনার-এর দফ্তরে গিয়েছিলাম। তবে প্রত্যেকবারেই আমার উকিল আমার সঙ্গে থাকতেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা আমার পুরানো জবানবন্দির কোনও বিশেষ বিষয়ে আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলার মধ্যেই সীমিত থাকত। অথবা করোনোর আমার উকিলের সঙ্গে কেসের কোনও সূক্ষ্ম বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে আমার প্রতি ওঁদের কোনও নজরই থাকত না। ধীরে ধীরে এই জিজ্ঞাসাবাদের মেজাজ বদলাতে থাকল। আমার মনে হল করোনারের আমার সম্বন্ধে আর কোনও ঔৎসুক্য নেই এবং তিনি আমার বিষয়ে কোনও এক সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছেন। আর কখনোই তিনি ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আনেননি ও প্রথম দিনের মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠেননি। ফলস্বরূপ আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে এল। কয়েকটি প্রশ্ন, আমার উকিলের সঙ্গে কিছু আলোচনা, এই দিয়েই আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হ'ত। করোনার-এর মতে 'আমার কেস সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলেছে।' কোনও কোনও সময়ে যখন আলোচনা সাধারণ বিষয় নিয়ে হ'ত তখন আমাকেও আলোচনায় যোগ দিতে বলা হ'ত। ধীরে ধীরে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করলাম। ওঁরা কেউই আমার সঙ্গে কখনো কোনও খারাপ ব্যবহার করেননি। এমন একটা স্বাভাবিক, সুষ্ঠ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে মাঝে মাঝে আমার মনে হ'ত— যদিও অত্যন্ত হাস্যকরভাবে— যে আমিও

www.BanglaBook.org

'পরিবারেরই একজন।' এইভাবে এগারমাস পরে যখন আমরা এই জিজ্ঞাসাবাদের শেষ পর্যায়ে পৌঁছলাম তখন এই ভেবে আমি আশ্চর্যান্বিত হতাম যে আমার সব চেয়ে প্রিয় মুহূর্তগুলি ছিল সেইগুলি যখন কদাচিৎ করোনার আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন এবং পিঠ চাপড়ে, আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে বলতেন— 'আজ তাহলে এই পর্যন্তই, নাস্তিক মশায়'। এর পরে আমাকে দরজার বাইরে পাহারার হাতে সঁপে দেওয়া হত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

২

কতকগুলি বিষয় আছে যে সম্বন্ধে আমি কখনোই কিছু আলোচনা করা পছন্দ করিনি। জেলে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই আমার মনে হয়েছিল আমার কারাগারের জীবন সে রকমই একটা পর্যায়।

পরে আমি বুঝতে পারলাম আমার এই বিরূপতার বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। আসলে প্রথম কয়েকদিন আমি যে জেলে আছি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি, আমি কেবল ঝাপসাভাবে কিছু নতুন নতুন ঘটনা ঘটবার প্রত্যাশা করতাম। পরিবর্তন এল মারী-র প্রথম ও একমাত্র সাক্ষাৎকারের পর, যেদিন আমি মারী-র চিঠি পেলাম (ও লিখেছে ওকে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না কারণ ও আমার স্ত্রী নয়)। সেই দিন থেকে আমি বুঝতে পারলাম এই ছোট্ট কুঠরিই আমার ঘরবাড়ি এবং এইখানেই আমার জীবনের বাকি অংশ থেমে থাকবে। আমার গ্রেপ্তারের দিন আমাকে যে গারদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে আরো অনেক বন্দী ছিল, অধিকাংশই আরব। ওরা আমাকে দেখে হাসল ও পরে জিজ্ঞাসা করল আমি কী করেছি। যখন আমি বললাম আমি একজন আরবকে খুন করেছি তখন সবাই চুপ হয়ে গেল। কিছু পরে রাত হয়ে এল। কি ক'রে শতরঞ্চিটা বিছিয়ে শোয়ার জায়গা করতে হবে ও কি ক'রে তার এক প্রান্ত গুটিয়ে বালিশের মতো ক'রে নিতে হবে ওরা আমাকে দেখিয়ে দিল। সারা রাত আমার মুখের উপর দিয়ে ছারপোকা চরে বেড়াচ্ছে টের পেলাম। কয়েকদিন পরে আমাকে একটি একক কুঠরিতে দেওয়া হ'ল। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো এক কাঠের পাটাতনে আমি শুতাম। ঘরে একটা পায়খানা করার পাত্র ও একটা টিনের গামলা। জেলখানা শহরের এক উঁচু টিলার উপর থাকার জন্য আমার ঘরের ছোট জানালা থেকে আমি সমুদ্র দেখতে পেতাম। একদিন যখন আমি জানালার শিকগুলি ধরে আলোর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, এক রক্ষী এসে বলল আমার সাথে দেখা করবার জন্য কেউ এসেছে। আমার মনে হ'ল হয়তো মারী এসেছে, দেখলাম সত্যিই তাই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

রক্ষীর পিছন পিছন এক লম্বা বারন্দার প্রান্তে এক সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার এক লম্বা বারান্দা পেরিয়ে, মস্তো বড়ো দেওয়াল জোড়া জানালা দিয়ে আলোকিত এক বিশাল হলঘরে পৌঁছলাম। দু' সারি লম্বালম্বি গ্রীল দিয়ে ঘরটা তিন ভাগে ভাগ করা। দুই পাশে দুই সারি গ্রীলের মাঝের জায়গা দর্শক ও বন্দীদের মাঝে আট থেকে দশ মিটার মতো ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। আমার সামনে অপর দিকে মারীকে দেখতে পেলাম। ডোরা কাটা পোষাক, মুখের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে। আমার দিকে জনাদশেক বন্দী, অধিকাংশই আরব। মারীকে ঘিরে মুর নারীরা, একপাশে এক ছোট খাটো বৃদ্ধা মহিলা, চাপা ঠোঁট, কালো পোষাক পরা। অন্য পাশে এক মোটাসোটা মহিলা, খালি মাথা, খুব হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন। দুই গ্রীলের মাঝে অনেকখানি ব্যবধান থাকার জন্য দর্শক ও বন্দীদের খুব উঁচু স্বরে কথা বলতে হচ্ছিল। নানা স্বরের মিলিত আওয়াজ বড়ো ঘরটার নগ্ন দেওয়ালগুলি থেকে প্রতিফলিত হচ্ছিল। সূর্যের কঠোর আলো কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে এসে সারা ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছিল। যখন আমি ঘরে ঢুকলাম এই আলো আর শব্দে আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম কারণ আমি যে সেলে থাকতাম সেটা অনেক নিঃস্তব্ধ ও স্বল্পালোকিত। এই আলো ও শব্দে অভ্যস্ত হতে আমার কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি প্রত্যেককে দিনের আলোয় বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম এক রক্ষী দুই গ্রীলের মধ্যের ফাঁকা জায়গার এক প্রান্তে বসে অছে। অধিকাংশ আরব বন্দী ও অপরদিকে তাদের পরিবারের লোকেরা মুখোমুখি মাটিতে বসে কথা বলছিল। এরা কথা বলার সময়ে বেশি চিৎকার করছিলনা। এত হট্টগোলের মধ্যেও এরা নিচু স্বরে কথা বলতে পারছিল। সেই ফিসফিস কথাবার্তা, ওদের মাথার উপরে বয়ে যাওয়া, দাঁড়িয়ে থাকা বন্দীদের উঁচু স্বরের আওয়াজের সাথে এক নিচুগ্রামের পটভূমি সৃষ্টি করছিল। এ সবই আমি খুব দ্রুত লক্ষ করলাম মারী-র সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগে। মারী গ্রীলের সাথে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও যথাসম্ভব মুখব্যাদান ক'রে হাসছিল। ওকে খুব সুন্দর দেখতে লাগছিল কিন্তু সে কথা আমি ওকে বলে উঠতে পারলাম না।

'এই যে!' মারী বলল চেঁচিয়ে।

'এই যে! কি খবর?'

'ভালো আছো তো? তোমার যা চাই সব পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, সব।' আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম। মারী হাসতেই থাকল। ওর পাশের মোটা মহিলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলছিল। সোনালি চুলের লম্বা লোকটি এক সুশ্রী পুরুষ, নিঃসন্দেহে ওর স্বামী। ওদের কথাবার্তার শেষাংশ আমার কানে এল।

'জান্ ওকে নিতে অস্বীকার করেছে' খুব চেঁচিয়ে মোটা মহিলা বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা, আচ্ছা'

'আমি জান্‌কে বলেছি তুমি খালাস হলেই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, কিন্তু ও কোনও কথাই শুনতে রাজি নয়।'

এদিকে মারী চেঁচিয়ে বলল রেমঁ আমাকে তার নমস্কার জানিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আমার স্বরকে ছাপিয়ে আমার পাশের লোকটির গলা শোনা গেল 'ও ভাল আছে তো?' 'ভালো?' ওর স্ত্রী হেসে বলল 'এত ভালো ও আর কখনো থাকেনি'। আমার বাঁ দিকের প্রতিবেশী, এক ছোট খাটো যুবক, হাত দুটি কোমল, কোনও কথাই বলছিল না। দেখলাম অপর দিকের খাটো বৃদ্ধা মহিলা ও ছেলেটি দু'জনেই দু'জনের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। কিন্তু ওদের দিকে আমি বেশিক্ষণ মন দিতে পারলাম না কারণ এদিকে মারী চেঁচিয়ে আমাকে বলল আমাদের আশা রাখতে হবে। 'নিশ্চয়ই' আমি বললাম। আমি ওকে দেখছিলাম আর হঠাৎ ওর জামার উপর দিয়ে ওর কাঁধে চাপ দেবার ইচ্ছা হ'ল আমার, ওর জামার পাৎলা কাপড় আমাকে আকর্ষণ করছিল। যে 'আশা' না হারাবার কথা মারী বলছিল, সে সম্বন্ধে এই ইচ্ছাগুলির বাইরে আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। আমার মনে হয় মারীও তাই ভাবছিল কারণ ও ক্রমাগত হাসছিল। হাসিতে ওর চোখদুটি কুঁচকে যাচ্ছিল আর দাঁতগুলি বেরিয়েই ছিল। 'তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে। আর আমরা বিয়ে করব।' ও আবার চেঁচিয়ে বলল। 'বলছ?' আমি বললাম কিন্তু সেটা ছিল কথার কথা। মারী খুব দ্রুত ও উঁচু স্বরে বলে চলল যে আমি খালাস হয়ে যাব এবং আমরা আবার সাঁতার কাটতে যাব। মারী-র পাশের মহিলা চেঁচিয়ে বলল যে ও জেল অফিসে একটা জিনিসপত্র ভরা বাস্কেট রেখে যাচ্ছে। জিনিসগুলির বিবরণ দিয়ে বলল সব কিছু মিলিয়ে নিতে কারণ অনেক পয়সা খরচ ক'রে জিনিস গুলি কিনতে হয়েছে। আমার বাঁ পাশের ছেলেটি ও তার মা নীরবে একে অন্যের দিকে দেখছিল, নিচে আরবদের মৃদুস্বরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। বাইরে জানালার ওপাশে রোদ ফুলে ফেঁপে উঠছে।

আমি একটু অসুস্থ বোধ করছিলাম, ফিরে যেতে চাইছিলাম। এত আওয়াজ আমাকে অস্থির ক'রে তুলছিল। কিন্তু মারী-র সঙ্গও ছাড়তে চাইছিলাম না। কত সময় কাটিয়েছিলাম জানিনা। মারী আমাকে ওর কাজের কথা বলছিল আর সারাক্ষণ হাসছিল। চিৎকার কথাবার্তা ও ফিসফিসানি সারাক্ষণ চলছিল। এই চিৎকার চেঁচামেচির মাঝে শুধু আমার বাঁ পাশের যুবক ও তার বৃদ্ধা মা এক নীরবতার মরুদ্যান সৃষ্টি করেছিল এবং একে অপরকে এক দৃষ্টে দেখছিল। ধীরে ধীরে নিচের আরবদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। প্রথম জন বাইরে যাবার সাথে সাথেই প্রায় সবাই চুপ ক'রে গেল। বৃদ্ধা মহিলা গ্রীলের গরাদের কাছে আরও এগিয়ে এলেন, তখনই এক রক্ষী যুবকটিকে বলল যাবার সময় হয়েছে। 'আসি মা' যুবকটি বলল আর বৃদ্ধা গরাদের মধ্য দিয়ে হাত বার ক'রে অতি ধীরে অনেকক্ষণ

www.BanglaBook.org

ধরে হাত নাড়তে থাকলেন।

বৃদ্ধা চলে যেতেই সেখানে আর একজন টুপি হাতে দর্শককে এনে দাঁড় করানো হ'ল। এদিকে অন্য একজন বন্দী এসে ওর সঙ্গে খুব অঙ্গভঙ্গি সহকারে কথা বলতে লাগল। কিন্তু এরা আর বেশি চেঁচাচ্ছিল না কারণ হলটা অনেক খালি হয়ে যাওয়ায় নীরব হয়ে গেছে। আমার ডান দিকের বন্দীর সময় শেষ হওয়ায় রক্ষী ওকে নিতে এল। ওর স্ত্রী লক্ষ করেনি যে আর চেঁচানোর প্রয়োজন নেই, সমানে উঁচু স্বরে বলতে লাগল। 'সাবধানে থেকো, ভালভাবে থেকো।' এর পর আমার যাবার পালা এল। মারী আমাকে একটা চুমু ছুঁড়ে দিল। আমি যাবার আগে ঘুরে একবার মারীকে দেখলাম। ও গ্রীলের গরাদের ওপর মুখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শঙ্কিত হাসিতে ঠোঁট দুটি বিভক্ত।

এর কিছুদিন পরে মারী-র চিঠি পেলাম। আর তখন থেকেই শুরু হল আমার জীবনের সেই অধ্যায় যে সম্বন্ধে আমি কখনোই কিছু বলতে চাইনি। অবশ্য আমি অতিরঞ্জিত করতে চাইনা এবং প্রকৃতপক্ষে আমি অন্য অনেকের থেকে ভালোই ছিলাম। কিন্তু প্রথমদিকে আমার চিন্তাধারা এক স্বাধীন নাগরিকের মতো ছিল এবং বন্দীজীবনের শুরুতে সেটাই সবচেয়ে কষ্টদায়ক ব্যাপার। যেমন, আমার হঠাৎ সমুদ্রে স্নান করবার ইচ্ছা হ'ত। জলের ছোট ছোট ঢেউ-এর শব্দ আমার পায়ের পাতার উপর শুনতে পেতাম। জলের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে দিয়ে যে মুক্তি সে কথা মনে হতেই এই সেলের চারদেওয়াল আমাকে আরও চেপে ধরত। কিন্তু এ অবস্থা কয়েক মাস মাত্র ছিল। এর পর আমার চিন্তাধারা বদলে গিয়ে বন্দীর চিন্তা হয়েছিল। আমি জেল প্রাঙ্গনে দৈনিক ভ্রমণের অপেক্ষা করতাম অথবা আমার উকিলের সাক্ষাৎকারের প্রতীক্ষা করতাম। বাকি সময়ের আমি ভালোই সদ্ব্যবহার করতাম। আমি প্রায়ই ভাবতাম যদি আমাকে কেউ একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির কোটরে থাকতে দিত যেখান থেকে মাথার উপর আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না তাহলেও আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। আকাশের পাখিদের আর মেঘের যাওয়া আসার অপেক্ষা করতাম। যেমন এখন আমার উকিলের চিত্রবিচিত্র টাই দেখার অপেক্ষায় থাকি অথবা যেমন, আর এক জগতে, ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতাম প্রতি শনিবার মারী-র শরীরকে আশ্লেষ করার জন্য। ভেবে দেখলে, এখানে আমি শুক্‌নো গাছের গুঁড়ির মধ্যে নেই, আমার থেকেও দুঃখী আরো অনেকে আছে। আমার মনে হ'ত আমার মায়ের একটা কথা— মা প্রায়ই বলতেন, 'মানুষ সব অবস্থাতেই ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায়।'

তবে অত তলিয়ে আমি ভাবতাম না। প্রথম কয়েক মাস খুব কষ্ট হয়েছে। সেই কষ্ট কাটিয়ে উঠবার জন্য যে চেষ্টা আমাকে করতে হ'ত তাতে অনেক উপকার হ'ত। যেমন— শুরুতে আমি নারীসংসর্গের ইচ্ছায় খুব কাতর হতাম। সেটা স্বাভাবিক, কারণ আমার যুবক বয়স। আমি যে বিশেষ ভাবে মারীর কথা ভাবতাম

www.BanglaBook.org

তা নয়, তবে অনেক মেয়েদের মধ্যে— যাদের আমি জেনেছি, যাদের আমি ভালবেসেছি— কোনও এক জনের কথা মনে হ'ত। সেই সব পরিবেশ আর সেই মেয়েদের কথা মনে হলে আমার ছোট্ট সেল নানা মুখের ছবিতে ভরে উঠত— আমার বিগত দিনের কামনার প্রতিচ্ছবি। এতে আমি খুব অস্থির হয়ে পড়তাম ঠিকই, কিন্তু সময়ও কেটে যেত। ক্রমে মুখ্য জেলার— যিনি দুপুরে খাবার দেবার সময় পাকশালের পরিবেশকের সঙ্গে আসতেন— আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই প্রথম নারী প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। বলেছিলেন বন্দীরা সর্বপ্রথম এই বিষয়েই অভিযোগ করে। আমি বললাম আমিও অন্য বন্দীদেরই মতো এবং আমার মনে হয় বন্দীদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার অন্যায়।

'কিন্তু ঠিক এই জন্যই তো আপনাদের বন্দীশালায় রাখা হয়েছে।'

'তার মানে ?'

'বুঝলেন না?— স্বাধীনতা— এই ভাবেই আপনাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে।' এ ভাবে ভেবে দেখিনি। আমি ওঁর সঙ্গে একমত হলাম। 'ঠিক বলেছেন, না হলে আর শাস্তিটা কোথায়?'

'আপনি বোদ্ধা। অন্যেরা এ সব বোঝেনা। তবে শেষমেষ ওরা নিজেরাই নিজেদের হাল্কা করে নেয়।' এই বলে জেলার সাহেব বিদায় নিলেন।

আর ছিল সিগারেট। জেলে ভর্তি হবার সময় আমার কোমরের বেল্ট, জুতোর ফিতে, গলার টাই আর আমার প্যান্টের পকেটের সমস্ত জিনিস মায় আমার সিগারেটের প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আমাকে একক সেলে দেবার পর আমি সিগারেট ফেরৎ চেয়েছিলাম। 'জেলে ধূমপান নিষিদ্ধ' আমাকে বলা হয়েছিল। প্রথম কিছুদিন খুবই কষ্ট হয়েছিল। সম্ভবত এটাই ছিল সবচেয়ে কষ্টকর শাস্তি। বিছানার পাটাতন থেকে কাঠের টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে চুষতাম। সারাদিন ঘুরতাম বিবমিষাময় ঘোরের মধ্যে। যা অন্য কারও কোনও ক্ষতি করবে না এমন জিনিস থেকে কেন এরা আমাকে বঞ্চিত করছে একথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না। পরে বুঝেছিলাম, এও সেই শাস্তিরই এক অঙ্গ। কিন্তু ততদিনে আমি ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করেছি, তাই এটাকে আর শাস্তি বলে মনে হ'ত না।

এই অসুবিধাগুলি ছাড়া আমি খুব অসুখী ছিলাম না। আসলে প্রধান সমস্যা ছিল সময় কাটানো। কিন্তু যখন থেকে আমি 'স্মৃতিচারণা' শুরু করলাম তখন থেকে এই সমস্যাও দূর হ'ল। সেটা ছিল এই রকম— আমি কল্পনায় নিজেকে আমার ফ্ল্যাটের ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতাম। সেখানে যে কোনও একটা কোণা থেকে আমি আমার যাত্রা শুরু ক'রে আবার সেখানেই ফিরে আসতাম। পথে যে সমস্ত জিনিস পড়ত সেগুলি মনে মনে চিহ্নিত করতাম। গোড়ায় সমস্ত পরিক্রমা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হ'ত। কিন্তু এর পর প্রতিবারই কিছুটা বেশি সময় লাগত। কারণ প্রতিটি আসবাব এবং তাদের উপরের ও ভিতরের জিনিসপত্র, আবার

www.BanglaBook.org

প্রতিটি জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, কোথাও একটু ভাঙাচোরা বা দাগ এবং তাদের রঙ অথবা কোনও চল্‌টা উঠে যাওয়া ইত্যাদি সবই আমি মনে মনে টুকে নিতাম। এ ছাড়াও সারাক্ষণই আমি পুরো আসবাবের এবং অন্যান্য জিনিস পত্রের একটা তালিকা মনে মনে ঝালাই ক'রে নিতাম। ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুধু আমার ঘরের আসবাব ইত্যাদির তালিকা নিয়েই আমি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে পারতাম। এইভাবে যত চিন্তা করতাম প্রতিবারই কোনও ভুলে যাওয়া ডিটেল আমার স্মৃতিপথে উদয় হ'ত। আমার মনে হ'ল যদি কেউ মাত্র একদিনও জেলখানার বাইরে কাটায় তবে সে অনায়াসে একশ' বছর জেলে কাটাতে পারবে। অবসন্ন না হবার মতো যথেষ্ঠ স্মৃতি তার জমা হয়ে থাকবে। এক দিকে সেটা একটা লাভ।

এ ছাড়া ছিল ঘুমের ব্যাপারটা। গোড়ায় আমার রাতে ভালো ঘুম হ'ত না আর দিনে একেবারেই নয়। ধীরে ধীরে রাতের ঘুম বাড়তে লাগল আর দিনেও ঘুমাতে পারতাম। শেষ কয়েক মাস আমি বোধহয় দিনে ষোল থেকে আঠারো ঘন্টা ঘুমাতাম। বাদ বাকি ঘন্টা ছয়েক আমি কাটিয়ে দিতাম আমার খাওয়া দাওয়া, নিত্যকর্ম, স্মৃতিচারণ ও এক চেকোস্লোভাকের গল্প নিয়ে।...

আমার বিছানার নিচে, শতরঞ্চি আর কাঠের পাটাতনের মাঝে আমি একটা খবরের কাগজের টুকরো পেয়েছিলাম। কাগজটি খুব পুরোনো, হলদে ও প্রায় স্বচ্ছ হয়ে সেঁটে গিয়েছিল কাঠের সঙ্গে। এক ঘটনার খবর ছিল যা চেকোস্লোভাকিয়ায় ঘটেছে। শুরুর দিকটা ছিল না কিন্তু গল্পের শেষটা এই রকম— এক যুবক চেকোস্লাভাকিয়ার কোনও গ্রাম থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছিল, প্রচুর অর্থাগম ক'রে, পঁচিশ বছর পরে স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে সে দেশে ফেরে। তার মা ও বোন তাদের গ্রামে একটা হোটেল চালাচ্ছিল। মা, বোনকে চমক দেবার জন্য সে স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে অন্য এক জায়গায় রেখে মায়ের হোটেলে আসে, ওর মা ও বোন ওকে চিনতে পারেনি। মজা করবার জন্য নিজের পরিচয় গোপন ক'রে সে ঐ হোটেলে এক ঘর ভাড়া নেয় ও কথাচ্ছলে ওর প্রচুর অর্থ আছে সে কথা মা, বোনকে জানতে দেয়। রাতে ওর মা ও বোন টাকার লোভে যুবকটিকে হাতুরির ঘায়ে খুন ক'রে দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। পরদিন সকালে যুবকটির স্ত্রী, যে এ সমস্ত কিছুই জানত না, এসে নিজেদের পরিচয় দিতে যুবকটির মা গলার দড়ি দিয়ে এবং বোন কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। আমি হাজারোবার এই উপাখ্যান পড়েছিলাম। কখনো মনে হয়েছে এ রকম ঘটনা অসম্ভব আবার কখনো ভেবেছি এটাই স্বভাবিক। যাই হোক আমার মনে হয়েছে যুবকটি তার উচিৎ শাস্তি পেয়েছে, এ রকম খেলা কখনও খেলা উচিৎ নয়।

এইভাবে— আমার ঘুম, স্মৃতিচারণ, খবরের কাগজের টুক্‌রো থেকে পড়া, আলো আর অন্ধকারের যাওয়া আসা নিয়ে দিনগুলি যেত। আমি পড়েছিলাম যে

www.BanglaBook.org

জেলে লোকের সময় সম্বন্ধে ধারণা লোপ পায়। কিন্তু আমি এর সঠিক মানে বুঝে উঠতে পারিনি। একই সঙ্গে দিনগুলি কি ভাবে বড়ো ও ছোট হতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সময় কাটাবার দিক দিয়ে দেখলে দিনগুলি বড়ো ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু এতো ছড়ানো ছিল দিনগুলি একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যেত। ওদের আলাদা কোনও নাম আর আমার কাছে থাকত না। আমার কাছে শুধু 'গতকাল', 'আগামীকাল' এই শব্দ গুলিরই কোনও মানে ছিল।

এইভাবে— যখন রক্ষী একদিন আমাকে বলল আমার কারাবাস পাঁচ মাসের উপর হয়েছে, আমি ওকে বিশ্বাস করলাম কিন্তু কথাগুলির মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার কাছে এটা ছিল আমার সেলের মধ্যে অন্তহীন একই দিন যেখানে আমি একই কাজ ক'রে চলেছি। সেই দিন রক্ষী চলে যাবার পর আমি টিনের গামলায় আমার মুখ দেখলাম। হাসাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দেখলাম আমার প্রতিচ্ছবির চেহারা অতি গম্ভীর। নানা ভাবে ওকে দেখলাম, আমি হাসলাম কিন্তু তবুও ও এক শোকাচ্ছন্ন গম্ভীর মুখে রইল। দিন শেষ হয়ে সেই সময় এল যার সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। 'এক নামহীন সময়'। যখন কারাগারের সমস্ত তলের সব ঘর থেকে রাত্রির সমস্ত শব্দ এক নীরব শোভাযাত্রায় উপরে উঠে আসে। আমি আমার আকাশ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আর দিনের শেষ আলোয় আর একবার আমার প্রতিচ্ছবির দিকে দেখলাম। সে এখনও আগের মতোই গম্ভীর। তবে এতে আমি আশ্চর্য হলাম না কারণ আমার মেজাজও তখন গম্ভীর ছিল। তখনই এবং কয়েক মাস পরে এই প্রথম, আমি আমার গলার স্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম। সেটা যে আমারই গলার স্বর সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ কারণ এই স্বর বহুদিন ধরে আমার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। আর আমি বুঝতে পারলাম যে এতদিন আমি একা একাই নিজের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার মনে পড়ল মায়ের সমাধির দিনে আশ্রম পরিচারিকা যে কথা বলেছিল। না, কোনও মতেই এর থেকে নিস্তার নেই, আর কারাগারের রাত্রি যে কি ভীষণ তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

৩

এটুকু বলতে পারি যে সময় তাড়াতাড়িই কাটল। আমার মনে হ'ল যে এক গ্রীষ্ম যেতে না যেতেই আর এক গ্রীষ্ম এসে পড়েছে। আমি জানতাম যে গরম পড়বার সাথে সাথেই আমার জন্য নতুন কোনও খবর থাকবে। আমার কেসটা দায়রা আদালতের শেষ সেসন-এ পড়েছে। জুন মাসে এই সেসন শেষ হবে। যে দিন আমার তারিখ পড়ল সে দিন বাইরে ঝলমলে রোদ্দুর। আমার উকিল বললেন আমার মামলা দুই বা বড়জোড় তিন দিন চলবে। 'আপনার কেসটা সবচেয়ে জরুরি নয়। আদালত আপনার কেসটা তাড়াতড়ি শেষ করতে চাইবে কারণ এর পরেই আছে এক পিতৃহত্যার মামলা।'

সকাল সাড়ে সাতটায় জেলখানার গাড়িতে আমাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অন্ধকারের গন্ধ ভরা একটা ছোট ঘরে দু'জন পুলিশ আমাকে নিয়ে গেল। এক বন্ধ দরজার পিছনে বসে আমরা পাশের ঘরের নানা লোকের গলার স্বর, চিৎকার, চেয়ার টানাটানির শব্দ ইত্যাদি শুনতে পাচ্ছিলাম। যেন পাড়ার হলে অধিবেশন শেষের পর নাচবার জন্য জায়গা তৈরি হচ্ছে। পুলিশরা আমাকে বলল জজ্ সাহেব এখনও আসেননি তাই অপেক্ষা করতে হবে। ওদের মধ্যে একজন আমাকে একটা সিগারেট দিতে এল কিন্তু আমি নিলাম না। পরে ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমার ভয় করছে কিনা। আমি বললাম 'না'। বরঞ্চ একটা বিচার দেখার সুযোগ পাওয়ায় আমি উৎসুক, এর আগে কখনও বিচার দেখার সুযোগ আমার হয়নি। 'হ্যাঁ। কিন্তু অবশেষে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।' দ্বিতীয় পুলিশটি বলল।

কিছু পরে ঘরের মধ্যে একটা ঘন্টা বেজে উঠল। ওরা আমার হাতকড়ি খুলে দিল। দরজা খুলে আমাকে আসামির কাঠগড়ায় নিয়ে গেল। এজলাস লোকে ঠাসা। খড়খড়ি সব বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ফাঁকফোঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ছিল। জানলাগুলি সব বন্ধ থাকায় ঘরে দম বন্ধ করা গরম। আমি আমার জায়গায় বসলাম ও

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পুলিশ দু'জন দু'পাশে দাঁড়াল। এই সময়ে আমার সামনে এক সারি মুখ দেখতে পেলাম। সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম যে এঁরা জুরি। ট্রামে উঠলে উল্টোদিকের বেঞ্চে বসা লোকের সারি যেমন নবাগতকে খুঁটিয়ে দেখে কোনও আমোদের ব্যাপার খুঁজে পাবার জন্য, সেই রকমই এঁরাও আমার দিকে দেখছিলেন। অবশ্যই এটা একটা আজগুবি ধারণা, কারণ এঁরা আমাকে দেখছিলেন কোনও আমোদের চিহ্নের জন্য নয় বরঞ্চ এক অপরাধীর চিহ্ন খুঁজে পাবার জন্য। যাই হোক আমার মনে হ'ল এ দুই-এর মধ্যে তফাত বেশি নেই এবং এ চিন্তাটা হঠাৎই আমার মাথায় এসেছিল ।

এত লোকজনে ভরা এই গুমোট বন্ধ ঘরে আমার মাথা ঘুরছিল। আদালত ঘরের চারিদিকে চেয়ে কোনও চেনা মুখ দেখতে পেলাম না। আমিতো ভাবতেই পারিনি, এত লোক শুধু আমার জন্যেই এসেছে। সাধারণত আমাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না তাই আমাকে চেষ্টা ক'রে বুঝতে হ'ল যে আমিই এতগুলো লোকের আকর্ষণের বিষয়। 'কত লোক'। পুলিশটিকে আমি বললাম। সাংবাদিকদের জন্য এত ভিড় হয়েছে। সে বলল। 'ঐ যে!' জুরিদের বেঞ্চের নিচে এক টেবিলের পাশে কিছু লোককে সে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। 'কে'? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'সাংবাদিকরা' ও বলল। ওদের মধ্যে একজন পুলিশটিকে চিনত। সে দেখতে পেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। বয়স্ক ভদ্রলোকটির স্বভাব মনোরম, কিন্তু মুখায়ব কিঞ্চিৎ কুটিল। এসে তিনি পুলিশটির সঙ্গে এক উষ্ণ করমর্দন করলেন। লক্ষ করলাম, এখানে প্রায় সবাই সবাইকে চেনে, একে অন্যের সাথে আলাপচারি করছে বা হাত মেলাচ্ছে যেন সকলেই একই ক্লাবের সদস্য। নিজ নিজ শ্রেণির লোকদের সঙ্গ পেয়ে সবাই খুশি। আমি বুঝলাম কেন আমার নিজেকে এখানে অনাহুত বোধ হচ্ছে। যাই হোক সাংবাদিকটি আমার সঙ্গে হেসে কথা বললেন। উনি বললেন উনি আমার মঙ্গলকামনা করছেন। আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম। 'আপনার বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকাল লিখছি। গরম কালে কাগজে লিখবার মতো বিশেষ খবর থাকে না। আপনার কেসটা আর এর পরের বড়ো খবর হ'ল এক পিতৃহত্যার মামলা।' সাংবাদিকদের টেবিলে একজনকে দেখিয়ে তিনি বললেন 'উনি হচ্ছেন পারী-র এক দৈনিকের বিশেষ সংবাদদাতা।' ভদ্রলোক বেঁটে খাটো, চোখে বিরাট কালো ফ্রেমের চশমা, দেখতে পেটমোটা ভাম-এর মতো লাগছিল। 'অবশ্য উনি আপনার কেসের জন্য আসেননি— এসেছেন পিতৃহত্যার মামলার খবর নিতে। কিন্তু একই সময়ে আপনার মামলাটা থাকার জন্য ওঁকে আপনার কেস সম্বন্ধেও রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।' আমি ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা বোকামি হবে। আন্তরিক ভাবে হাত নেড়ে উনি বিদায় নিলেন। আমরা আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম।

আমার উকিল অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঢুকলেন। ওঁর পরনে গাউন।

www.BanglaBook.org

সাংবাদিকদের টেবিলের দিকে গিয়ে উনি সকলের সঙ্গে হাত মেলালেন। ওঁরা সকলেই হাসি ঠাট্টা করছিলেন, নিশ্চিন্ত আরামে গল্প করছিলেন। এমন সময়ে এজলাসে ঘন্টা বেজে উঠল। সবাই যে যার জায়গায় ফিরে গেল। আমার উকিল আমার কাছে এসে করমর্দন করলেন। আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি যেন সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিই, আগ বাড়িয়ে কোনও কথা না বলি, এবং বাদবাকির জন্য ওঁর ওপর ভরসা রাখি।

আমার বাঁ দিকের চেয়ার সরাবার শব্দ পেলাম। চেয়ে দেখি, লাল গাউন পরা, এক লম্বা রোগা ভদ্রলোক, চোখে প্যাঁস-নে, যত্নের সঙ্গে গাউনটা গুটিয়ে বসলেন। উনি সরকার পক্ষের উকিল। একজন পেয়াদা আদালত বসার ঘোষণা করল। সাথে সাথে দুটো বড়ো সিলিং ফ্যান শব্দ ক'রে ঘুরতে শুরু করল। তিনজন জজ, দু'জন কালো ও এক জন লাল গাউন পরে হাতে কাগজ পত্র নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এজলাসের ডায়াসের দিকে এগিয়ে নিজেদের আসনে বসলেন। লাল গাউন পরা জজ মাঝখানের সিংহাসনে বসে মাথার টুপি সামনের টেবিলে রেখে রুমাল দিয়ে টাক মুছে শুনানি শুরু হওয়ার ঘোষণা করলেন।

সাংবাদিকরা ততক্ষণে হাতে কলম নিয়ে তৈরি। সকলেরই মুখে নিরাসক্ত এবং কিছুটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাব। শুধু ওদের মধ্যে একজন, অন্যদের থেকে অনেক অল্পবয়স্ক, পরনে ধূসর ফ্লানেলের প্যান্ট, গলায় নীল টাই, কলমটা টেবিলের ওপর রেখে আমার দিকে একদৃষ্টে দেখছিল। ছেলেটির অসমঞ্জস মুখে যা আমার নজরে পড়ল সে হ'ল ওর চোখ দুটো, অতি ফেকাশে হাল্কা নীল চোখে সে আমাকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখছিল, কিন্তু মনের কোনও বিশেষ ভাব তার মুখে বা চোখে প্রকাশ পাচ্ছিল না। অদ্ভুতভাবে আমার হঠাৎ মনে হল যেন আমিই আমাকে দেখছি। বোধ হয় বিশেষ ক'রে এই জন্য এবং তা ছাড়াও— আদালতের নিয়ম কানুন আমার জানা না থাকার জন্য— এর পর যে সব ঘটনা ঘটল আমি তা ঠিক বুঝতে পারিনি। লটারি ক'রে জুরিদের নির্বাচন, জজের সঙ্গে আমার উকিলের ও জুরিদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের সময় সব ক'জন জুরির মুখ একই সঙ্গে জজের দিকে ঘুরছিল), আমার বিরুদ্ধে নালিশগুলির এক ক্ষিপ্র বিবরণ— যে বিবরণের সময়ে আমি কিছু পরিচিত স্থান ও লোকের নাম শুনতে পেলাম— এবং সব শেষে আবার আমার উকিলের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর।

এর পর জজ সাক্ষীদের ডাকতে বললেন। ঘোষক তালিকা পড়ে শোনাবার সময়ে নামগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সামনের শ্রোতাদের মধ্য থেকে— একটু আগেও যারা আমার কাছে শুধু কতগুলি মুখ ছিল— একে একে উঠে এল বৃদ্ধাশ্রমের অধ্যক্ষ, আশ্রমের কেয়ার-টেকার দারোয়ান, বুড়ো তমাস পেরেজ, রেমঁ, মার্সঁ, সালামানো ও মারী এবং এজলাসের পাশের এক দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। মারী যাবার সময় আমার দিকে অল্প হাত নাড়ল, শঙ্কিত ভাবে। আমি এই

www.BanglaBook.org

ভেবে অবাক হলাম যে এতক্ষণ এদের কাউকেই আমি দেখতে পাইনি। শেষ নাম— সেলেস্তের— ডাকবার সময় আমি দেখলাম ওর পাশে কোট গায়ে বসে আছেন রেস্তোরাঁ-র সেই রোবট মহিলা। উনি আমাকে খুব তীক্ষ্ম নজরে দেখছিলেন। কিন্তু আমার সে দিকে মন দেবার সময় ছিল না কারণ এই সময় জজ আবার বলতে শুরু করলেন। উনি বললেন বিচার বিতর্ক তখনই শুরু হবে এবং দর্শক সাধারণকে শান্ত থাকতে হবে এটা বলা বাহুল্য। আরও বললেন এই বিচারে সওয়াল জবাব চলাকালীন উনি সকল সময়েই এক প্রকৃত নিরপেক্ষ মধ্যস্থের ভূমিকা নেবেন। জুরিদের সিদ্ধান্তকে এক ন্যায় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হবে এবং সামান্যতম গোলমালের সুত্রপাতে উনি এজলাসঘর খালি ক'রে দিতে বাধ্য হবেন।

গরম বাড়তে থাকল, আমি দেখলাম দর্শকদের মধ্যে অনেকে খবরের কাগজ নিয়ে নিজেদের হাওয়া করছেন। সারা ঘরে কাগজের মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জজের ইঙ্গিতে আরদালি তিনটি হাতপাখা ওঁদের তিনজনকে এনে দিলে ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে তার সদ্ব্যবহার শুরু করলেন।

আমার সওয়াল শুরু হ'ল। জজ প্রশ্ন করলেন। উনি শান্তভাবে— এবং আমার মনে হ'ল— বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে, আমাকে প্রশ্ন করছিলেন। আমাকে আবারও আমার পরিচয় দিতে বলা হ'ল। আমার বিরক্তি সত্ত্বেও আমার মনে হ'ল এটা স্বাভাবিক কারণ এ রকম গুরুতর ব্যাপারে যদি শেষ পর্যন্ত ভুল ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয় তবে সেটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। পরে জজ আমার অপরাধের বিবরণ দিতে শুরু করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে উনি প্রতি তৃতীয় বাক্যের শেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন 'কি ঠিক তো?' আর আমি আমার উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী ব'লছিলাম 'হ্যাঁ, স্যার'। এতে বহু সময় গেল কারণ জজ সমস্ত খুঁটিনাটির বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছিলেন। সাংবাদিকেরা সমস্ত লিখে নিচ্ছিল। এ সবের মাঝে আমি অনুভব করছিলাম সেই তরুণ সাংবাদিকটি ও রোবট মহিলা একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন। 'ট্রামের বেঞ্চর' লোকেরা সকলেই জজরে দিকে তাকিয়ে ছিল। জজ কিছু কাগজ পত্র উল্টে, আস্তে গলাখাঁকারি দিয়ে, হাত পাখা নাড়তে নাড়তে আমার দিকে চেয়ে কথা শুরু করলেন।

উনি বললেন, এর পর উনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন যা আপাতদৃষ্টিতে এই মামলার সঙ্গে জড়িত নয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার অপরাধের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক আছে। আমি বুঝতে পারলাম উনি আমার মায়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন। এই বিষয়টি যে আমার কাছে কত বিরক্তিকর তাও আমার মনে হ'ল। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়েছিলাম কেন। জবাবে আমি বললাম বাড়িতে লোক রেখে মাকে দেখাশুনা করবার মতো সঙ্গতি আমার ছিল না। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও ক্ষতি হয়েছিল কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। আমার মা বা আমি কেউই একে অপরের নিকট— অথবা অন্য কারোর নিকট— কোনও প্রত্যাশা রাখতাম না কাজেই আমরা আমাদের নূতন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, আমি জবাব দিলাম। জজ বললেন উনি এ বিষয়ে আমাকে চাপ দিতে চাননা এবং সরকারী উকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর কোনও প্রশ্ন আছে কি না।

সরকারী উকিল আধা পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, মহামান্য আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি আমার কাছে জানতে চান, একা আমি জলধারার দিকে গিয়েছিলাম আরবটিকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে কিনা। আমি বললাম 'না'। তবে কেন অস্ত্র সঙ্গে নিয়েছিলাম এবং কেন ঠিক ঐ জায়গায়ই গিয়ে পৌঁছেছিলাম। 'সেটা একটা আকস্মিক ঘটনা' আমি বললাম। 'ঠিক আছে, এখনকার মতো এই যথেষ্ট' এক অশোভন সুরে সরকারি উকিল বললেন। এর পরের কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, যাই হোক জজ আমার উকিল ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলেন, আদালত এখন মুলতুবি থাকবে। সাক্ষীদের জবানবন্দি বিকেলের অধিবেশনে পেশ করা হবে।

কী ঘটেছে ভাল ক'রে বুঝবার আগেই আমাকে গাড়িতে তোলা হ'ল এবং কারাগারে আমার কুঠরিতে নিয়ে গিয়ে আমাকে দুপুরের খাবার দেওয়া হ'ল। এর খুব অল্পপরেই, যখন আমি অনুভব করতে শুরু করেছি যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমাকে আবার গাড়িতে তুলে ফেরৎ নিয়ে আসা হ'ল। সেই একই ঘরে একই মুখগুলির সামনে আমি আবার এসে দাঁড়ালাম। তফাৎ এই যে এখন গরম আরও বেড়েছে এবং মনে হ'ল এক অলৌকিক ভাবে, প্রত্যেকের, সমস্ত জুরিগণ, আমার উকিল, সরকারি উকিল, ও কিছু সাংবাদিকের— হাতেই এখন হাতপাখা। তরুণ সাংবাদিকটি ও রোবট মহিলা তখনও ছিলেন কিন্তু ওঁর পাখার হাওয়া খাচ্ছিলেন না এবং নীরবে আমাকে দেখছিলেন।

মুখের ঘাম মুছে দাঁড়ালাম। যতক্ষণে উপলব্ধি করেছি আমি কে এবং কোথায়, আমি শুনতে পেলাম আশ্রমাধ্যক্ষকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকা হ'ল। ওঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, মা আমার সম্বন্ধে নালিশ করতেন কি না। উনি বললেন হ্যাঁ, করতেন কিন্তু আশ্রমবাসীরা প্রায় সকলেই সেরকম নালিশ নিজ নিজ নিকট আত্মীয়দের সম্বন্ধে করতেন। জজ বিশেষ ভাবে জানতে চাইলেন মা তাঁকে আশ্রমে দেওয়া নিয়ে নালিশ করতেন কি না। এবারেও অধ্যক্ষ আবার ইতিবাচক উত্তর দিলেন কিন্তু সঙ্গে আর কিছু যোগ করলেন না। আর এক প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন মায়ের সমাধির দিনে তিনি আমার শান্ত ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। শান্ত বলতে উনি কি বোঝাতে চাইছেন এ কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। উনি নিজের জুতোর ডগার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, আমি মায়ের দেহ দেখতে চাইনি, আমি একবারও কাঁদিনি এবং দেহ সমাধিস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বিদায় নিয়েছি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মায়ের সমাধি স্থলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা না ক'রে। আরও একটা ব্যাপারে উনি অবাক হয়েছিলেন, শববাহীদের একজন কর্মচারী ওঁকে বলেছে যে আমি নাকি মায়ের বয়স জানতাম না। এজলাসে এক স্তব্ধতা নেমে এল। পরে জজ জিজ্ঞাসা করলেন উনি আমার সম্বন্ধেই এই কথাগুলি বলছেন কি না। অধ্যক্ষ প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে না পারায় জজ বললেন আইনানুযায়ী ওঁকে এই প্রশ্ন ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে নিতে হচ্ছে। এর পর জজ সরকারি উকিলের কাছে জানতে চাইলেন ওঁর এই সাক্ষীকে কোনও প্রশ্ন আছে কি না। সরকারি উকিল উচ্চস্বরে বললেন 'না না! এই যথেষ্ট!' কথাগুলি উনি এত জোর দিয়ে ও এমন এক বিজয়ীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম বোকার মতো কাঁদতে ইচ্ছে হ'ল আমার। আমি বুঝতে পারলাম এরা সবাই আমাকে কত ঘৃণা করে।

অন্য জজদের ও আমার উকিলকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তাদের কোনও প্রশ্ন আছে কি না। এর পর দারোয়ানকে ডাকা হ'ল। অন্য সকলের মতো এঁকে দিয়েও একই অনুষ্ঠান সকল পালন করানো হ'ল। কাঠগড়ায় দাঁড়াবার পর সে আমার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। ওকে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হ'ল ও তার জবাব দিল। ও বলল, আমি মায়ের দেহ দেখতে চাইনি, আমি ধূমপান করেছি, আমি ঘুমিয়েছি এবং আমি দুধ দেওয়া কফি খেয়েছি। আমি অনুভব করলাম সারা এজলাসে আমার বিরুদ্ধে এক মনোভাব গড়ে উঠছে আর এই প্রথম আমার মনে হ'ল আমি সত্যিই এক অপরাধী। কফি ও সিগারেটের বৃত্তান্ত দরওয়ানকে পুনরাবৃত্তি করতে বলা হ'ল। শুনে সরকারি উকিল এক বিদ্রুপ মিশ্রিত ঘৃণার চোখে আমার দিকে তাকালেন। এই সময় আমার উকিল দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন সেও আমার সাথে ধূমপান করেছিল কি না। সরকারি উকিল ভীষণ প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ালেন। 'এখানে অপরাধী কে? আর বাদীর সাক্ষীকে কলঙ্কিত ক'রে এই অখণ্ডনীয় সাক্ষ্যের মূল্য কমাতে চাইবার এটা কিরকম উপায়?' কিন্তু জজ শেষ পর্যন্ত দরওয়ানকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে বললেন। 'আমি জানি কাজটা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু উনি যখন আমাকে সিগারেট দিতে চাইলেন প্রত্যাখ্যান করতে আমার সাহস হয়নি' সঙ্কোচের সঙ্গে সে জবাব দিল। এর পর আমাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল আমার কিছু বলার আছে কি না। 'না' আমি বললাম— 'সাক্ষী ঠিকই বলেছেন, আমিই ওঁকে সিগারেট দিয়েছিলাম।' দরোয়ান অবাক হয়ে এক কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। কিছু ইতস্তত করার পরের সে বলল যে আসলে সেই আমাকে কফি এনে দিতে চেয়েছিল। আমার উকিল বিজয়গর্বে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আশা করি জুরি মহোদয়গণ এর তাৎপর্য অনুধাবন করবেন।' কিন্তু আমার উকিলের স্বরকে ছাপিয়ে সরকারি উকিল বললেন 'নিশ্চয়ই। জুরি মহোদয়গণ সঙ্গে সঙ্গে এটাও সিদ্ধান্ত নেবেন যে এক অপরিচিত ব্যক্তি কফি দিতে চাইতে পারে কিন্তু তার জন্মদাত্রীর মৃতদেহের সামনে সন্তানের উচিৎ ছিল সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কফি প্রত্যাখ্যান করা।' দরোয়ান নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

যখন তমাস পেরেজ-এর ডাক পড়ল, একজন আরদালিকে ওঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে সাহায্য করতে হ'ল। পেরেজ বললেন, উনি কেবল আমার মাকেই চিনতেন এবং আমাকে কেবল একবারই দেখেছেন, মায়ের সমাধির দিনে। ওঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল ঐ দিন আমি কি করেছিলাম, উনি বললেন -'দেখুন, আমি নিজে ঐ দিন প্রচণ্ড শোকগ্রস্ত ছিলাম। আমি কিছুই দেখিনি। আমি শোকে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এটা ছিল আমার কাছে এক মস্ত বড়ো শোকাঘাত। এমনকি গোরস্থানে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কাজে কাজেই এই ভদ্রলোকের দিকে আমি কোনও নজর দিতে পারিনি।' সরকারি উকিল জিজ্ঞাসা করলেন তিনি অন্তত আমাকে কাঁদতে দেখেছিলেন কিনা। পেরেজ উত্তর করলেন— 'না'। সরকারি উকিল বললেন 'জুরি মহোদয়গণ! আশা করি এই উত্তরের কথা স্মরণ রাখবেন।' আমার উকিল উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ও-আমার ধারণায়-এক অনাবশ্যক ঔদ্ধত্যের সঙ্গে পেরেজ-কে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি কি নিশ্চিত যে উনি কাঁদেননি?' পেরেজ এবারেও জবাব দিলেন-'না'। এজলাসের হাসির রোল উঠল। আমার উকিল গাউনের একটা হাতা গুটিয়ে নিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেন 'আপনারা দেখুন এই সওয়ালের প্রকৃত চরিত্র। সব কিছুই সত্য এবং কোনও কিছুই সত্য নয়।' সরকারি উকিল কান না দিয়ে নিরাসক্ত মুখে পেন্সিল দিয়ে হাতের ব্রীফের উপর আঁকিবুকি কাটতে লাগলেন।

পাঁচ মিনিট বিরতি দেওয়া হ'ল। এই সময়ে আমার উকিল আমাকে এসে বললেন মামলা আমাদের অনুকূলে যাচ্ছে। এর পর সেলেস্ত্-কে ডাকা হ'ল, বিবাদীপক্ষের সাক্ষী হিসাবে। বিবাদী পক্ষ মানে আমি। সেলেস্ত্ মাঝে মাঝেই আমার দিকে তাকাচ্ছিল আর হাতের মধ্যে ওর পানামা টুপিটি নিয়ে কচ্‌লাচ্ছিল। কোনও কোনও রবিবারে আমার সাথে রেসের মাঠে যাওয়ার জন্য যে নতুন সুটটি পরত সেইটি পরে এসেছে। কিন্তু সার্ট-এর উপর কলারটা লাগিয়ে উঠতে পারেনি, শুধু একটা পিতলের বোতাম দিয়ে জামার গলাটা আটকানো ছিল। আমি ওর রেস্তোরাঁ-র নিয়মিত খরিদ্দার কি না জিজ্ঞাসা করাতে ও জবাব দিল— 'হ্যাঁ, শুধু তাই নয় আমার বন্ধুও বটে।' আমার সম্বন্ধে ওর কি ধারণা জিজ্ঞাসা করায় ও বলল আমি একজন মানুষের মতো মানুষ। এর মানে কি জিজ্ঞাসা করায় ও বলল সবাই জানে এর মানে কি। ও কি লক্ষ করেছে আমি একজন চাপা প্রকৃতির লোক? 'আমি শুধু এইটুকু জানি যে কিছু বলবার না থাকলে ও অযথা কথা বলে না'- সেলেস্ত্ বলল। সরকারি উকিল জানতে চাইলেন আমি সময় মতো হোটেলের বিল মেটাতাম কি না। সেলেস্ত্ হেসে বলল 'এ সমস্ত ছোটোখাটো বিষয় আমাদের নিজেদের মধ্যেকার ব্যাপার।' আমার অপরাধ সম্বন্ধে তার কি ধারণা জানতে চাওয়ায় সে কাঠগড়ার রেলিং-এর উপর হাত রেখে বলতে শুরু করল। বোঝা

www.BanglaBook.org

গেল সে কিছু বলবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। 'আমার মতে এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা।' সবাই জানে 'দুর্ভাগ্য' কি। 'দুর্ভাগ্য' মানুষকে একেবারে অসহায় করে ফেলে। আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণরূপে এক দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা।' ও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু জজ বললেন 'ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ'। হঠাৎ বাধা পেয়ে সে চুপ ক'রে গেল একং একটু পরে বলল তার আরও কিছু বলবার আছে। তাকে সংক্ষেপে বলতে বলা হল। সে আবারও বলল এটা একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা। জজ বললেন 'হ্যাঁ। সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা এখানে এই ধরণের দুর্ঘটনার বিচারের জন্যই বসেছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' ও বুঝল আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা ও ক্ষমতার শেষ সীমায় ও পোঁছেছে। আমার দিকে তাকাল। ওর চোখ ছলছল করছিল এবং ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। যেন বলতে চাইছিল 'বন্ধু! আমার যতদূর সাধ্য করেছি।' আমি কিছু বললাম না বা কোনও ইঙ্গিত করলাম না। কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমার একজন পুরুষকে চুমু খাবার ইচ্ছে হল। জজ আবারও ওকে কাঠগড়া থেকে নামতে বললেন। সেলেস্ত্ নেমে এজলাসে গিয়ে বসল। এরপর সারাক্ষণ সে, পানামা টুপি হাতে, হাঁটুর উপর কনুই দুটো রেখে, একটু সামনে ঝুঁকে বসে মন দিয়ে সব শুনছিল।

মারী এল। টুপি মাথায় ওকে আগের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমার ওকে খোলা চুলেই বেশি ভালো লাগে। যেখানে আমি বসেছিলাম সেখান থেকে ওর হাল্কা নরম স্তনের আভাস দেখতে পাচ্ছিলাম আর সেই পরিচিত, ঈষৎ স্ফীত অধরটি। খুব শঙ্কিত দেখাচ্ছিল মারীকে। প্রথম প্রশ্ন ছিল সে আমাকে কবে থেকে চেনে। যে সময়ে সে প্রথম আমাদের দফ্তরে কাজ নিয়েছিল সেই সময়ের উল্লেখ করল মারী। জজ জানতে চাইলেন আমার সঙ্গে ওর কিরকম সম্পর্ক। ও বলল ও আমার গার্ল-ফ্রেণ্ড। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ও বলল, এ কথা ঠিক যে ও আমাকে বিয়ে করবে বলেছে। সরকারি উকিল, যিনি এতক্ষণ নীরবে ব্রীফের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, অতর্কিতে জিজ্ঞাসা করলেন কবে থেকে আমাদের দৈহিক সম্পর্ক শুরু হয়েছে, মারী তারিখ বলল। এক হাল্কা নিরাসক্ত কণ্ঠে সরকারি উকিল বললেন -'মনে হচ্ছে তারিখটা আসামির মায়ের মৃত্যুর পর দিনের তারিখ।' এর পর উনি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন, এই স্পর্শকাতর বিষয়ে মারীকে উনি চাপ দিতে চাননা এবং তার সঙ্কোচের কারণ তিনি ভালই বুঝতে পারেন তবুও (এখানে ওঁর গলার স্বর কঠিন হয়ে এল) কর্তব্যের খাতিরে ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার উর্দ্ধে ওঁকে উঠতে হচ্ছে। অতঃপর উনি মারীকে, যেদিন আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম, সেইদিনের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে বললেন। মারী প্রথমটা কিছুতে বলতে চায়নি কিন্তু সরকারি উকিলের চাপে অবশেষে মারী আমাদের স্নানের কথা, সিনেমা যাওয়া এবং রাতে আমাদের একত্রে আমার ফ্ল্যাটে কাটাবার কথা বলল। এর আগে থানায় মারীর দেওয়া এজাহারের উপর ভিত্তি ক'রে ঐ দিনের সিনেমা প্রোগ্রাম

www.BanglaBook.org

সম্বন্ধে তিনি খোঁজখবর নিয়েছেন,— সরকারি উকিল বললেন। 'মারী নিজেই বলুক ঐ দিন ওরা দুজনে কি ছবি দেখতে গিয়েছিল।' সরকারি উকিল যোগ করলেন। অতি অস্ফুট স্বরে মারী বলল সেটা ছিল 'ফার্ণান্দেল' এর একটা বই। মারী-র কথা শেষ হওয়ার পর এজলাস ঘর সম্পূর্ণ নিঃস্তব্ধ। সরকারি উকিল গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে, এক আবেগকম্পিত কিন্তু পরিষ্কার স্বরে ধীরে ধীরে বললেন— 'জুরি মহোদয়গণ, এই সেই ব্যক্তি, যে মায়ের মৃত্যুর পরের দিন স্নানাগারে সাঁতার কাটতে যায়, এক অবৈধ সংসর্গ শুরু করে এবং এক কমিক ছবি দেখে হাসতে যায়। আমার আর বলার কিছুই নেই।'

উনি বসলেন, এজলাস একেবারে নিস্তব্ধ। হঠাৎ মারী কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল— সরকারি উকিল সমস্তটাই ভুল বুঝেছেন, ব্যাপারটা মোটেই ওরকম নয়। সে যা বলতে চেয়েছিল জোর ক'রে তাকে দিয়ে তার উল্টোটা বলানো হয়েছে। সে আমাকে ভালো ভাবে জানে এবং সে জানে আমি কোনও অন্যায় করিনি। কিন্তু জজ-এর ইঙ্গিতে আরদালি এসে মারী-কে নিয়ে গেল। শুনানি চলতে লাগল।

এর পরের সাক্ষীদের জবানি কেউই আর মন দিয়ে শুনল না। কাজেই যখন মার্সঁ এসে বলল যে আমি এক সৎ 'আর তা ছাড়া' একজন সাধু ব্যক্তি তখন সে কথা কারো মনে দাগ কাটলো না। কিম্বা যখন সালামানো এসে বলল ওর কুকুরকে আমি ভালোবাসতাম তখনও কেউ ওর দিকে মন দিলনা। এর পর এক প্রশ্নের উত্তরে সালামানো যখন বলল আমার ও আমার মায়ের মধ্যে মানসিক যোগাযোগ ছিল না তাই আমি আমার মাকে আশ্রমে পাঠিয়েছিলাম সে কথাও কেউ ভালো ক'রে শুনল না। 'বুঝতে চেষ্টা করুন' সালামানো বলল 'ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন।' কিন্তু কেউই বুঝবার চেষ্টা করল না। বুড়ো সালামানোকে কাঠগড়া থেকে নিয়ে যাওয়া হল।

এর পর শেষ সাক্ষী রেমঁ-র পালা এল। আমার দিকে অল্প হাত নেড়ে রেমঁ কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করল আমি নির্দোষ। জজ ওকে ধমক দিয়ে বললেন এখানে ওকে মতামত দেবার জন্য ডাকা হয়নি, ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে বলা হচ্ছে। 'আপনাকে যা প্রশ্ন করা হবে আপনি শুধুমাত্র তার জবাব দেবেন' জজ বললেন। নিহত ব্যক্তির সঙ্গে রেমঁ-র সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করা হল। এই জবাব দেবার সুযোগ নিয়ে রেমঁ বলল নিহত ব্যক্তির রেমঁ-র উপরেই আক্রোশ ছিল, আমার উপর নয় কারণ রেমঁ-ই তার বোনকে মারধোর করেছিল। জজ জিজ্ঞাসা করলেন নিহত ব্যক্তির আমার উপরেও ক্রোধের কোনও কারণ ছিল না। রেমঁ জবাব দিল ঐ দিন সমুদ্রতীরে আমার উপস্থিতি নেহাৎই ঘটনাচক্রে ঘটেছিল। সরকারি উকিল প্রশ্ন করলেন— যে চিঠিটি সব গণ্ডগোলের মূলে সেটা যে আমি লিখে দিয়েছিলাম এটাই বা কি ক'রে সম্ভব হল। রেমঁ উত্তর দিল সেও ঘটনাচক্রে। সরকারী উকিল প্রত্যুত্তরে বললেন দেখা যাচ্ছে যে এই মামলায়

www.BanglaBook.org

'ঘটনাচক্র'ই অধিকাংশ দুষ্কর্মের মূলে। তিনি জানতে চাইলেন রেমঁ যখন তার রক্ষিতাকে মারছিল তখন আমি যে কোনও বাধা দিতে যাইনি সে কি ঘটনাচক্রে? থানায় গিয়ে আমি ওর হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম সেও কি ঘটনাচক্রে? আমার সাক্ষ্য যে অতিমাত্রায় রেমঁ-র অনুকূলে ছিল সেও কি এই ঘটনাচক্রে? শেষে তিনি জানতে চাইলেন রেমঁ কি ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এবং রেমঁ জবাবে বলল ও 'স্টোরকীপার' এর কাজ করে। সরকারি উকিল জুরিদের জানালেন একথা সবাই জানে যে সাক্ষী বেশ্যাদের দালালি করে এবং আমি ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দুষ্কর্মের সহকারী। উনি আরও বললেন এই অপরাধের পিছনে আছে সমাজের নিম্নস্তরের অতি জঘন্য ঘটনাবলী এবং সেগুলি আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে আমার মতো এক বিবেকহীন দানবের জন্য। রেমঁ নিজের স্বপক্ষে কিছু বলতে চাইল এবং আমার উকিলও প্রতিবাদ করে উঠলেন কিন্তু সরকারি উকিলকে তাঁর বিবৃতি শেষ করতে দেবার জন্য ওদের চুপ করতে বলা হল। 'আমার আর বিশেষ কিছুই যোগ করার নেই' সরকারি উকিল বললেন। উনি কি আপনার বন্ধু?' রেমঁ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। 'হ্যাঁ' রেমঁ বলল 'ও আমার দোস্ত'। সরকারি উকিল আমাকেও ঐ প্রশ্ন করলেন। আমি রেমঁ-র দিকে তাকালাম, ও আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলনা। আমি বললাম 'হ্যাঁ'। সরকারি উকিল জজদের দিকে তাকিয়ে বললেন 'এই সেই ব্যক্তি যে মায়ের মৃত্যুর পর দিনই অত্যন্ত লজ্জাহীনের মতো কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়। এই সেই ব্যক্তি যে সমাজের নিচের তলার জঘন্য যৌন বিবাদের নিষ্পত্তি করার জন্য এক নিরর্থক নরহত্যা করে।'

সরকারি উকিল নিজের জায়গায় বসলেন। এদিকে আমার উকিলের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে দুই বাহু তুলে উনি চিৎকার শুরু করলেন। গাউনের ঢোলা হাতা গড়িয়ে পড়াতে ওর সাদা সার্ট-এর মাড় দেওয়া হাতা দুটি বেরিয়ে পড়ল। 'আমার মক্কেলকে কি তার মাকে সমাধি দেওয়ার অপরাধে বিচার করা হচ্ছে না এক নরহত্যার অপরাধে?' এজলাসে হাসির রোল উঠল। সরকারি উকিল আবার উঠে দাঁড়ালেন, গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তিনি বললেন— এই দুই ঘটনার মধ্যে যে এক গভীর, দুঃখজনক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সেটা না দেখতে পাওয়ার জন্য মাননীয় বিবাদী পক্ষের উকিলের আশ্চর্য ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। 'হ্যাঁ' উনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন 'আমি আসামিকে এক জঘন্য অপরাধীর মন নিয়ে তার মাকে সমাধি দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত করছি।' এই কথাগুলি জুরি ও জনসাধারণের মনে বেশ দাগ কেটেছে মনে হল। আমার উকিল কাঁধ ঝাঁকিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। কিন্তু উনি বেশ দমে গেছেন দেখলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমার কেস খুব ভাল ভাবে এগোচ্ছে না।

সেদিনের মতো শুনানি শেষ হল। বিচারালয় থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠবার সময়ে অল্পক্ষণের জন্য আমি গ্রীষ্মের সন্ধ্যার বর্ণ ও গন্ধের স্পর্শ পেলাম। আমার

www.BanglaBook.org

চলমান কারাগারের অন্ধকার থেকে একের পর এক আমি চিনে নিলাম আমার প্রিয় শহরের সন্ধ্যার— যে সন্ধ্যায় আমি নিজেকে তৃপ্ত মনে করতাম— পরিচিত শব্দগুলিকে, যেন আমার ক্লান্তির তলদেশ থেকে সেই শব্দগুলি উঠে আসছে। শান্ত হয়ে আসা পরিবেশে খবরের কাগজওয়ালার চিৎকার, পার্কে পাখীগুলির শেষ কাকলি, স্যান্ডউইচ্ বিক্রেতার আওয়াজ, শহরের চড়াইয়ের রাস্তায় বাঁকের মাথায় ট্রামের চাকার কান্না ও বন্দরে রাত্রি ঢলে পড়ার আগে আকাশ থেকে নেমে আসা মৃদু গুঞ্জন। এক অন্ধের অতি পরিচিত রাস্তা দিয়ে শব্দ ও গন্ধের যষ্টি ধরে এগিয়ে যাওয়ার মতো আমি এইসব পরিচিত শব্দের মধ্যে দিয়ে আমার কারাগারে ফিরে গেলাম।

এই সেই সন্ধ্যা যখন— সে ক-তো দিন আগে— আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত বোধ করতাম। তখন আমার জন্য অপেক্ষা করত যে নিদ্রা— সব সময়েই তা ছিল লঘু এবং স্বপ্নবিহীন। সেই একই রাত্রি আজ ও আছে কিন্তু আজ কত ভিন্ন! আমি ফিরে যাচ্ছি আমার কারাগারের কুঠরিতে, মনে কালকের জন্য দুঃশ্চিন্তা। তাই ভাবি— গ্রীষ্মের পরিচিত রাস্তা কখনোও নিয়ে যেতে পারে কারাগারে, কখনও বা শান্ত, স্বপ্নবিহীন নিদ্রায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

৪

এক অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও নিজের সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে নেহাৎ মন্দ লাগত না। সরকারি উকিল ও আমার উকিল দু'জনেই বিবৃতি দেবার সময়ে আমার সম্বন্ধে বহু কথা বলছেন। আমি বলতে পারি আমার অপরাধ সম্বন্ধে ততো আলোচনা হয়নি যতো আমার সম্বন্ধে হয়েছে। এঁদের দু'জনের বক্তৃতার মধ্যে খুব বেশি কি তফাৎ ছিল? আমার উকিল হাত দুটি উপরে তুলে বক্তৃতা করার সময়ে স্বীকার করেছেন আমি অপরাধী কিন্তু আমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। সরকারি উকিলও দু' হাত আকাশের দিকে তুলে আমার অপরাধের নিন্দা করেছেন— বলেছেন এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। এ সবের মাঝে একটা ব্যাপার আমার কাছে সামান্য বিরক্তিকর লেগেছে। আমার সম্বন্ধে এই সব চিত্তাকর্ষক আলোচনা শুনতে শুনতে মাঝে মধ্যে আমার ওঁদের বাধা দিয়ে কিছু বলবার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু আমার উকিল আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন 'আপনি চুপ করুন। আপনার কিছু না বলাই ভাল।' আমার বিচার করতে বসে ওঁরা আমাকেই সমস্ত ব্যাপারটা থেকে সরিয়ে রাখতে চাইছিলেন। যেন আমার মতামতের কোনও মূল্যই নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ওঁদের থামিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলি 'শুনুন মহাশয়গণ! আখেরে বিচার কার হচ্ছে? আমার নয় কি? বিচারে আসামিরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আর আসামি হিসেবে আমার কিছু বলবার আছে।' কিন্তু আবার চিন্তা ক'রে মনে হয়েছে আসলে আমার বলবার কিছুই নেই। আর তা ছাড়া কতক্ষণ আর নিজের সম্বন্ধে শুনতে ভাল লাগে। বিশেষত সরকারি উকিলের বক্তৃতা আমাকে খুব দ্রুত ক্লান্ত ক'রে দিত। তবে ওর কোনও কোনও অঙ্গভঙ্গি, বা বিশেষ বাচনশৈলী, অথবা আমাকে দোষারোপ ক'রে কোনও দীর্ঘ বিবৃতি আমার মনে দাগ কেটেছে।

ওঁর মতে— যদি আমি ঠিক বুঝে থাকি— এ অপরাধ আমি পূর্বসিদ্ধান্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অনুযায়ী মনস্থির ক'রেই করেছিলাম। অন্তত সেটাই উনি দেখাতে চাইছিলেন। 'জুরি মহোদয়গণ আমি আপনাদের নিকট এর প্রমাণ দেব। দু'ভাবে প্রমাণ দেব। প্রথমত দেখুন অপরাধের মূল ঘটনাবলী যা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার এবং দ্বিতীয়ত দেখুন অপরাধীর অন্ধকারময় চরিত্রের দিকে।' মায়ের মৃত্যুদিন থেকে উনি শুরু করলেন। ওই দিন আমার হৃদয়হীনতার কথা উনি বললেন। আমি মায়ের সঠিক বয়স জানতাম না সেকথা উনি বললেন। পরদিন আমার সাঁতারে যাওয়া, সঙ্গিনীর সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া, ফার্নান্দেলের কমিক ছবি দেখা ও পরে মারীর সঙ্গে রাতে ঘরে ফেরা। এ সব যখন বলছিলেন আমার মাঝে মাঝে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ মারীর সম্বন্ধে উনি বলেছিলেন 'অপরাধীর উপপত্নী'। আমার কাছে ওতো শুধুই মারী। এর পর উনি রেমঁ-র কথা বললেন। উনি যা বলেছিলেন সবই ঠিকঠাক বলছিলেন এবং ওঁর বিবরণ শুনে মনে হচ্ছিল যে সিদ্ধান্তে উনি যেতে চাইছেন তা অসম্ভব নয়। এটা ঠিকই যে রেমঁ-র পরামর্শ মতো রেমঁ-র রক্ষিতাকে চিঠিটা আমিই লিখেছিলাম। যার ফলে সেই মেয়েছেলেটি এই 'দুশ্চরিত্র' লোকটির কাছে ফিরে আসে এবং নিগৃহিতা হয়। উনি বললেন আমারই উস্কানিতে সাগরতীরে রেমঁ-র শত্রুদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয়েছিল যার ফলে রেমঁ আহত হয়। পরে রেমঁ-র কাছ থেকে পিস্তল চেয়ে নিয়ে একা সমুদ্রতীরে আমি ফিরে এসেছিলাম অসদুদ্দেশ্য নিয়ে। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই আমি আরবটিকে গুলি করি। এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমার কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য আমি আরও চারবার পরপর গুলি চালাই, অতি নিকট থেকে এবং ঠান্ডা মাথায়।

'জুরি মহোদয়গণ, আমি আপনাদের সামনে সমস্ত ঘটনাবলীর বিবরণ উপস্থিত করলাম যার পরিণামে এই অপরাধী সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। 'সম্পূর্ণ সজ্ঞানে' এই কথাটি উপর আমি জোর দেব। কারণ এখানে আমরা কোনও সাধারণ খুনের কথা বলছি না যাকে 'ক্ষণিক উত্তেজনাপ্রসূত আকস্মিক দুর্ঘটনা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। 'এবং ক্ষমার যোগ্য পরিস্থিতির' আওতায় আনা যেতে পারে। এই লোকটি— আপনারা লক্ষ ক'রে থাকবেন— বুদ্ধিমান। আপনারা একে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে শুনেছেন। প্রতিটি শব্দের ওজন বুঝে বুদ্ধিমানের মতো জবাব দিয়েছে। অতএব এটা হতে পারে না যে অপরাধী বুঝতে পারেনি সে কী করতে চলেছে।'

আমি শুনলাম আমাকে বুদ্ধিমান বলা হল। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারলাম না এক সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যেগুলি গুণ কি ক'রে এক অপরাধীর ক্ষেত্রে সেগুলিই তার বিরুদ্ধে অপরাধের এক প্রধান অভিযোগ হয়ে দাঁড়ায়। এসব ভাবতে ভাবতে আমি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চমক ভাঙল সরকারি উকিলের কথায়। 'সে কি একবারও তার কাজের জন্য কোনও অনুতাপ প্রকাশ করেছে? না—

www.BanglaBook.org

মহাশয়গণ কখনোই নয়। বিচার চলাকালীন সময়ের মধ্যে কোনও সময়ই সে তার কুকাজের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করেনি।' এর পর— আমি জানি না কেন— আমার দিকে ফিরে আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি বহুক্ষণ একই কথা বলে যেতে থাকলেন। অবশ্যই এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে উনি ঠিকই বলেছেন। আমি আমার কোনও কাজের জন্যই কখনো পশ্চাত্তাপ করিনি। কিন্তু আমার মনে হল উনি বাড়াবাড়ি করছেন। আমার ইচ্ছে হল ওকে বলি, বন্ধুর মতো বলি, প্রায় সাদরে বলি— আমি কখনোই আমার কোনও কাজের জন্য পশ্চাত্তাপ ক'রে উঠতে পারিনি। আমি সব সময়েই কী হবে সেই চিন্তায় মগ্ন থাকি আজ অথবা আগামীকালের চিন্তায়। কিন্তু এখন যে অবস্থায় আমাকে ফেলা হয়েছে, আমি কারো সঙ্গে ঐ সুরে কথা বলতে পারি না। বন্ধুভাব বা সদিচ্ছা প্রকাশ করবার কোনও অধিকার আমার এখন নেই। কাজেই আমি সরকারি উকিলের বক্তৃতায় মন দিলাম। উনি এখন আমার 'আত্মা' নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

তিনি বললেন তিনি আমার আত্মার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন সেখানে কিছুই নেই। 'একেবারেই কিছুই নেই, জুরি মহোদয়গণ'। সত্য বলতে আমার মধ্যে সাধারণ মানুষের মতো কিছুই নেই। আমি এক বিবেকহীন, সংবেদনহীন অমানবিক জীব। 'অবশ্যই আমরা এই জন্য ওকে দোষ দিতে পারব না। যে সমস্ত মানসিকতা এর মধ্যে নেই, বা আদৌ কখনো ছিল না তার জন্য একে দায়ী করা চলে না। কিন্তু এই আদালতে আমাদের নিষ্ক্রিয় সহনশীলতার উর্দ্ধে উঠে কঠিনতর সুবিচারের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত এই ক্ষেত্রে যেখানে এর মতো এক হৃদয়হীন মানুষ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।' উনি মায়ের প্রতি আমার ব্যবহারের কথা তুললেন। আগে বিচার চলাকালীন যেমন বলেছিলেন এখন সেগুলিরই আবার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু এখন উনি অনেক বেশি সময় নিয়ে আমার অপরাধের কথা বলতে থাকলেন। ওঁর বক্তৃতা এত দীর্ঘ হল যে শেষে আমি আর কিছু শুনছিলাম না শুধু বোধ করছিলাম দুপুরের গরম ক্রমশ বাড়ছে। এক সময় উনি থামলেন। কিছু পরে এক অতি নিচু, অত্যন্ত মর্মস্পর্শী স্বরে আবার শুরু করলেন। 'এই আদালত, মহাশয়গণ, আগামীকাল আর এক জঘন্যতম অপরাধের বিচারে বসবে। এক পিতৃঘাতীর বিচার।' ওঁর মতে এ-রকম অপরাধের কথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু উনি ভরসা রাখতে সাহস পাচ্ছেন যে এই আদালত, দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সেই দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবে। কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গে একথা বলতেও দ্বিধা করছেন না যে পিতৃহত্যার মতো জঘন্য অপরাধও ওঁর মনে যে ঘৃণা জাগায় আমার মতো নির্মম ব্যক্তির অপরাধের কাছে তা নগণ্য। 'এই ব্যক্তি তার মায়ের মৃত্যুর জন্য নীতিগতভাবে দায়ী এবং আর এক হত্যাকারীর মতোই— যে তার জন্মদাতা পিতাকে হত্যা করেছে— এও সমাজে বাসের অযোগ্য। এবং সত্যই এই ব্যক্তির অপরাধই দ্বিতীয় অপরাধের নজির। এ কথা বলা যায় যে প্রথম

www.BanglaBook.org

অপরাধ থেকেই দ্বিতীয় অপরাধের অধিকার জন্ম নিয়েছে।' 'আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি 'গলার স্বর উঁচু ক'রে উনি বললেন 'আপনারা আমার বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত মনে করবেন না যদি আমি বলি আগামীকাল যে অপরাধের বিচার হবে তার জন্যও কাঠগড়ায় বসা এই ব্যক্তিই দায়ী। অতএব এর সমুচিৎ শাস্তি বিধান হওয়া প্রয়োজন।' ঘামে ভেজা চকচকে মুখটি মুছবার জন্য উনি একটু সময় নিলেন। পরিশেষে উনি বললেন ওঁর কর্তব্য অত্যন্ত দূরূহ কিন্তু উনি তা কঠোরতার সাথে সম্পাদন করবেন। উনি বললেন— যে ব্যক্তি সমাজের অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুনগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ— সমাজের থাকবার তার কোনও অধিকার নেই। আর কৃপাপ্রার্থী হবারও আমার কোনও অধিকার নেই কারণ হৃদয় বলে কোনও বস্তুই আমার নেই।' 'আমি আপনাদের কাছে এই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করছি। এবং এই প্রার্থনা আমি এক পরিষ্কার বিবেকে করছি। আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে কর্তব্যের খাতিরে আমাকে বহুবার আসামির মৃত্যুদণ্ডের প্রার্থনা করতে হয়েছে। কিন্তু আজ এই আসামির মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করতে গিয়ে আমার বিবেক যত পরিষ্কার এমন আর কখনোই ছিল না। যে অতি উচ্চ এবং পবিত্র বিধানকে বিবেক মেনে চলে সেই বিবেকের নিকট আমার এই বেদনাময় দুরূহ কর্তব্য আগে কখনোই এত সমতুল, এত সমুচিৎ ও এত সমর্থিত মনে হয়নি কারণ এই লোকটির চেহারায় আমি এক হৃদয়হীন দানব ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনা এবং এর সামনে আমি ঘৃণায়, ত্রাসে সঙ্কুচিত হয়ে উঠি।'

সরকারি উকিল আসন গ্রহণ করলেন। এজলাসে এক দীর্ঘ নীরবতা। এদিকে আমি গরমে ও বিস্ময়ে অভিভূত। জজ আস্তে গলাখাঁকারি দিয়ে মৃদু স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কিছু বলতে চাই কিনা। আমার কিছু বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলাম কিন্তু তৈরি ছিলাম না তাই যা প্রথমে মাথায় এল তাই বললাম। আরবটিকে হত্যা করবার কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। জজ বললেন উনি আমার মন্তব্য মনে রাখবেন। উনি আরও বললেন এখন পর্যন্ত আদালত আমার স্বপক্ষে যুক্তিগুলি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। আমার উকিল বক্তব্য শুরু করবার আগে আমি কী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই কাজ করেছিলাম সেটা আমার কাছ থেকে জানতে পারলে উনি খুশি হবেন। আমি খুব দ্রুত বলতে লাগলাম এবং আমার কথাগুলি ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম আমি নিজেকে হাস্যকর ক'রে তুলছি। মূলত প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কারণে ঐ কাজ করেছিলাম— আমি বললাম। এজলাসে হাসির রোল উঠল। আমার উকিল হতাশায় কাঁধ ঝাঁকালেন। এর পরেই ওঁকে বক্তব্য রাখতে বলা হল। কিন্তু উনি বললেন বেলা গড়িয়ে গেছে এবং ওঁর বক্তৃতা সময় নেবে তাই উনি বিকেলের অধিবেশন পর্যন্ত আদালত মুলতুবি রাখার প্রার্থনা জানালেন। আদালত এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিকেলে যখন এলাম তখনও বড় সিলিং ফ্যানগুলি ঘরের ভারী হাওয়াকে আবর্তিত করছিল আর জুরিদের হাতে রঙ্গিন হাতপাখা গুলি এক তালে দুলছিল। আমার উকিলের বক্তৃতা কখনোই শেষ হবে না মনে হচ্ছিল। ওঁর বক্তৃতার মধ্যে হঠাৎ ওঁর কথা আমার কানে বাজল। 'এ কথা সত্য যে আমি খুন করেছি।' পরে উনি যতবারই আমার কথা উল্লেখ করেছিলেন 'আমি'— উনি বলছিলেন। আমি খুব অবাক হলাম, আমি আমার পাশের পুলিশের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন উনি এরকম বলছেন। পুলিশটি প্রথমে আমাকে চুপ করতে বলল ও একটু পরে বলল 'সব উকিলই এইভাবে কথা বলে।' আমার মনে হল এটাও আমাকে সমগ্র বিচার প্রথা থেকে দূরে সরিয়ে দেবার একটা কৌশল। উকিল নিজেকে অপরাধী হিসাবে ব্যক্ত ক'রে আমার মূল্য শূন্য ক'রে দিচ্ছেন। অবশ্য ততক্ষণে আমি মানসিক ভাবে এই এজলাস ও শুনানির থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি। তা ছাড়া আমার উকিলের বক্তৃতা আমার কাছে হাস্যকরভাবে দুর্বল মনে হচ্ছিল। উনি প্রথমে আমাদের উত্তেজনা ঘটানোর বিবরণ খুব দ্রুত শেষ করলেন। এর পর উনিও আমার 'আত্মা' নিয়ে পড়লেন। কিন্তু এঁকে সরকার পক্ষের উকিলের থেকে অনেক কম প্রতিভাবান মনে হল। 'আমিও এই অপরাধীর আত্মার খোঁজ করেছি।' উনি বললেন 'কিন্তু মাননীয় সরকাব. পক্ষের উকিল যেখানে কিছুই খুঁজে পাননি সেখানে আমার অভিজ্ঞতা বিপরীত। এক খোলা বইয়ের মতো আমি আসামির মানসিকতা অধ্যয়ন করেছি।' উনি 'পড়েছেন' যে আমি একজন সৎ ব্যক্তি, নিয়মনিষ্ঠ, অক্লান্ত পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত কর্মচারী। এক ব্যক্তি যে প্রতিবেশীদের প্রিয় যে অপরের দুঃখে সমব্যথী। ওঁর মতে আমি এক আদর্শ সন্তান, যতদিন সম্ভব, বাড়িতে রেখে মায়ের ভরণ পোষণ করেছে। অবশেষে যখন আমি দেখেছি, মাকে বাড়িতে রেখে সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া আমার সঙ্গতির বাইরে তখনই আমি মাকে বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিত করেছি। 'জুরি মহোদয়গণ' উনি বললেন 'আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে এই বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে এত শোরগোল তোলা হয়েছে। যদি এই আশ্রমগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ দরকার হয় তবে এ কথা মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে এগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্ট্রপরিচালিত।' শুধু মায়ের সমাধির দিনের কোনও কথা উনি তুললেন না। আমার মনে হল এটা একটা মস্ত ত্রুটি। এদের এই দীর্ঘ বাগাড়ম্বরে, ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন আমার 'আত্মা' নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমার মাথার মধ্যে সব এক বর্ণহীন জলের ঘূর্ণির মতো হয়ে উঠছিল।

শুধু মনে আছে শেষের দিকে, আমার উকিলের দীর্ঘ বক্তৃতার মাঝে, সমস্ত হল ও বারান্দাগুলি পার হয়ে আমার কানে এল রাস্তার কুলফিওয়ালার সুতীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজ। সেই সঙ্গে এল আমার জীবনের— যে জীবন আমি আর ফিরে পাব না, সেই জীবনের— দীনতম, প্রগাঢ়তম সুখস্মৃতিগুলি— গ্রীষ্মরাতের গন্ধ, আমার প্রিয়

www.BanglaBook.org

এলাকাগুলি, কোনও এক রাতের আকাশ, মারীর হাসি, ও তার রঙ্গিন পোষাক। এখনকার কার্যকলাপের নিরর্থকতা আমার টুঁটি চেপে ধরতে লাগল। যত শীঘ্র সম্ভব এসব শেষ ক'রে আমার কুঠরিতে ফিরে ঘুমের কোলে আশ্রয় পাবার জন্য আমি অধৈর্য হয়ে পড়লাম। ঝাপসা ভাবে শুনতে পেলাম আমার উকিল তাঁর শেষ আবেদন রাখছেন। তিনি আশা করছেন জুরিগণ একজন সৎ কর্মী, যে মুহূর্তের চিত্তবিক্ষেপে ভুল পথে গিয়েছে, তাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করবেন না। আমি তো এমনিই সারা জীবন অনুশোচনায় ভুগে শাস্তি পাব। অতএব তিনি আবেদন রাখছেন আমাকে 'ক্ষালনীয় পরিস্থিতির' সুযোগ দেবার জন্য। শুনানি মুলতুবি হ'ল। আমার উকিল পরিশ্রান্ত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। ওঁর সতীর্থগণ ওঁকে সাধুবাদ দিয়ে করমর্দন করবার জন্য এগিয়ে এলেন। 'দারুণ বলেছ ভায়া!' একজন আমাকে সাক্ষী মানলেন 'বেশ বলেছে -তাই না? আমি সায় দিলাম, কিন্তু আমার সমর্থন অকপট ছিল না কারণ আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম।

বেলা গড়িয়ে এল আর গরম কমতে থাকল। রাস্তা থেকে ভেসে আসা কোনও কোনও শব্দে আমি বুঝতে পারলাম বাইরে রাতের ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। এদিকে আমরা সকলে অপেক্ষা করেই চলেছি। সকলেই অপেক্ষা করছি কেবলমাত্র আমার জন্য। আমি আবার এজলাসঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। সবই প্রথম দিনের মতো। সেই ধূসর পোষাকের সাংবাদিক ও রোবট মহিলা একই ভাবে আমাকে দেখছেন। আমার মনে পড়ল সমস্ত শুনানি চলাকালীন আমি মারীর দিকে একবারও নজর করিনি। আমি ওকে ভুলিনি কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল। দেখলাম মারী সেলেস্ত্ ও রেমঁ-র মাঝে বসে আছে। আমার দিকে ছোট্ট ক'রে হাত নাড়ল যেন বলতে চায় 'অবশেষে!' ওর মুখে হাসি কিন্তু চোখে শঙ্কা দেখতে পেলাম। আমার মন পাথর হয়ে গেছে, আমি ওর হাসির প্রত্যুত্তর দিতে পারলাম না।

আদালত আবার বসল। জুরিদের খুব দ্রুত এক সার প্রশ্ন পড়ে শোনান হল। মাঝে মাঝে কোনও কথা আমি ধরতে পারলাম— 'নরহত্যার দায়ে দোষী', 'পূর্বপরিকল্পিত হত্যা', 'ক্ষালনীয় পরিস্থিতি' ইত্যাদি। জুরিরা বাইরে গেলেন। আমাকে আমার ছোট ঘরটিতে ফিরিয়ে আনা হল। আমার উকিল আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন। তিনি প্রচুর কথা বলছিলেন। উনি অন্য সময়ের থেকে অনেক বেশি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন সব ঠিক হয়ে যাবে, আমি মাত্র কয়েক বছরের কয়েদ বা দ্বীপান্তর শাস্তি নিয়েই এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম রায় আমার বিরুদ্ধে গেলে তাকে স্থগিত করা যাবে কি না। উনি বললেন সেটা সম্ভব হবে না। উনি কোনও আইনের ধারা নিয়ে আপত্তি তোলেননি কারণ তাতে জুরিরা আমাদের প্রতি বিমুখ হতে পারেন আর আইনগত আপত্তি ছাড়া রায় স্থগিত করা সম্ভব নয়।

www.BanglaBook.org

ওঁর কথা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হল। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে বোঝা যায় উনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন অন্যথায় অযথা কাগজ পত্রের কাজ বাড়ত। 'তা ছাড়া আমরা আপিল তো সব সময়েই করতে পারব। তবে আমার মনে হয় তার দরকার হবে না, আপনি খুব অল্পেই খালাস হবেন।'

আমরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করলাম— প্রায় পৌনে এক ঘন্টা। পরে এক ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পেলাম। 'আমি যাই' আমার উকিল বললেন 'জুরিদের দলনেতা ওঁদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। আপনাকে ডাকা হবে রায় ঘোষণার সময়ে।' দরজাগুলি বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলাম। সিঁড়িতে লোকের পায়ের শব্দ পেলাম , ঠিক বোঝা গেল না শব্দগুলি দূরে বা নিকটে। এজলাসে একজন গম্ভীর গলায় কিছু পড়ছেন শোনা গেল। আবার একটা ঘন্টার আওয়াজের সাথে দরজা খুললে আমি কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এজলাসের নীরবতা আমাকে যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল। এই নীরবতার সঙ্গে এল এক অদ্ভুত অনুভূতি যখন দেখলাম সেই যুবক সাংবাদিকটি আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। মারীর দিকে তাকাইনি। তাকাবার সময় পাইনি। তার আগেই শুনতে পেলাম মুখ্য জজ এক উদ্ভট আইনী ভাষায় ঘোষণা করছেন— ফরাসী জনগণের নামে সর্বসমক্ষে শিরশ্ছেদ ক'রে আমার প্রাণদণ্ড হবে। আমি সকলের মুখের দিকে দেখে তাদের মনোভাব বুঝতে পারলাম। আমার মনে হয় সকলেই আমাকে সমীহের চোখে দেখছিলেন। এমনকি পুলিশ দু'জনও আমার সঙ্গে নম্র ব্যবহার করল। আমার উকিল এসে আমার কব্জীতে হাত রেখে দাঁড়ালেন। আমি আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। মুখ্য জজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার কিছু বলবার আছে কি না। একটু চিন্তা ক'রে আমি বললাম 'না'। আমাকে আমার সেল-এ নিয়ে যাওয়া হল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

৫

এই নিয়ে তৃতীয় বার আমি কারাগারের পাদরির সঙ্গে সাক্ষাতকারে অসম্মত হলাম। আমার ওঁকে বলবার কিছু নেই, ওঁর সঙ্গে কথা বলবার কোনও ইচ্ছাই আমার নেই, আর তা ছাড়া খুব শিগ্‌গির আমাদের দেখা তো হবেই। এখন আমার প্রধান চিন্তা কি ক'রে গিলোটিনের হাত থেকে বাঁচা যায়। যা অবধারিত তার থেকে ত্রাণ পাবার কোনও রাস্তা আছে কি না। আমার সেল বদল করা হয়েছে। এই কুঠরিতে— শুয়ে থাকলে আমি আকাশ দেখতে পাই, আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আমার দিনগুলি কাটে আকাশের দিকে তাকিয়ে— দিন থেকে রাত পর্যন্ত তার রঙ বদলের চেহারা দেখে। মাথার নিচে হাত দুটি দিয়ে আমি শুয়ে থাকি আর প্রতীক্ষা করি। কত অসংখ্যবার আমি ভেবেছি এমন কোনও নজির আছে কি না যেখানে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদি শেষ মুহূর্তে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে, গিলোটিনের হাত থেকে পালাতে পেরেছে, পুলিশের বেষ্টনী ভেদে ক'রে উধাও হয়েছে। মৃত্যু দণ্ডের বিবরণগুলির সম্বন্ধে আরও ওয়াকিবহাল না হওয়ার জন্য আমার নিজের উপর রাগ হতে থাকে। এই বিষয়ে আমার আরও উৎসুক হওয়া উচিত ছিল। জীবনে কখন কী দুর্যোগ নেমে আসতে পারে কেউ বলতে পারে না। অন্য সকলের মতো আমি ও খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবরণ কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় কোনও বিশিষ্ট রচনাসংগ্রহ আছে, তবে আমি নিজে আগ্রহী হয়ে এ সম্বন্ধে কখনও পড়াশুনা করিনি। সেখানে হয়তো আমি এরকম শেষ মুহূর্তে কয়েদির নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার বিবরণ পেতাম। জানতে পারতাম অন্তত একবারের জন্যও চাকা থেমে গেছে, সৌভাগ্যক্রমে বা অদৃষ্টগুণে, ঘটনাচক্রের অমোঘ গতি অন্তত একবার পরিবর্তিত হবার সুযোগ পেয়েছে। শুধু একবার! আমার মনে হয় তা হলেই আমি খুশি হতাম। বাকিটা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

কল্পনা দিয়ে পূরণ ক'রে নিতাম। কাগজে প্রায়ই দেখি 'সমাজের নিকট ব্যক্তি বিশেষের ঋণের' কথা। সেই ঋণ শোধ করবার দায়িত্বের কথা। কিন্তু আমার কল্পনা এতে আকৃষ্ট হয় না। এখন আমার কাছে যা মূল্যবান তা হল এক নিস্কৃতির সম্ভাবনা— অমোঘ বিধানগুলির থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা— মূর্খের মতো এক দৌড় যার শেষে সকল আশার সম্ভাবনা। অবশ্যই 'আশা' মানে হয়তো দৌড়তে দৌড়তে রাস্তার মোড়ে পিঠে একটি বুলেট নিয়ে পড়ে যাওয়া। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখলে সে বিলাসিতাও আমার এই অবস্থায় করায়ত্ত নয়। আমার জন্য অপেক্ষা করছে গিলোটিন।

আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি এই নিষ্ঠুর পরিণতিকে মেনে নিতে পারছিলাম না। ভেবে দেখলে এই বিচাবের রায়ের ভিত্তি ও রায়ের পর থেকে তার অনিবার্য পরিণতির ভিতর এক প্রচণ্ড অসামঞ্জস্য রয়েছে। রায় যে রাত আটটার সময় দেওয়া হয়েছিল, বিকেল পাঁচটায় নয়, পরিস্থিতির সামান্য অদল বদল হলে যে রায় সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারত, যাঁরা রায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা যে তাঁদের অন্তর্বাস রোজ বদল করেন; রায় যে ঘোষণা করা হয়েছিল ফরাসী (অথবা চীনা অথবা জার্মান) জনগণ নামক এক অত্যন্ত অস্বচ্ছ অস্তিত্বের নামে; আমার মনে হয় এ সকলই এই রায়-এর গুরুত্ব অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। অথচ যে মুহূর্তে এই রায় ঘোষিত হয়েছিল সেই মুহূর্ত থেকে এই রায়ের পরিণতি নিশ্চিত, বাস্তব হয়ে গিয়েছিল, আমি যে দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়ে আছি সেই দেওয়ালের মতো স্থির ও বাস্তব।

আমার বাবার সম্বন্ধে মায়ের কতকগুলি কথা মনে পড়ছে। আমার বাবাকে আমি দেখিনি। আমি তাঁর সম্বন্ধে যা জেনেছি মায়ের কাছেই জেনেছি। একবার উনি এক খুনি আসামির মৃত্যুদণ্ড দেখতে গিয়েছিলেন। যাবার নামেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবুও উনি দেখতে গিয়েছিলেন এবং ফিরে সমস্ত সকালটা বমি করেছিলেন। তখন আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা অসহ্য মনে হয়েছিল। এখন আমি বুঝতে পারি এটা কতো স্বাভাবিক। আমি আগে কেন বুঝতে পারিনি— মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে গুরুতর আর কিছুই নেই— এমনকি বলা যায় পুরুষের পক্ষে এটাই একমাত্র চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। যদি কখনো আমি কারাগার থেকে ছাড়া পাই তবে আমি সব মৃত্যুদণ্ড দেখতে যাব। অবশ্যই এরকম সম্ভবনার কথা ভাবাও ভুল। এক মুহূর্তের জন্য আমি ভেবেছিলাম আমি মুক্ত, স্বাধীন— এক সারি পুলিশের পিছনে— যেন গণ্ডির অপরদিকে নিরাপরাধদের সঙ্গে— এক দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছি, যে পরে বাড়ি ফিরে বমি করতে পারবে। এই চিন্তা আমার চিত্তকে এক পাগল করা আনন্দের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিল। অবশ্যই এ ভাবে মনকে লাগামছাড়া ভাবে ভেসে যেতে দেওয়া অত্যন্ত বোকামি হয়েছিল কারণ কিছুক্ষণ পরে আমার এত শীত করতে লাগল যে কম্বলের নিচে আমার প্রচণ্ড কাঁপুনি এসে গেল। দাঁতে দাঁতে এমন ঠকাঠক আওয়াজ হতে থাকল যে আমি কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না।

www.BanglaBook.org

তবে সব সময়েই তো কেউ যুক্তিসঙ্গত কাজ করতে পারে না। আমার আর একটা লাগাম ছাড়া কল্পনার বিষয় ছিল নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা। শাস্তিগুলির রদবদল করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। যেমন— আমার মনে হত আসামিকে বাঁচবার অন্তত একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। হাজারে একটা সুযোগ হলেও সই। আমি এমন একটা রাসায়নিক পদার্থের কথা ভাবতাম যেটা খেলে দশজনের মধ্যে ন'জন রোগীই ('রোগী'— আমি ভাবতাম) মারা পড়বে। আসামিকে সব জানানো থাকবে এটা বলা বাহুল্য। কারণ ঠান্ডা মাথায় বহু চিন্তা ক'রে আমার মনে হল গিলোটিনের সব চাইতে বড়ো ত্রুটি হল এর থেকে বাঁচার কোনও উপায়ই নেই, একেবারেই নেই। রোগীর মৃত্যু অবধারিত। সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদের শেষে, শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, শেষ সিলমোহর মারা হয়ে গেছে। ফেরবার আর কোনও পথই নেই। যদি কোনও দুর্বিপাকে গিলোটিন অসফল হয় তবে আবার শুরু করা হবে। ফলস্বরূপ, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আসামি চাইবে গিলোটিন প্রথমবারেই সফল হোক। এটা, আমি বলব একটা বিরাট ত্রুটি। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, এটাই এক সংগঠনের সাফল্যের মূলে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে দোষীকে নীতিগতভাবে সহযোগিতা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অপরাধী নিজেই চাইবে সবকিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক।

আরও একটা জিনিস আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, এই বিষয়ে আমার ধারণা ভুল ছিল। আমি ভাবতাম, কেন জানি না, গিলোটিনে যেতে হলে সিঁড়ি দিয়ে এক মঞ্চের উপর উঠতে হয়। বোধ হয় ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের সম্বন্ধে যা পড়ানো হয়েছিল ও যে সব ছবি দেখেছি তার থেকে আমার এ রকম ধারণা হয়েছিল। কিন্তু এক সকালে খবরের কাগজে ছাপানো এক আলোকচিত্রের কথা আমার মনে পড়ল। এক বহু আলোচিত খুনি আসামির ছবি ছাপা হয়েছিল। যন্ত্রটি বসানো ছিল মাটিতে, সাধারণভাবে। আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক কম চওড়া। আমি অবাক হলাম ভেবে যে এটা আমি আগে লক্ষ করিনি। যন্ত্রটির ছবি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল তার যান্ত্রিক কুশলতা, মসৃণ এবং উজ্জ্বল চেহারার জন্য। মানুষ অজানা বস্তু সম্বন্ধে কতো বাড়িয়ে ভাবে! আসলে ব্যাপারটা অতি সরল। যন্ত্র আর মানুষ একই সমতলে থাকে আর মানুষটি যন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায় যেন কোনও লোকের সঙ্গে মোলাকাত করতে যাচ্ছে। সেটাও আবার একটু অস্বস্তিকর। সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চের উপর ওঠা, আকাশের দিকে এগিয়ে যাওয়া, কল্পনাকে টানে। যদি ও শেষ পর্যন্ত যন্ত্রই জয়ী হয়, নিঃশব্দে হত্যা করে, সামান্য কুণ্ঠা ও অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে।

আরও দুটি বিষয় সম্বন্ধে আমি লাগাতার চিন্তা করতাম। ভোররাত্রি এবং আমার আপিল। যদিও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম এই দুটির থেকে আমার মনকে সরিয়ে রাখতে। শুয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকাতাম, জোর ক'রে মন

www.BanglaBook.org

ঐদিকে ঘুরিয়ে দিতাম। নিরীক্ষণ করতাম আকাশের রঙ বদলানো। আকাশের রঙ সবুজ হয়ে এলে বুঝতাম রাত নেমে আসছে। আবার মনের গতি বদলানোর জন্য আমার হৃৎস্পন্দন শুনতাম। ভাবতেই পারতাম না যে এই ধুকধুক যা এতদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, একদিন হঠাৎ থেমে যাবে। আমার কল্পনাশক্তি কখনোই খুব প্রখর নয়। তবুও কল্পনা করতে চেষ্টা করতাম, অন্তত এক মুহূর্তের জন্যেও, আমি আমার হৃদয়ের স্পন্দন আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আর শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু হায়! সে চেষ্টা ব্যর্থ হত। প্রত্যুষ আর আমার আপিল আবার আমার মাথার মধ্যে এসে হাজির হত। শেষ পর্যন্ত আমি স্থির করলাম মনের স্বাভাবিক বৃত্তিকে বাধা না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

ঊষাকালেই ওরা আসে, আমি জানতাম। আমি সারারাত ভোরের প্রতীক্ষা করতাম। আমি কখনোই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে চাই না। যে কোনও অবস্থার জন্য আমি নিজেকে তৈরি রাখতে চাই। ফলে ক্রমে আমার দিনের ঘুম কমে এল। আর সারা রাত ধৈর্যের সাথে থাকতাম আকাশ-জানালায় ভোরের প্রথম আলো ফুটবার অপেক্ষায়। সবচাইতে কষ্টকর ছিল আলো-আঁধারির সেই অস্ফুট সময়, যখন ওরা আসে। মাঝরাতের পর থেকেই আমি সজাগ হয়ে থাকতাম। এর আগে কখনো এত বিভিন্ন রকমের শব্দ আমি শুনিনি। ক্ষীণতম শব্দগুলিও আমার কান এড়াত না। তবে এ কথা বলব যে আমি একদিক দিয়ে ভাগ্যবান ছিলাম কারণ ঐ সময়ে আমি একদিনও পদশব্দ শুনিনি। মা বলতেন কেউ কখনোই সম্পূর্ণরূপে দুর্ভাগা হতে পারে না। যখন নতুন দিনের আবির্ভাবে আকাশ রাঙা হয়ে উঠে আমার সেলকে আলোকিত করত তখন আমার মনে হত মায়ের কথা কত ঠিক। কারণ এমনও হতে পারত যে আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে গেল। সামান্যতম আওয়াজ পেলে আমি ছুটে দরজার কাঠে কান লাগিয়ে এত নিবিষ্টভাবে শুনতাম যে আমার দ্রুত ও গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ একটা কুকুরের হাঁফানির মতো শোনাত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যেত না আর আমি আরও চব্বিশ ঘন্টার জন্য আমার জীবন ফিরে পেতাম।

এছাড়া সারাদিন আমি আপিলের কথা চিন্তা করতাম। আপিলের ব্যাপারটা নিয়ে যথাসম্ভব সন্তুষ্টি পাবার জন্য আমার চিন্তাধারা সবসময়ে কেন্দ্রীভূত থাকত। আমি সবকিছু খতিয়ে দেখে সব চাইতে বেশি সান্ত্বনা পাবার রাস্তা নিতাম। তাই সবসময়েই আমি নিকৃষ্টতম সম্ভাবনার কথা আগে ভাবতাম— অর্থাৎ আমার আপিল খারিজ হয়ে গেছে। অতএব আমাকে মরতেই হবে। অবশ্যই অন্যদের থেকে অনেক আগে। কিন্তু এ কথা তো সবাই জানে এ জীবনে বেঁচে থাকার কষ্ট সহ্য করার কোনও মানেই হয় না। মোদ্দা, আমার মতে, এককুড়ি দশে কিংবা তিনকুড়ি দশে মারা যাওয়ার মধ্যে কোনওই তফাৎ নেই কারণ এই দুই ক্ষেত্রেই অন্য সব স্ত্রী ও পুরুষেরা বেঁচে থাকবে, এবং এরকম চলবে হাজারও বছর ধরে। এটা তো

www.BanglaBook.org

জলের মতো পরিষ্কার— আমাকে মরতেই হবে— সেই আজই হোক বা বিশ বছর বাদেই হোক। তবুও এই যুক্তিতে আমার মন পুরোপুরি শান্ত হয় না কারণ আগামী বিশ বছরের জীবনের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ আমি অনুভব করতে থাকি। এই চিন্তাকে আমি দমন করি অন্য এক চিন্তা এনে— বিশ বছর বাদে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে আমার মানসিক অবস্থা কেমন হবে সেই কথা ভেবে। এটা স্পষ্ট যে, যেই মাত্র মরণ এসে গেল— তখন 'কিভাবে' ও 'কখন'— এ কথাগুলির আর কোনও অর্থ থাকে না। অতএব (এখানে এই 'অতএব' পর্যন্ত যুক্তিগুলির খেই না হারানো কঠিন), আমার আপিল খারিজ হওয়ার জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমার মনে হল, এইবার, কেবলমাত্র এ সবের পরেই, দ্বিতীয় উপপত্তির বিষয়ে চিন্তা করার আমার 'অধিকার' হয়েছে। নিজেকে অনুমতি দিলাম চিন্তা করতে— আপিল মঞ্জুর হয়েছে, আমি মুক্তি পেয়েছি। এ কথা চিন্তা করা মাত্র এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত সারা শরীরের ধমনীর মধ্য দিয়ে ছুটে যেত, যার জন্য চোখে জল এসে যেত— এবং তাকে সংযত করা খুব কঠিন হত। অনেক চেষ্টা ক'রে এই উচ্ছ্বাস দমন করতে হত। মনকে সংযত করতে হত এই ভেবে যে এই দ্বিতীয় সম্ভাবনার পরিণতিকেও আমাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে হবে। তবেই প্রথম সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াও আমার পক্ষে সহজতর হবে। এই ভাবে মনকে সংযত করতে সফলকাম হলে ঘন্টাখানেকের জন্য আমি শান্তি পেতাম। যতই হোক, এটা একটা বিরাট লাভ।

এই রকমই কোনও এক সময়ে আমি আবারও পাদরির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমি শুয়েছিলাম। এক সোনালি আলো নিয়ে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা আসার অপেক্ষা করছিলাম। আমি সবেমাত্র আমার আপিল খারিজ করেছি, শরীরের মধ্যে ধমনীর মৃদু, শান্ত স্পন্দন অনুভব করছি। পাদরির সঙ্গে দেখা করার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। অনেক-অনেকদিন পরে আবার মারী-র কথা ভাবছিলাম। ও বহুদিন আমাকে চিঠি লেখে না। সে রাতে এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে মনে হ'ল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামির প্রণয়িনী হয়ে থাকতে থাকতে ও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ কথাও মনে হল ও বোধহয় অসুস্থ হয়েছে বা হয়তো মারাই গেছে। এ তো হতেই পারে। কি ক'রেই বা জানব? আমাদের দুটি শরীরের বাইরে, যাদের যোগাযোগ এখন ছিন্ন, আর কোনওই যোগসূত্র নেই যা আমাদের একে অপরকে মনে করিয়ে দেয়। মারী-র স্মৃতিও আমার কাছে অনেক ঝাপসা হয়ে এসেছে। যদি সে মারা গিয়ে থাকে তবে তার স্মৃতির কোনও মূল্য আমার কাছে নেই। এক মৃত নারীতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। এটাই স্বাভাবিক, আমি মারা যাবার পরও সকলেই আমাকে ভুলে যাবে। এমনও বলতে পারব না যে এ ধরনের ধারণা করা মানসিকভাবে কঠিন।

ঠিক এই সময়ে পাদরি ঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ ওঁকে দেখে আমি চমকে একটু শিউরে উঠলাম। উনি সেটা দেখে থাকবেন, আমাকে আশ্বাস দিয়ে নির্ভয় হতে

www.BanglaBook.org

বললেন। আমি বললাম উনি যে কাজের জন্য আসেন সেটা সাধারণত অন্য একটা সময়ে হয়ে থাকে। উনি বললেন এটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার, আমার আপিলের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই এবং আমার আপিলের বিষয়ে উনি কিছুই জানেন না। উনি আমার শোবার বাঙ্কটায় বসে, আমাকে ওঁর পাশে বসতে বললেন। আমি রাজি হলাম না যদিও ওঁকে এক অতি শান্ত ব্যক্তি বলেই আমার মনে হল।

হাত দুটি হাঁটুর উপরে রেখে কিছুক্ষণ উনি বসে থাকলেন। মাথা নিচু ক'রে, পেশীবহুল, সুললিত হাতদুটি দেখছিলেন ও এক হাতের মধ্যে অন্য হাত নাড়াচাড়া করছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুটি সাবলীল জীব। উনি ঐ ভাবে অনেকক্ষণ বসে রইলেন মাথা নিচু ক'রে। আমার মনে হল আমি বোধহয় ওঁকে ভুলেই গেছি।

হঠাৎ মাথা উঁচু ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না কেন?' জবাবে বললাম আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। উনি জানতে চাইলেন এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত কি না। আমি বললাম আমি তা জানি না এবং জানতে চাইও না। আমার কাছে এ প্রশ্নের কোনও মূল্য নেই। পিছনে সরে উনি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে হাত দুটি উরুর উপর পাতিয়ে রাখলেন। যেন আর কারও সঙ্গে কথা বলছেন, এই ভাবে তিনি বললেন এটা দেখা গেছে অনেক সময়েই লোকে ভাবে কোনও বিষয়ে সে স্থিরনিশ্চিত যদিও আসলে ব্যাপারটা বিপরীত। আমি কিছু বললাম না। আমার দিকে দৃষ্টি রেখে উনি জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার কি মনে হয়?' আমি জবাবে বললাম— হতে পারে কি বিষয়ে আমার সত্যিকারের আগ্রহ হয়তো তা আমি নিশ্চিত রূপে জানি না, কিন্তু কি বিষয়ে আমার আগ্রহ একেবারেই নেই তা আমি ভালোভাবেই জানি। এবং উনি এখন যে প্রশ্ন তুলেছেন সে বিষয়ে আমার কোনোই আগ্রহ নেই।

একই ভাবে বসে থাকা অবস্থায় উনি আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন অত্যধিক আশাহীন হয়ে আমি একথা বলছি কি না! আমি আশাহত নয়, ভীত। এবং সেটা স্বাভাবিক, আমি বুঝিয়ে বললাম। 'সেইজন্যই তোমার ঈশ্বরের সহায়তা প্রয়োজন।' উনি আশ্বাস দিলেন 'তোমার মতো ক্ষেত্রে আমি যত লোককে জানি সকলেই ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে।' 'অবশ্যই সেটা তাঁদের অধিকার এবং দেখা যাচ্ছে তাঁদের সে সময়ও আছে।' আমি বললাম 'যদি আমার কথা বলতে হয় আমি বলব আমার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। এবং যে বিষয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই সে বিষয়ে আগ্রহের উদ্রেক করানোর মতো সময়ও আমার নেই।'

উত্যক্ত ভাবে তিনি হাত দুটি নাড়লেন। পরে উঠে বসে ওঁর পোশাকের ভাঁজগুলি দুরুস্ত করলেন। শেষ ক'রে উনি আবার আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। 'বন্ধু' সম্বোধন ক'রে উনি আমাকে বললেন আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছি বলে উনি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন না। ওঁর মতে আমরা সবাই মৃত্যুদণ্ডে

www.BanglaBook.org

দণ্ডিত। আমি ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম সেটা এক কথা নয়। আর তা ছাড়া সেটা আমার পক্ষে কোনও সান্ত্বনাও নয়। 'ঠিক কথা। কিন্তু তুমি যদি আজ মারা না-ও যাও, একদিন না একদিন মারা যাবেই। একই প্রশ্ন তখনও থাকবে— কি ক'রে এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হবে।' এখন যেমন ভাবে হচ্ছি তখনও তেমনি ভাবেই হব আমি বললাম।

এই কথায় উঠে দাঁড়িয়ে উনি সোজাসুজি আমার চোখে চোখ রাখলেন। এই খেলাটি আমি ভালো ক'রেই জানতাম। এবং প্রায়ই এমানুয়েল বা সেলেস্ত্ এর সঙ্গে খেলতাম। অধিকাংশ সময়েই ওরা আগে চোখ ফিরিয়ে নিত। পাদরিসাহেবও এই খেলাটা ভালোভাবেই জানেন আমি দেখলাম। ওঁর দৃষ্টি অচঞ্চল রইল। ওঁর গলার স্বরও অকম্পিত রইল 'কোনও আশাই কি তোমার নেই? তুমি কি বিশ্বাস কর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছুর শেষ?' 'হ্যাঁ।' আমি বললাম।

মাথা নিচু ক'রে উনি আবার বসে পড়লেন। আমাকে দেখে ওঁর দুঃখ হচ্ছে আমাকে বললেন। ওর মতে এরকম ধারণা নিয়ে জীবন যাপন করা অসম্ভব। আমি বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। আমি ঘুরে জানালার নিচে গিয়ে দেয়ালে কাঁধ ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। আমি মন দিয়ে শুনছিলাম না কিন্তু বুঝলাম উনি আমাকে প্রশ্ন করে চলেছেন। এক উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত সুরে উনি বলছিলেন। আমি বুঝতে পারলাম উনি আবেগে বিচলিত হয়েছেন, তাই ওঁর কথায় মন দিলাম।

উনি নিশ্চিত আমার আপিল মঞ্জুর হবে, কিন্তু যে পাপের বোঝা আমাকে ভারাক্রান্ত করেছে তার থেকে আমাকে ত্রাণ পেতে হবে উনি বললেন। ওর মতে মানুষের বিচার কিছুই নয় ঈশ্বরের বিচারই সব। এই মানুষের বিচারই আমাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করেছে, আমি বললাম। কিন্তু এই দণ্ড আমার পাপকে ধুয়ে দিতে পারেনি উনি বললেন। কোনও 'পাপের' কথা আমি জানি না। আমাকে শুধু বলা হয়েছে আমি অপরাধী। অপরাধ করেছি, তার মূল্য আমি দিচ্ছি। এর বেশি আমার কাছে কেউ কিছু চাইতে পারে না। পাদরি আবার উঠে দাঁড়ালেন। আমি দেখলাম এই ছোট্ট ঘরটায় উনি যদি নড়াচড়া করতে চান তবে বসা এবং উঠে দাঁড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

আমার চোখ মাটির দিকে। উনি আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসে থেমে গেলেন। যেন আর এগোতে সাহস পাচ্ছেন না। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। 'বৎস তুমি ভুল করছ। তোমার কাছ থেকে আরও কিছু বেশি আশা করা যেতে পারে, এমনকি— সম্ভবত আশা করা হবে।'— 'কী বলতে চাইছেন?'— 'তোমাকে কিছু দেখতে বলা হতে পারে!'— 'কি দেখতে?'

পাদরি চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে বলতে শুরু করলেন। ওর গলার স্বরে হঠাৎ এক অস্বাভাবিক ক্লান্তি লক্ষ্য করলাম। আমি জানি এই দেওয়ালগুলির প্রতিটি পাথর থেকে দুঃখ, বেদনা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়েছে। এক উদ্বেগের দৃষ্টি ছাড়া আমি কখনওই এদের দিকে তাকাতে পারিনি। কিন্তু আমি এও জানি— আর এ কথা

www.BanglaBook.org

আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ব'লছি— যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধঃপতিত, সবচেয়ে দুঃখী লোকেরা এই পাথরের অস্বচ্ছতার ভিতর থেকে এক দিব্য চেহারা বেরিয়ে আসতে দেখেছে। তোমাকেও সেই দৈব চেহারা দেখতে হবে।'

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মাসের পর মাস আমি এই দেওয়ালগুলির দিকে চেয়ে দেখেছি, আমি বললাম। এদের আমি যত ভালোভাবে জানি তেমনভাবে পৃথিবীতে আর কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকেই আমি জানিনা। হয়তো কখনো— বহুকাল আগে— আমি এই দেওয়ালে একটি মুখ দেখবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে মুখ ছিল— সোনালি সূর্যের মতো, কামনার রঙে রঙ্গিন— মারীর মুখ। বহু চেষ্টা ক'রেও সে মুখ আমি দেখতে পাইনি। এখন সব শেষ হয়ে গেছে। আর যাই হোক এই পাথরগুলির ঘাম থেকে আমি কখনো কোনও মুখ ফুটে বার হতে দেখিনি।

পাদরি এক করুণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। আমি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দিবালোক আমার কপালে, মুখে গড়িয়ে পড়ছিল। উনি কিছু বললেন যা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন উনি আমার মুখচুম্বন ক'রতে পারেন কি না। আমি বললাম 'না'। উনি ঘুরে দেওয়ালের কাছে গিয়ে আস্তে দেওয়ালের উপর হাত বুলালেন। খুব নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন 'এই পৃথিবীকে কি তুমি এতই ভালবাস?' আমি কোনও জবাব দিলাম না।

ঐ ভাবে মুখ ফিরিয়ে উনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁর উপস্থিতি আমাকে বিরক্ত করছিল, আমার উপর এক মানসিক চাপ সৃষ্টি করছিল। আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে, আমি ওঁকে চলে যেতে বলতে উদ্যত হচ্ছিলাম। হঠাৎ উনি আমার দিকে ফিরে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন— 'না! আমি বিশ্বাস করি না! আমি নিশ্চিত জানি তুমি কখনো না কখনো অন্য এক জীবনের কামনা করেছ।' 'অবশ্যই। কিন্তু তার গুরুত্ব— ধনী হতে চাইবার, ওস্তাদ সাঁতারু হতে চাইবার, অথবা এক সুন্দর চেহারার অধিকারী হতে চাইবার বাসনার থেকে বেশি নয়, সকলেই এক জাতীয়।' আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে উনি বলে উঠলেন— উনি জানতে চান এই অন্য জীবন সম্বন্ধে আমার কী ধারণা। 'যে জীবনে আমরা এই জীবনের স্মৃতি পুরোপুরি থাকবে।' আমি গলা চড়িয়ে জবাব দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও বললাম যে যথেষ্ট হয়েছে এবং ওর সঙ্গ আমার অসহ্য লাগছে। উনি আবারও ঈশ্বরের বিষয়ে বলতে চাইলেন। আমি ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। শেষ চেষ্টা করতে চাইলাম ওকে বোঝাবার যে আমার কাছে সময় অল্পই আছে এবং আমি তা ঈশ্বরের ওপর নষ্ট করতে চাই না। বিষয়ান্তরে যাবার চেষ্টায় উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ওঁকে 'ফাদার' বলে সম্বোধন করছি না কেন। আমি আরও বিরক্ত হলাম। আমি বললাম উনি আমার 'পিতা' নন, আর তা ছাড়া উনি অন্যদের দলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না না, বৎস' আমার কাঁধে হাত রেখে উনি বললেন 'আমি তোমারই দিকে কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না কারণ তোমার হৃদয় অন্ধ হয়ে রয়েছে। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব।'

এর পর, কেন জানি না আমার ভিতর এক বিস্ফোরণ ঘটল। আমি তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করলাম। আমি ওঁকে অপমান করতে লাগলাম এবং আমার জন্য প্রার্থনা না করতে বললাম। ওর পোশাকের গলবন্ধ ধরে আমার হৃদয়ের গভীর অনুভূতিসকল এক প্রচণ্ড ক্রোধ ও উল্লাসের সঙ্গে আমি ওঁর সামনে ঢেলে দিতে লাগলাম। উনি সব বিষয়েই অত্যন্ত নিশ্চিত মনে হচ্ছে, তাই নয় কি? কিন্তু ওঁর এই নিশ্চিতির কোনোই মূল্য নেই, এক কানাকড়িও নয়। উনি ওঁর নিজের জীবন সম্বন্ধেই নিশ্চিত নন কারণ উনি এক মৃতের জীবন যাপন করছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমি রিক্তহস্ত কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে, সব কিছুর সম্বন্ধে, ওঁর থেকে অনেক বেশি নিশ্চিত; আমার এই জীবন সম্বন্ধেও যেমন আমি নিশ্চিত, যে মরণ আসছে সে সম্বন্ধেও তেমনই নিশ্চিত। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক আমার হাতে আর কিছুই নেই এ ছাড়া। কিন্তু কমপক্ষে এই সত্যকে আমি যতটা আঁকড়ে ধরেছি এই সত্যও আমাকে ততটাই অধিকার করেছে। আমি যা করেছি ঠিক করেছি, এখনও যা করছি ঠিক করছি, এবং সব সময়ই আমি ঠিক কাজ করেছি। আমি এরকম ভাবে জীবন যাপন করেছি, আমি ওরকম ভাবে জীবন যাপন করতে পারতাম। আমি এটা করেছি আর ওটা করিনি। আমি ওই কাজগুলো করিনি আর এই কাজগুলি করেছি। এবং এ সবের পর? যেন আমি সমস্ত জীবন ধরে অপেক্ষা করছি কোনও এক প্রত্যুষের সেই মুহূর্তটির জন্য যখন আমার সমস্ত ঋণ শোধ হবে। না কিছুই নয়, কোনও কিছুরই কোনও গুরুত্ব নেই এবং আমি জানি কেন। উনিও ভালোভাবেই জানেন কেন। আমার ভবিষ্যতের দিগন্ত হতে, যে দিনগুলি এখনও আসেনি সেখান থেকে আমার এই জীবন— যে অলীক জীবন আমি যাপন করে চলেছি— সেই সারা জীবন ধরে আমার দিকে ভেসে আসছে এক ধূসর অন্তহীন হাওয়া। এই হাওয়া তার আসার পথে— আমার অবাস্তব অতীতের দিনগুলিতে যে সকল বিভিন্ন ধারণা, কল্পনা অন্য সকলে আমার মনে গাঁথতে চেয়েছিল— সে সকলকে একাকার করে ফেলেছে। কারও মৃত্যু, মায়ের ভালোবাসা, ওঁর ঈশ্বর এ সকলের কোনও গুরুত্ব, কোনও মূল্য নেই আমার কাছে। কোনও এক জীবনধারা মেনে চলা বা কোনও এক ভাগ্যকে নির্বাচন করার চেষ্টা এ সবই অর্থহীন। কারণ একই 'ভাগ্য' সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে। আমাকে এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে, ওর মতো 'ভাগ্যবান' মানুষকেও, যারা আমাকে 'ভাই' বলে ডাকে। উনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না? সকলেই 'ভাগ্যবান'। কেবলমাত্র একই শ্রেণির মানুষ আছে— 'ভাগ্যবান'। সবাইকেই একদিন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ওঁকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে যদি ওঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এই জন্য যে উনি মায়ের অন্ত্যেষ্টিতে কাঁদতে পারেননি

www.BanglaBook.org

তাতে কার কি এসে যাবে? সালামানোর কুকুরের মূল্য তার স্ত্রীর চাইতে কোনও অংশে কম নয়। রোবট মহিলা, মার্সকে বিয়ে করেছে যে পারীসিয়েন মহিলা বা মারী যে চেয়েছিল আমি তাকে বিয়ে করি সকলেই সমান দোষী। কি এসে যায় যদি সেলেস্ত্ আর রেমঁ দুজনেই আমার একই রকম বন্ধু হয় যদিও সেলেস্ত্ রেমঁর থেকে অনেক বেশি গুণী? কি এসে যাবে যদি মারী আজ এক নতুন 'ম্যোরস'-এর মুখচুম্বন করে? নিজে এক দণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে উনি কি বুঝতে পারছেন— উনি কি আদৌ বুঝতে পারছেন, যখন আমি বলছি— আমার ভবিষ্যতের দিগন্ত থেকে.... এত চিৎকার করে আমার দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে রক্ষীরা এসে পাদরিকে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। ওরা আমাকে মারতে উঠল। পাদরি ওদের শান্ত করে কিছুক্ষণ নীরবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ওঁর চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। উনি ঘুরে সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাদরি চলে যাবার পর আমি আবার শান্ত হলাম। আমি অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমার শোবার পাটাতনটার উপর নিজেকে এলিয়ে দিলাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকব, যখন ঘুম ভাঙল দেখি চোখের সামনে আকাশের তারাগুলি। শহরপ্রান্তের গ্রাম থেকে নানা আওয়াজ আমার সেল পর্যন্ত আসছিল। রাত্রির ও মাটির নোনা গন্ধে আমার কপাল জুড়িয়ে গেল। ঘুমন্ত গ্রীষ্ম রাতের এই অপূর্ব শান্তি আমার শরীরে এক প্লাবন আনল। ঠিক তখন, রাত শেষ হবার সময়ে, কোথাও একটা স্টিমারের বাঁশি বেজে উঠল। কোথাও যাত্রীরা তাদের যাত্রা শুরু করছে, কোনও এক দেশের জন্য, যে সম্বন্ধে আমার কোনোই ঔৎসুক্য নেই— আর কোনও দিনই থাকবে না। অনেক— অনেকদিন পরে আজ আবার মায়ের কথা মনে পড়ল। আমার মনে হল আমি এখন বুঝতে পারছি মা কেন তার শেষ বয়সে এক 'ফিঁয়াসে' নিয়েছিলেন। কেন তিনি জীবনের খেলা আবার শুরু করেছিলেন। ওই আশ্রমে, যেখানে জীবনের দীপগুলি একে একে নিভে যাচ্ছিল, সেখানে রাত্রি ছিল এক বিরতির সময়— এক বিষাদময় বিরতি। মৃত্যুর এত কাছে এসে মা সম্ভবত নিজেকে মুক্ত মনে করেছিলেন— আবার নতুন করে জীবন শুরু করবার জন্য তৈরি মনে করেছিলেন। না, মায়ের জন্য কাঁদবার অধিকার কারও নেই, কারোরই নয়। মনে হল আমিও আমার জীবন আবার নতুন ক'রে শুরু করবার জন্য তৈরি। যেন এই প্রচণ্ড ক্রোধ আমার ভিতর থেকে সব মলিনতা ধুয়ে দিয়েছে, সব আশা শেষ হয়ে গেছে। এই নক্ষত্র খচিত রাত্রিতে, এই জগতের শান্ত উদাসীনতার প্রতি আমি এই প্রথম নিজেকে উন্মোচিত করে দিলাম। আমার সাথে এর কত সাদৃশ্য! এত ভ্রাতৃ সুলভ! আমার মনে হল আমি সব সময়ই খুব সুখী ছিলাম এবং এখনও সুখী আছি! এখন চূড়ান্ত চরিতার্থতার জন্য, আমার একাকীত্ব কম করবার জন্য— আমি শুধু এইটুকু আশা করব যে আমার গিলোটিনের দিনে যেন প্রচুর লোক সমাগম হয় এবং তারা সকলেই যেন প্রাণভরা ধিক্কারের চিৎকারে আমাকে অভ্যর্থনা করে।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG